আল্লাহর মো'জেজা
হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা

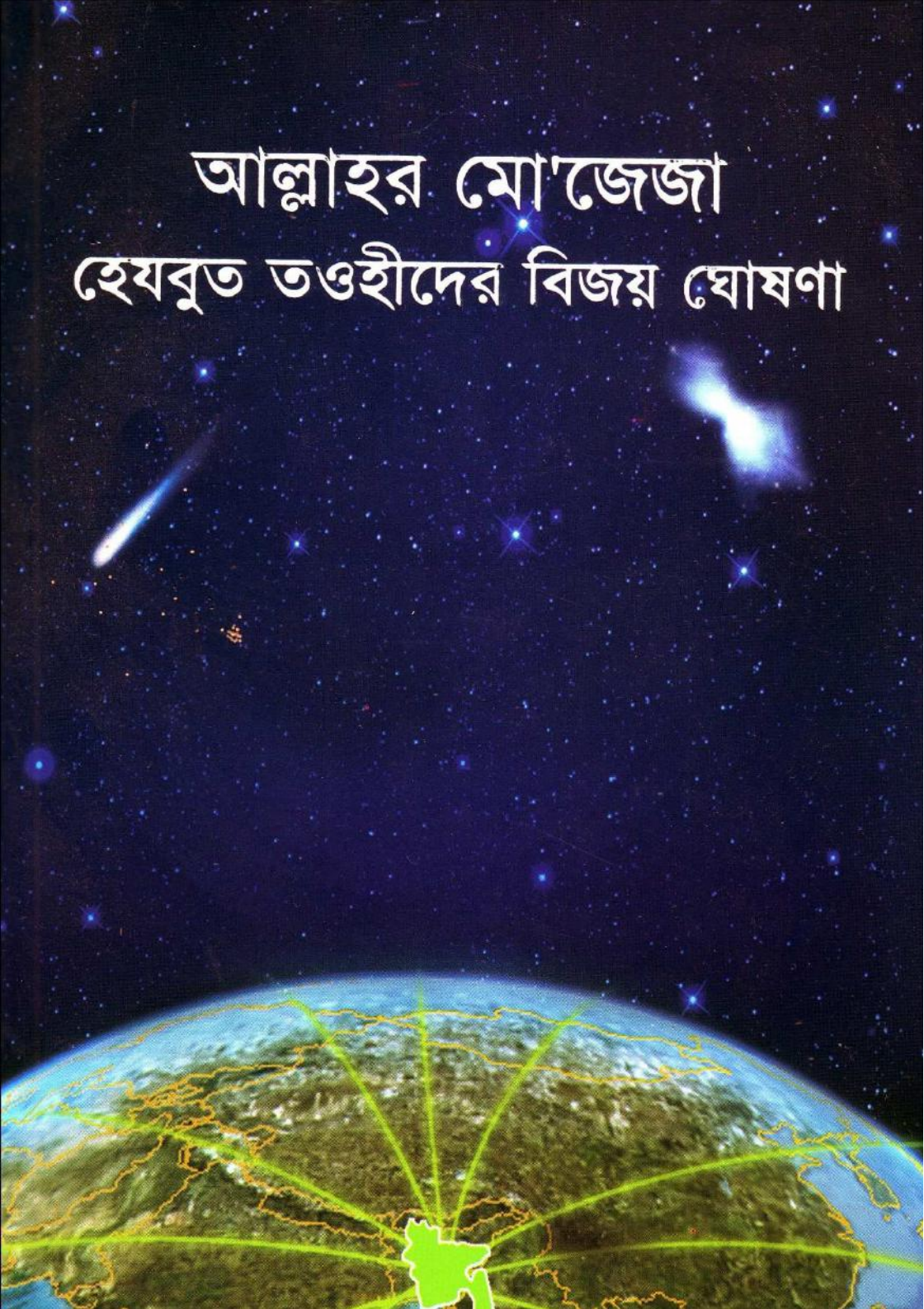

আল্লাহর মো’জেজা
হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা

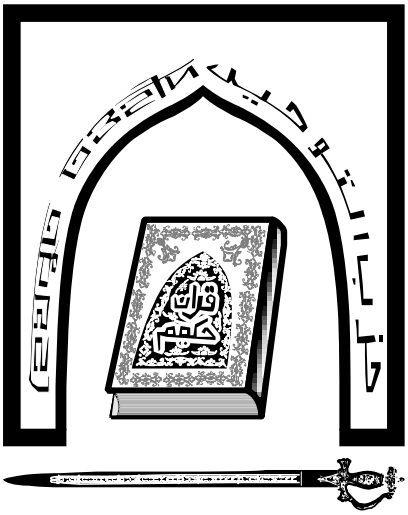

মো’জেজার ৪র্থ বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ২৪ মহররম, ১৪৩৩ হেজরী

২০ ডিসেম্বর, ২০১১ ঈসায়ী, ৬ পৌষ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদনা : মো: রিয়াদুল হাসান
প্রচ্ছদ: কাজী আব্দাল্লাহ আল মাহফুজ ও মো: মনিরুল এসলাম
চিত্রগ্রহণ : হাফেজুর রহমান ও বিভিন্ন শাখার মোজাহেদগণ

প্রকাশনা ও পরিবেশনা

তওহীদ প্রকাশন

(বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একমাত্র পরিবেশক)
৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০১৭৪৬৫১
www.taweedprocation.org
www.hezbuttawheed.com

ISBN: 987-984-8912-05-8

মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র

- আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা
- এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান সভ্যতা!
- Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
- হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান সভ্যতা! (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- অন্যান্য দল না কোরে হেযবুত তওহীদ কেন কোরব? (আলোচনার ভিসিডি)
- বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)

মহান আল্লাহর বাণী

- পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ কোরে বেড়ায় আমি তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন (আয়াত বা মো'জেজা) থেকে ফিরিয়ে দিব, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন কোরবে না, তারা সৎপথ (হেদায়াত) দেখলেও তাকে হেদায়াত বোলে গ্রহণ কোরবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকে তারা পথ হিসাবে গ্রহণ কোরবে। এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার কোরেছিল এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল (নির্লিপ্ত)। (সুরা আরাফ: ১৪৬)

- স্মরণ করো, ঈসার সঙ্গীগণ বোলেছিল, হে ঈসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কোরতে সক্ষম সে বোলেছিল, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মো'মেন হও।' তারা বোলেছিল, আমরা তা থেকে খেতে চাই; এতে আমাদের অন-র পরিতৃপ্ত হবে। আমরা নিশ্চিত হোতে চাই যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বোলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই। মরিয়ম তনয় ঈসা বোলল, 'হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করো; তা আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সকলের জন্য হবে আনন্দোৎসব এবং তোমার নিকট থেকে নিদর্শন (মো'জেজা)। আর তুমিই আমাদেরকে রেযেক দান করো। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রেযেকদাতা। আল্লাহ বোললেন, 'আমিই তোমাদের নিকট তা প্রেরণ কোরব। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী কোরলে তাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দিব না।' -সূরা মায়েদা ১১২-১১৫

- তোমাদের কি হোল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কোরছ না সেই দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, "হে আমাদের রব! আমাদের এই জনপদ থেকে উদ্ধার করো। এখানকার অধিবাসীরা জালেম (অন্যায়কারী)। আর তোমার নিকট থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক প্রদান করো এবং তোমার নিকট থেকে একজন সাহায্যকারী প্রেরণ করো। (সূরা নেসা ৭৫)

সূচিপত্র

১। মো'জেজা কি? ৭

২। সেদিন যা ঘোটেছিল ১০

৩। যে ভাষণটির সময় মো'জেজা সংঘটিত হয়..... ১৭

৪। এমামের ভাষণে সংখ্যাতাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ..... ২০

৫। মো'জেজার সময়ে উপস্থিত কয়েকজনের অনুভূতি..... ২৫

৬। ১ম মো'জেজা বার্ষিকীতে এমামুয্যামানের বক্তব্য..... ৩৯

৭। ২য় মো'জেজা বার্ষিকীতে এমামুয্যামানের বক্তব্য..... ৪৫

৮। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের বিভিন্ন দিক..... ৫৩

৯। মো'জেজার সত্যায়ন..... ৫৬

১০। এমামুয্যামানের বক্তব্য..... ৫৯

১১। সাবধানবাণী..... ৬৩

১২। মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র
সংক্ষিপ্ত পরিচয়..... ৬৪

১৩। যারা উপস্থিত ছিলেন..... ৭১

দু'টি কথা

অন্যায় অশান্তিতে পরিপূর্ণ পৃথিবীর অস্থির ও সংঘাতময় পরিস্থিতি থেকে মানবজাতিকে উদ্ধার করার একমাত্র পথ আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা। এই বিরাট কাজের জন্য আল্লাহর মনোনয়নপ্রাপ্ত একজন নেতা অপরিহার্য্য যাঁকে আল্লাহ তাঁর সংগ্রামের পথে সাহায্য কোরবেন। আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত এবং পরিচালিত এই এমামের নেতৃত্ব এবং আল্লাহর নসর, সাহায্য ছাড়া সমগ্র মানবজাতির জীবনব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করার মত অচিন্ত্যনীয় বিরাট কাজে সফলতা সম্ভব নয়। অথচ বর্ত্তমান দুনিয়ায় এই দু'টি বিষয়ই অনুপস্থিত এবং এই অভাব মানুষের দ্বারা পূরণ করাও সম্ভব নয়। ফলে গত প্রায় দুই শতাব্দিতে এসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত উদ্যোগ কর্মীদের উদাহরণযোগ্য আন্তরিকতা ও ত্যাগ থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হোয়ে গেছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে কয়েকটি খুব বড় বড় সংগঠনও রোয়েছে, যেগুলির তুলনায় হেযবুত তওহীদ অতি ক্ষুদ্র একটি আন্দোলন। পৃথিবীর এই সব আন্দোলনের সাথে এই ক্ষুদ্র হেযবুত তওহীদের বিরাট পার্থক্য সূচিত হয় ২৪ মহর্‌রম, ১৪২৯ হেজরী তারিখে। এই দিন আল্লাহ কয়েকটি মো'জেজার মাধ্যমে সত্যায়ন কোরলেন যে হেযবুত তওহীদ তাঁর মনোনীত দল এবং এর এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী তাঁর মনোনীত এমাম, অর্থাৎ এই যামানার এমাম। আল্লাহ আরও ঘোষণা কোরলেন যে, তিনি এ আন্দোলনের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় তাঁর দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠিত কোরবেন, এনশা'আল্লাহ। এই মনোনয়নের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে নেতৃত্বহীনতার হতাশা থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন কোরলেন।

মো'জেজা হেযবুত তওহীদের তথা মানবজাতির জীবনে মহা-গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহ আর্ত্ত-মানবতার মুক্তির জন্য (সূরা নেসা ৭৫) একজন নেতা, উদ্ধারকর্ত্তা দান কোরেছেন। এই ঘটনার বিরাটত্ব ও প্রকৃত মাহাত্ম্য বিচার কোরবে ভবিষ্যৎ। এত বৃহৎ একটি বিষয় সম্পর্কে লিখতে যে যোগ্যতা দরকার তার বিন্দুমাত্রও আমাদের নেই। মো'জেজা ঘটিয়ে যে মহান সত্য আল্লাহ আমাদের দান কোরেছেন আজ তা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এ বইটি আমাদের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদের সকল গাফেলতি, ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর অসীম স্নেহ ও করুণার ছায়ায় স্থান দেন। আমীন॥

মো: রিয়াদুল হাসান
১৫.০৫.১৪৩৩ হেজরী

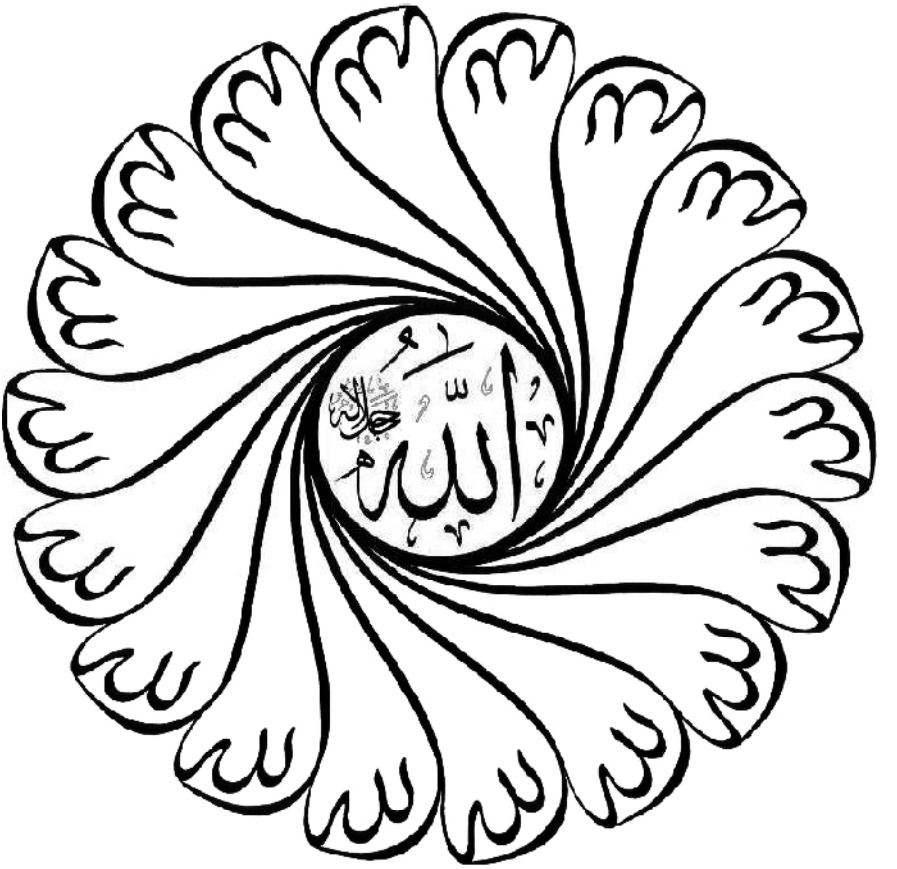
الله جل جلاله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মো'জেজা কি?

মো'জেজা এসলামের ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ মানব সৃষ্টির পর থেকে প্রতিটি সমপ্রদায়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী মানুষকে হেদায়াহ (সঠিক পথ) প্রদর্শনের জন্য নবী রাসুল প্রেরণ কোরেছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। আল্লাহর এই নবী ও রসুলগণ যখন তাঁদের সমপ্রদায়ের নিকট গিয়ে বোলতেন, "আমাকে আল্লাহ নবী কোরে পাঠিয়েছেন, তোমরা আমার কথা শোন, তবেই হেদায়াত পাবে", তখন অধিকাংশ মানুষই তাঁদেরকে বিশ্বাস কোরত না, বোলত, "তুমি যে নবী তার প্রমাণ কি?" এই প্রশ্নটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত। মানুষের কাছে নবী হিসাবে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ নবীগণকে কিছু অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের ক্ষমতা দান কোরতেন। অলৌকিক এ ঘটনাগুলি আল্লাহই ঘটাতেন, তবে নবীদের মাধ্যমে। এ বিষয়টিকেই আমরা মো'জেজা বোলে জানি। অর্থাৎ নবী রসুলগণ যে সত্যিই আল্লাহর তরফ থেকে মনোনীত ও নবুয়্যত প্রাপ্ত ব্যক্তি তা সত্যায়নের জন্য যে অসাধারণ ও অলৌকিক ঘটনা তাঁরা আল্লাহর হুকুমে ঘটিয়ে দেখাতেন সেগুলোই হোচ্ছে মো'জেজা। একেকজন নবীর একেক রকম মো'জেজা ছিল। যেমন: সোলায়মান (আ:) জ্বীন ও পশু-পাখিদের ভাষা বুঝতেন, মুসা (আ:) এর হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিলে তা বিরাট ও ভয়ঙ্কর সাপ হোয়ে যেত। ঈসা (আ:) এর হাতের স্পর্শে কুষ্ঠরোগী, জন্মান্ধ ভালো হোয়ে যেত, তিনি তিনদিন আগের মৃত মানুষকে জীবিত কোরেছিলেন।

তবে চিত্তাকর্ষক বিষয় হোচ্ছে, পবিত্র কোর'আনে মো'জেজা শব্দটিই নেই, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ যে শব্দটি ব্যবহার কোরেছেন তা হোচ্ছে- আয়াহ, অর্থাৎ চিহ্ন। নবীদের দ্বারা সংঘটিত প্রতিটি অলৌকিক ঘটনা হোচ্ছে তাঁদের সত্যতার চিহ্ন। এ ঘটনাগুলি অবশ্যই এমন হোতে হবে যা প্রকৃতিক নিয়ম মোতাবেক হওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ অলৌকিক কিছু হোতে হবে, যাতে এ চিহ্ন দেখেই মানুষ বুঝতে পারে যে, এ লোকটি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল, নইলে সে যা কোরছে তা কিভাবে কোরছে? একাজ কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়। সুতরাং সে যা বোলছে তা-ও সত্য, হক্।

যেমন যুক্তিবিদ্যায় শেখানো হয় *When there is smoke, there is fire* অর্থাৎ যেখানে ধোঁয়া আছে সেখানে অবশ্যই আগুন আছে। এই কথাটা পৃথিবীময় চালু আছে। ধোঁয়া থাকলে না দেখেও আমরা জানি আগুন আছে, কারণ আগুন ছাড়া ধোঁয়া হবে না। ধোঁয়া হোল আগুনের চিহ্ন বা সত্যতা। যেমন ব্যাংকে টাকা রাখার পর টাকা তোলার জন্য যখন কাউকে চেক দেওয়া হয় ব্যাংক তখন গ্রাহকের *(Account holder)* সই *(Signature)* মিলিয়ে দেখে কিন্তু গ্রাহককে ডেকে পাঠায় না। এটাই একাউন্ট হোল্ডারের চিহ্ন বা *(Signature)*, সই অর্থাৎ আয়াহ। *(Signature)* এর সংক্ষেপ হোচ্ছে ঝরমহ, *(Sign)* মানেই চিহ্ন বা আয়াহ। এই সই দেখেই ব্যাংক বুঝতে পারে যে টাকার মালিকই টাকাগুলো লোকটার কাছে দিতে বোলছেন, তার স্বাক্ষর অর্থাৎ আয়াতই প্রমাণ হিসাবে কাজ কোরছে। তেমনি কোর'আনের এই আয়াতগুলো আল্লাহর প্রমাণ, আল্লাহর *(Signature)*, অর্থাৎ এটা তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাই নবী যা বোলছেন তা সত্য। এটারই আরেক নাম মো'জেজা বা চিহ্ন।

বিভিন্ন নবীর মো'জেজাগুলি পর্যবেক্ষণ কোরলে আমরা এর মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য কোরতে পারি। তা হোচ্ছে, যে নবীকে আল্লাহ যে সময়ে ও যে সমপ্রদায়ের প্রতি প্রেরণ কোরেছেন, তাঁকে সেই সময়ের লোকদের বুদ্ধিবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী মো'জেজা দান কোরেছেন। স্থান কাল পাত্রভেদে মো'জেজার ধরণের মধ্যেও বহু পার্থক্য এসেছে। যেমন মুসা (আ:) এর সময় মিশরে খুব যাদুর প্রচলন ছিল। তাই মুসা (আ:) এর মো'জেজাও ছিল যাদুর সাথে সামঞ্জস্যপূণ্য। তাঁকে মো'জেজার মাধ্যমে যাদুকরদের মোকাবেলা কোরতে হোয়েছিল। আমাদের নবীর সময়ে আরবে কাব্যচর্চা খুবই সমৃদ্ধি অর্জন কোরেছিল, তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কোর'আনকে কোরেছেন ছন্দবদ্ধ ও কাব্যময়। যখন মানুষের যুক্তিবোধ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা কম ছিল, তখন আল্লাহ যে মো'জেজাগুলি নবীগণকে প্রদান কোরেছেন সেগুলো ছিল একেবারে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন হোত না, চোখে দেখাই যথেষ্ট হোত এবং স্থুল বুদ্ধি দিয়েই বুঝতে পারা যেত। যেমন: সালেহ (আ:) এর নির্দেশে পাথর ভেদ কোরে উটের আবির্ভাব হওয়া, পাথর থেকে ঝর্ণা সৃষ্টি হওয়া, ঈসার (আ:) মৃতকে জীবিত করা, মাটির পাখিতে প্রাণ প্রবিষ্ট করা ইত্যাদি। যখন মানুষের যুক্তি চিন্তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল সে সময়ের নবীদের মো'জেজাগুলিও হোয়ে গেল খানিকটা চিন্তা এবং যুক্তিভিত্তিক। যেমন আমাদের রসুলের শ্রেষ্ঠ মো'জেজা হোচ্ছে আল কোর'আন। তিনি যে আল্লাহর রসুল তার চিহ্ন হোচ্ছে কোর'আন। তিনি আল্লাহর রসুল না হোলে এই

অলৌকিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কেতাব তিনি কোথায় পেলেন? তবে কোর'আন যে মানুষের রচনা নয় তা যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ কোরেই বুঝতে হয়। হাজারটা প্রমাণ দেওয়া যাবে যা দিয়ে বোঝা যায় যে কোর'আন কোন মানুষের তৈরী হোতে পারে না, তবে সবগুলো প্রমাণই বুদ্ধিবৃত্তিক। এ প্রসঙ্গে আমাদের এমাম তাঁর লিখিত "এ ইসলাম ইসলামই নয়" বইয়ের 'কোর'আন মো'জেজা' অধ্যায়ে কিছু যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ কোরেছেন। এ অধ্যায়টি পড়লে আলোচ্য বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

আল্লাহর রসুলের বিদায় নেওয়ার ১৪০০ বছর পার হোয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর প্রকৃত এসলাম বিকৃত হোতে হোতে এখন আর বিকৃত কঙ্কালটি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমন সময় আল্লাহর রহমে এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আবার সেই হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত এসলাম বুঝতে পেরেছেন। আমাদের এমাম বোলছেন, বর্ত্তমানে সারা দুনিয়ায় এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি চালু আছে সেটি আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম নয়, বরং প্রকৃত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত এসলামটা কি তাও তিনি মানবজাতির সামনে পেশ কোরেছেন। এখন প্রশ্ন হোল, তাঁর এই কথা সত্য না অসত্য তা আমরা কি কোরে বুঝবো, বর্ত্তমানে চালু থাকা হাজার হাজার এসলামী মতবাদের ভিড়ে তাঁরটাই যে সত্য সে ব্যাপারে কি কোরে নিঃসন্দেহ হবো? একমাত্র পথ - আল্লাহ যদি পূর্বের মত কোন মো'জেজা ঘোটিয়ে জানিয়ে দেন সেক্ষেত্রেই আমরা তা বুঝতে পারবো। কিন্তু আমাদের এমাম নবী রসুল নন যে আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মো'জেজা ঘটাবেন, তাই এখন কোন বিষয়কে সত্যায়ন করার প্রয়োজন হোলে তাঁর নিজেকেই মো'জেজা প্রদর্শন করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

তাই গত ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে হেযবুত তওহীদ ও তাঁর এমামকে সত্যায়ন করার জন্য আল্লাহ নিজে ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডের মধ্যে অন্তত আটটি মো'জেজা সংঘটিত কোরলেন। মোবাইল ফোন যোগে এমামের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের সময় ২৭৫ জন নরনারীর উপস্থিতিতে আল্লাহ এ মো'জেজাগুলি সংঘটিত করেন। গত ১৪০০ বছরে, বিশেষ কোরে গত এক শতাব্দীতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অভাবনীয় অগ্রগতি হোয়েছে। তাই এ মো'জেজার ঘটনাটিও সেই অগ্রসর বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী কোরেই আল্লাহ সংঘটন কোরেছেন। এ বইটি সেই মো'জেজারই বৃত্তান্ত।

সে দিন যা ঘোটেছিল

গত ০২/০২/২০০৮ ঈসায়ী তারিখে যাত্রাবাড়ীতে একজন মোজাহেদের নাতনীর আকীকা উপলক্ষ্যে তারই বাড়ির ছাদে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোয়েছিলো। এ অনুষ্ঠানে চাঁদপুর ও সিলেটের কারাগার থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ২৫ জন মোজাহেদ এবং আন্দোলনের সকল জেলা আমীরগণ, ঢাকার সকল মোজাহেদ মোজাহেদাকে পরিবারসহ আমন্ত্রণ করা হয়। অনুষ্ঠানে কারামুক্তদের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য বন্দোবস্ত করা হোয়েছিল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোয়েছিলো ছাদের ওপর প্যান্ডেল টানিয়ে; ওপরে এবং চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঘেরা দিয়ে। অনুষ্ঠানে ২৭৫ জন মোজাহেদ-মোজাহেদা ও ৪৩টির মত বাচ্চা ও শিশু, যাদের মধ্যে ৩ মাস থেকে ১ বছর বয়সের অন্ততঃ ৩ টি কোলের শিশু থেকে ১০-১২ বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে উপস্থিত ছিলো। ছাদের ওপর এতগুলি মানুষের স্থান সংকুলানের একটু সমস্যা হোচ্ছিল। অনুষ্ঠানে এমামুয্যামানের আসার কথা ছিল না, তবে সম্মানিত আম্মাজান উপস্থিত ছিলেন।

বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার পর শেষ বিকালে ঢাকার আমীর সাহেব উত্তরায় এমামুয্যামানকে ফোন কোরে বোললেন যে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত মোজাহেদ মোজাহেদারা আপনার কাছ থেকে ফোনে কিছু শুনতে চায়। এমামুয্যামান তাকে বোললেন, মাগরেবের সালাতের পর আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। মাগরেবের পরে আমীর সাহেব আবার ফোন কোরলে এমামুয্যামান বোললেন, ঠিক আছে। আমীর সাহেব মোবাইল ফোনের সঙ্গে লাউড স্পিকারের সংযোগ কোরে দিলে এমামুয্যামান সবার জন্য ১০ মিনিটের একটি ভাষণ দিলেন। তাঁর ভাষণের পর যথারীতি অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি আবার আরম্ভ হোল এবং যথাসময়ে তার সমাপ্তিও হোল।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত তিন শতেরও বেশী মোজাহেদ ও মোজাহেদারা কেউ বুঝলেন না, উপলব্ধি কোরলেন না যে এমামুয্যামানের ঐ ১০ মিনিটের ভাষণের মধ্যে রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা তার কয়েকটি অলৌকিক (মো'জেজা- গরৎধপষব) ব্যাপার প্রদর্শন কোরলেন। এমামুয্যামানের বক্তব্য প্রদানের পূর্ব মুহূর্ত্তে ছাদের পরিবেশ ছিল খুবই হট্টগোলপূর্ণ, ঠিক যেমন একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে হোয়ে থাকে। ৪৩টি বাচ্চার চিৎকার, চেঁচামেচি তো আছেই নিকটেই কোন মসজিদ বা ওয়াজ মাহফিল থেকে লাউড স্পিকারের আওয়াজ আসছিল। বাড়িটি বিশ্বরোড সংলগ্ন হওয়ায় গাড়ির হর্নের ক্রমাগত আওয়াজ তো ছিলই। কাছেই কোথাও একটি বিয়ে অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকারে বাজানো গান-বাজনার শব্দ

শোনা যাচ্ছিল। বাইরে ছিল প্রচণ্ড শৈত্য প্রবাহ। প্রচণ্ড বাতাসে প্যান্ডেলের কাপড় পত পত কোরে শব্দ কোরছিল। সেদিন ছিল ঐ বছরের অন্যতম শীতল দিন। ছাদের অর্দ্ধেক অংশ প্যান্ডেলে ঘেরা হোলেও বাকি অর্দ্ধেক ছিল খোলা। যারা সেই খোলা অংশে ছিলেন তাদের শীতে খুব কষ্ট হোচ্ছিল, যারা ভিতরে ছিলেন তারাও খুব কাহিল হোয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন এমামুয্যামান তাঁর ভাষণ আরম্ভ কোরলেন তখন পরিবেশ পুরো অন্যরকম হোয়ে গেল, যদিও সেখানে উপস্থিত কেউই তা খেয়াল কোরল না। কিন্তু প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক কিছু অনুভূতি হোয়েছিল যা কেউই আমল দেন নি, তা নিয়ে কোন আলোচনাও করেন নি। অনুষ্ঠান শেষে আম্মাজান বাসায় ফিরে গেলে রাতে এমামুয্যামান স্বাভাবিকভাবেই তার কাছ থেকে অনুষ্ঠানের খোঁজ খবর নেন। এমামের বক্তব্য ভালো শোনা গেছে কিনা জানতে চাইলে আম্মাজান যা বলেন তা হোচ্ছে, তার কাছে ভাষণ চলাকালীন পরিবেশটা এমন নিস্তব্ধ মনে হোয়েছে যেন তিনি গভীর পানির মধ্যে বোসে এমামের কথা শুনছেন। এবং শুনছেন অনেক দিন পরে। তার কাছে মনে হয় যেন এমাম মাত্র ২ মিনিট কথা বোলেছেন। এমাম তাঁর কথা শুনে খুব আশ্চর্য্য হন, কারণ তিনি জানতে পারেন অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ এর কাছাকাছি বিভিন্ন বয়সের বাচ্চা উপস্থিত ছিল। এতগুলো বাচ্চার ১০ মিনিট ধোরে এমন চুপ কোরে থাকা সম্ভব নয়। এ থেকে এমামুয্যামানের মনে ধারণা সৃষ্টি হয় যে সেখানে আল্লাহ কোন অলৌকিক বিষয় ঘোটিয়েছেন। তিনি পরদিন অন্য মোজাহেদদের কাছ থেকেও অনুষ্ঠানস্থলের বিবরণ শোনেন এবং মো'জেজা সংঘটনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হন। তখন এমামের হুকুমে শুরু হয় অনুষ্ঠানটির বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান। উপস্থিত সকলকে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, তারা তাদের অভিজ্ঞতাগুলি লিখে জমা দেন। সেই অনুসন্ধানে বেরিয়ে এলো কতগুলি সাংঘাতিক অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেগুলি হেচ্ছে:-

১. এমামুয্যামানের ভাষণ আরম্ভ হওয়ার মুহূর্ত্ত থেকে চারিদিকে একটি অদ্ভুত পিনপতন নীরবতা, নিস্তব্ধতা নেমে এলো। মনে হোচ্ছিল পৃথিবীর সমস্ত শব্দ থেমে গেছে। কোথাও সামান্যতম শব্দ নেই, শুধু এমামুয্যামানের বলিষ্ঠ, সুন্দর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে এবং প্রতিটি শব্দ এত পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছে যে, পরে অনেকে বোলেছেন তাঁর সামনে বোসে তাঁর কথা কোনও দিন এত পরিষ্কারভাবে শোনা যায় নি। কেউ কেউ বোলেছেন যে, মনে হোচ্ছিল তাঁর সামনে বোসে কথা শুনছি। কেউ বোলেছেন যে, মনে হোচ্ছিল তাঁর প্রতিটি কথা সরাসরি হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ কোরছে। কেউ বোলেছেন যে, এমামের ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম এই বোধ ছিলো না, আমি পৃথিবীতে ু নাকি আসমানে ছিলাম এ বোধও ছিলো না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমন অনেককে জিজ্ঞাসা কোরে দেখা গেছে এই নিস্তব্ধতার এবং একাগ্রতার প্রভাব প্রায় প্রত্যেকের ওপর পড়েছিলো - কারো কম,

কারো বেশী। মনে হোচ্ছিল বিশেষ মুহূর্ত্তে এমামুয্যামান আমাদের কোন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। এই নিস্তব্ধতা ও একাগ্রতা এমামুয্যামানের ভাষণের শেষ পর্য্যন্ত অটুট ছিলো।

২. এমামের ভাষণ আরম্ভের একটু আগে পর্যন্তও আমাদের সেই লাউড স্পিকার দু'টির শব্দ ছিল অস্পষ্ট, খুব খেয়াল কোরে বুঝতে হোচ্ছিল। কারণ সাউন্ড সিস্টেমটাই ছিল অনেক পুরানো। কিন্তু এমাম কথা বলার সামান্য আগেই হঠাৎ লাউড স্পিকারের শব্দ একদম পরিষ্কার হোয়ে গেল। সাউন্ড সিস্টেমের যিনি দায়িত্বে ছিলেন, তিনি নিজেই অবাক হোয়ে ভেবেছিলেন যে আমি এত সুন্দর সাউন্ড এ্যাডজাস্ট কোরেছি!

৩. এমামের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩টি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ ৪৩টি শিশু একদম চুপ হোয়ে গেলো এবং এই চুপ হওয়া এমামুয্যামানের ভাষণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত জারি রোইলো। কোন বাচ্চা একটা 'টু' শব্দও কোরল না। ৩/৪ টা বাচ্চাকে ২ মিনিট চুপ কোরিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার একথা সবাই মানবেন। সেখানে ৪৩টি বিভিন্ন বয়সের শিশুকে, যার মধ্যে তিনটি কোলের শিশু, তাদেরকে পুরো ১০ মিনিট একদম চুপ কোরিয়ে রাখা অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব ঘটনাই সেদিন ঘোটল। ছাদের ঐ স্বল্প পরিসরে শিশু বাচ্চাগুলি সবার মধ্যে মিশে বোসেছিলো - কেউ তাদের চুপ কোরতে বলে নাই। কিন্তু এমামের ভাষণ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি শিশু বাচ্চা একটা 'টু' শব্দ কোরল না। তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার পর যথারীতি বাচ্চাদের যা স্বাভাবিক কাজ, অর্থাৎ গোলমাল, হৈ চৈ শুরু কোরে দিলো।

৪. অনুষ্ঠানের আগে থেকেই বাইরের যে ২ টি লাউড স্পিকারের *(Loud Speaker)* শব্দ ভেসে আসছিলো, এমামের ভাষণ শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেউ সেগুলির শব্দ শুনতে পান নি। অর্থাৎ ঐ লাউড স্পিকার দু'টি বন্ধ কোরে দেওয়া হোয়েছিলো, না হয় ওগুলোর শব্দ আমাদের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত পৌঁছাতে দেওয়া হয় নি।

৫. বিকাল থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো। মাঝে মাঝেই বাতাস বেশ জোরে বইছিলো। প্যান্ডেলের কাপড়গুলো বাতাসে পৎ পৎ শব্দ কোরছিলো। এমামুয্যামানের ভাষণ শুরু হবার আগ পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চোলছিলো। ঠাণ্ডাবাতাসে অনেকেই বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন, বিশেষ কোরে যারা ফাঁকা অংশে ছিলেন। মাগরেবের পর এমামুয্যামানের ভাষণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস একদম বন্ধ হোয়ে গেলো। অনুষ্ঠান হোচ্ছিলো চারতলার ছাদের ওপরে। কিন্তু এমামের ভাষণ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত শৈত্য প্রবাহ বন্ধ হোয়ে গেল। ভাষণ শুরু হওয়ার আগে পর্য্যন্ত যে কনকনে ঠাণ্ডা ছিল তা পরিবর্ত্তিত হোয়ে আরামদায়ক উষ্ণতায় পর্য্যবসিত হোল।

এ সময় প্যান্ডেলের কাপড়ের কোন পৎ পৎ শব্দও শোনা যায় নি। এতক্ষণ শীতে যারা কাঁপছিলেন প্রায়, তাদের জন্য আবহাওয়া আরামদায়ক হোয়ে গেল, শীতের কোন অনুভূতিই তাদের রোইল না।

৬. অনুষ্ঠানস্থলে ২৭৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক মোজাহেদ মোজাহেদার প্রায় সকলেরই কাছে মোবাইল ফোন ছিল। বেশীর ভাগই তাদের ফোন বন্ধ রাখলেও ৫২টি ফোন অন করা ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সারাদেশের আমীরগণ, যাদের প্রত্যেকের ফোনে প্রচুর কল আসে। কিন্তু এমামের ভাষণের সময় এই ৫২টির একটিতেও কোন রিং বাজে নাই, কোন কল আসে নাই। এতগুলি ফোনের মধ্যে ১০ মিনিটে একটিও কল না আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৭. সকলের মনকে আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ভাষণের প্রতি কেন্দ্রীভূত কোরেছিলেন। কেউ এ সময় বাইরের কোন আওয়াজ শুনতে পান নি, শীতের অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, বাচ্চারা নীরব হোয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তাদের মনোযোগে বিচ্যুতি হোতে পারে এমন কোন ঘটনাই তখন আল্লাহ ঘোটতে দেন নি। কেউ বোলেছেন, মনে হোল যেন গভীর পানির মধ্যে বোসে এমামের কথা শুনছি, কেউ বোলেছেন, তখন মনে হোয়েছে পৃথিবীতে কেবল আমি আর এমাম আছি। অনেক বাবা-মা বোলেছেন তাদের বাচ্চা তাদের কাছে বোসে ছিল কিন্তু কখন যে তারা চোলে গেছে তারা বোলতেও পারবেন না। মোট কথা এমামের ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই আত্মবিস্মৃত হোয়ে শুধু তাঁর কথা শুনেছেন, আর কিছুই শোনেন নাই। এইভাবে সকলের মনোযোগকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হওয়াকে এমাম সেদিনের সবচেয়ে বড় মো'জেজা বোলেছেন।

৮. ঘটনার চারমাস পরে আমরা উদ্ঘাটন কোরি যে, এই ভাষণে এমামুয্যামানের কথাগুলির মধ্যে আল্লাহ তিন (৩) সংখ্যার একটি অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন কোরেছেন। ভাষণের অন্তত ৩০টির অধিক বিষয় তিনবার কোরে এসেছে বা ৩ দ্বারা বিভাজ্য। (এ বিষয়ে পরবর্ত্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হোয়েছে)

সব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সেদিন এমামুয্যামানের ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানের এ ছাদটি আল্লাহ পাক দুনিয়া থেকে আলাদা, পৃথক কোরে দিয়েছিলেন। একটা নিচ্ছিদ্র নীরবতা, নিস্তব্ধতা দিয়ে জায়গাটি সীল *(Seal)* কোরে দিয়েছিলেন। বাইরের কোন শব্দ আসছিলো না, ছাদের ওপরে মোজাহেদ মোজাহেদাদের তো কথাই নেই, ৪৩টির মত শিশু-বাচ্চাদের কাছ থেকেও কোন সামান্যতম শব্দ শোনা যায় নি। ঠাণ্ডা বাতাস চলা বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো। সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩১৮ মোজাহেদ মোজাহেদার মধ্যে কেউ

উপলব্ধি কোরতে পারেন নাই যে, আল্লাহ তায়ালা নিজে কত বড় একটা মো'জেজা সংঘটন কোরলেন, এমনকি স্বয়ং এমামও বুঝতে পারেন নাই। পরে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেওয়ার পর, তদন্তের পর আমরা বুঝতে পারলাম যে কী বিরাট একটি ঘটনা সেখানে হোয়েছে।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে, মহামহীম আল্লাহ তা'আলা সেদিন কি উদ্দেশ্যে এই অলৌকিক ঘটনা, মো'জেজা ঘটালেন? কারণ ছাড়া, উদ্দেশ্য ছাড়া আল্লাহ অবশ্যই কোন কাজ করেন না। এমামুয্যামান বলেন, "আমি নবী নই, রাসুল নই, এমন কি পীর মোরশেদও নই, আমি আল্লাহর অতি সাধারণ এক গোনাহ্গার বান্দা। আমি এইটুকু বোলতে পারি যে, যে ঘটনাটা সেদিন ঘোটেছে তা অতি অবশ্যই আল্লাহর একটি মো'জেজা। কিন্তু তিনি এ মো'জেজা কেন ঘটালেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। আমি আমার সাধারণ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা কোরে একটি সম্ভাবনাই দেখি। সেটা হোল- যদি কোন মোজাহেদ মোজাহেদার মনে কোন সন্দেহ থেকে থাকে, বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে যে হেযবুত তওহীদ সত্য কিনা, এটা আল্লাহর আন্দোলন কিনা, তাহোলে এই মো'জেজা দেখিয়ে সেটা অপসারণ করা, মিটিয়ে দেয়া অর্থাৎ হেযবুত তওহীদের সত্যায়ন। "

এমামুয্যামানের দেয়া এই কারণই যদি সঠিক হোয়ে থাকে তাহোলে ঐ সাথে আরও একটি বিষয় সত্যায়ন হোয়ে যায়, আর তা হোল এই যে আমাদের এমামও সত্য। কারণ আল্লাহ তাঁর এই মো'জেজা সংঘটিত কোরলেন শুধু যতক্ষণ এমামুয্যামান তাঁর ভাষণ দিলেন ততক্ষণ। আল্লাহ 'কাদের', তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অন্য যে কোন ভাবে মো'জেজা ঘোটিয়ে শুধু হেযবুত তওহীদের সত্যায়ন কোরতে পারতেন। কিন্তু শুধু এমামুয্যামানের ভাষণের ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডের মধ্যেই তাঁর দেওয়া মো'জেজা প্রদর্শন কোরে আল্লাহ সত্যায়ন কোরছেন যে, আমাদের এমামুয্যামান তাঁরই মনোনীত সত্য এমাম। হেযবুত তওহীদ যেমন হক্, তেমনি তাঁর এমামও হক্।

এমামুয্যামান বোলেছেন, অলৌকিক ঘটনা দুই রকম। একটাকে বলা হয় কেরামত, অন্যটি মো'জেজা। আধ্যাত্মিক সাধকরা বিশেষ প্রক্রিয়ার (তরীকা) মাধ্যমে বহুদিন কঠোর সাধনা কোরে আত্মার ঘষামাজা কোরে অসাধারণ শক্তি অর্জন কোরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন, ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারেন ইত্যাদি অনেক রকম অলৌকিক কাজ কোরতে পারেন। এগুলিকে বলা হয় কেরামত। আর আল্লাহ যে অলৌকিক কাজ করেন বা করান তার নাম হোল মো'জেজা। দেখা যায় ইতিপূর্বে তিনি যে মো'জেজাগুলি সংঘটন কোরেছেন সেগুলি কোরেছেন তাঁর নবী রসুলদের মাধ্যমে। যেমন তিনি ঈসাকে (আ:) দিয়ে মরা মানুষকে জীবিত কোরেছেন। *Gospell of Barnabas*- এ ঈসা (আ:) বোলছেন,

“আমি কি মৃত জীবিত কোরি? আল্লাহ আমাকে আদেশ করেন- ঈসা! তুমি অমুক মৃত লোককে আদেশ করো জীবিত হবার জন্য। আমি ঐ মৃতের কাছে যেয়ে আদেশ কোরি জীবিত হোয়ে ওঠার জন্য। সে লোক জীবিত হোয়ে ওঠে। জীবিত করেন আল্লাহ। আমি তো শুধু তাঁর আদেশ পালন কোরি।” তেমনি মূসাকে (আ:) আদেশ কোরলেন হাতের লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করার জন্য। মূসা (আ:) আঘাত কোরলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র দুভাগ হোয়ে তাঁর এবং বনী এসরাঈলের জন্য পথ কোরে দিল। নবুয়াত, রেসালাত শেষ হোয়ে গেছে। সুতরাং এখন যদি আল্লাহকে কোন মো’জেজা অনুষ্ঠিত কোরতে হয় তাহোলে তা তাঁকে স্বয়ং নিজেকেই কোরতে হবে, কারণ এখন পৃথিবীতে আর তাঁর কোন নবী রসুল নেই। ২ (দুই) তারিখের ঐ মো’জেজা এমনি একটি ঘটনা। এমামুয্যামান বোলেছেন, “এমন কিছু হবে তার আমি কিছু মাত্র জানতাম না। কি বোলব কিছুই আমি ঠিক কোরি নি। ফোন হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ যা মনে এসেছে তাই বোলেছি। আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না যে, ওদিকে যাত্রাবাড়িতে ঐ অনুষ্ঠানে আল্লাহর মো’জেজা সংঘটিত হোচ্ছে এবং যতক্ষণ আমি কথা বোলছিলাম ততক্ষণ ঐ মো’জেজা স্থায়ী ছিলো।”

এই মো’জেজার আসল উদ্দেশ্য:

এই মো’জেজার আসল উদ্দেশ্য হোল এমামের ভাষণটি সেখানে উপস্থিত সকলকে এবং তাদের মাধ্যমে অনুপস্থিতদেরকেও শোনানো। সেদিনের সংঘটিত সবগুলির মো’জেজার মধ্যে এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার বোঝা যায়। এমামের ভাষণ শুনতে ব্যাঘাত সৃষ্টি কোরবে এমন অনেকগুলি কারণ সেখানে ছিল, যে কারণগুলি দূর করার সাধ্য ও ক্ষমতা আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর মোজাহেদরা তাঁর মনোনীত এমামের কথাগুলি সর্বোচ্চ মনোযোগের সাথে শুনতে পান। তাই তিনি পুরো ছাদটিতে বাইরের সবরকম শব্দ আসা বন্ধ কোরে দিলেন। সেখানে অপার্থিব একটি নীরবতা সৃষ্টি হোল। ৪৩টি শিশুকে ১০ মিনিটের জন্য নীরব কোরে দিলেন। শীতল ঝোড়ো বাতাস বন্ধ কোরে দিলেন যেন কারও প্যান্ডেলের কাপড়ের আওয়াজ বা শীতের দিকে মনোযোগ না যায়। মোবাইলে কোন রিং আসা বন্ধ কোরে দিলেন। লাউড স্পিকারের শব্দ অসাধারণ পরিষ্কার কোরে দিলেন। সবাইকে আত্মবিস্মৃত কোরে এমামের কথার প্রতি তাদের মনকে কেন্দ্রীভূত কোরলেন। এ সব কিছুই কোরলেন একটি উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ চান আমরা এমামের ঐদিনের কথাগুলি যেন শতভাগ পুর্ণাঙ্গভাবে শুনতে পাই। তাহোলে পরবর্ত্তী মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল, কি সংবাদ ছিল সেই ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যার জন্য তিনি নিজে এতগুলি মো’জেজা একত্রে সংঘটন কোরলেন?

খেয়াল কোরে পর্য্যবেক্ষণ কোরলে দেখা যায় আল্লাহ তিনটি বিষয় এই ভাষণে এমামকে দিয়ে বলালেন।

(১) এনশা'আল্লাহ আল্লাহ হেযবুত তওহীদ দিয়ে পৃথিবীতে তাঁর দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠা কোরবেন।

(২) আল্লাহর নসর এনশা'আল্লাহ খুব শীগগীরই আসবে।

(৩) হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজাহেদাদের চরিত্র স্টীলের তলোয়ারের মত হোতে হবে।

এমামুয্যামান বোলেছেন যে, হেযবুত তওহীদের জন্মের পর থেকেই এ পর্য্যন্ত আল্লাহ ছোট বড় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘোটিয়েছেন। তিনি সেগুলি প্রচার করার বা জানানোর নির্দেশ দেন নি, কারণ সেগুলিতে দু' চারজন বা দশ বার জন মানুষ সম্পৃক্ত ছিলো। কিন্তু এই ঘটনাটিকে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের সকলকে জানিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন, কারণ ০২/০২/২০০৮ ঈসায়ী তারিখের এই অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগরীর মোজাহেদ মোজাহেদাসহ মাত্র একজন আমীর বাদে দেশের অন্য সমস্ত জেলা আমীরগণ উপস্থিত ছিলেন, আল্লাহই তাদেরকে সেখানে উপস্থিত কোরেছিলেন। ৩১৮ জন লোকের এই সমাবেশের সময় এই মো'জেজা প্রদর্শিত করায় এমামুয্যামান বুঝতে পারছেন যে আল্লাহ চান যে সবাই এ মো'জেজা সম্পর্কে জানুক এবং বুঝুক। কাজেই এমামুয্যামানের আদেশে এই মো'জেজা সবাইকে জানিয়ে দেয়া হোচ্ছে এবং নির্দেশ দেওয়া হোচ্ছে যে আমীরগণ যার যার এলাকার প্রতিটি মোজাহেদ মোজাহেদাকে আল্লাহর এই মো'জেজা জানিয়ে এবং বুঝিয়ে দিবেন। কেউ যেন কোথাও বাদ না থাকে।

আল কোর'আন এবং এমামের ভাষণে সংখ্যার মো'জেজা

যখনই কোন জনপদে আল্লাহ কোন নবী রসুল প্রেরণ কোরেছেন, তিনি এসে তাঁর জাতির লোকদেরকে বোলেছেন যে, 'আল্লাহ আমাকে তাঁর সংবাদদাতা, নবী হিসাবে তোমাদের নিকট প্রেরণ কোরেছেন,' তখন যুক্তিসঙ্গতভাবেই ঐ জনপদের লোকেরা প্রশ্ন কোরেছে যে, 'তুমি যে আল্লাহর মনোনীত সংবাদদাতা, নবী তার প্রমাণ কি?' প্রতিটি জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই *(Reational Person)* এই প্রশ্ন কোরবে, কারণ যেকোন একজন লোক এসে নিজেকে আল্লাহর রসুল বোলে দাবি কোরলেই তাকে রসুল হিসাবে মেনে নেওয়া কোন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ নয়। তার কাছে অবশ্যই নবুয়্যতের প্রমাণ থাকতে হবে।

আল্লাহ এটা জানেন, তাই তিনি তাঁর নবী রসুলগণকে প্রেরণের সময় কিছু অকাট্য নিদর্শন বা চিহ্ন (মো'জেজা) দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে কোরে মানুষ তাঁর নবুয়্যতের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হোতে পারে।[১]

এই প্রমাণ দুই রকম হোতে পারে। প্রথমত, তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও চারিত্রিক গুণসমূহ দেখে এবং তাঁর কথা শুনে মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা কোরে বুঝতে পারবে তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন, তিনি আল্লাহর রসুল। দ্বিতীয়ত, যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেয়ার ক্ষমতা যাদের নেই তাদের জন্য চাক্ষুষ প্রমাণ প্রয়োজন হয়। না হোলে তারা হাশরের দিন আল্লাহকে প্রশ্ন কোরতে পারে- হে আল্লাহ! তুমি যাকে পাঠিয়েছ, সে তো আমাদের মতই খায়-দায়, ঘুমায়, বাজারে ঘোরাফেরা করে ইত্যাদি। আমরা কি কোরে বুঝব যে তুমি তাকে পাঠিয়েছ, তিনি তোমারই মনোনীত?' সেটা যেন কেউ না বোলতে পারে সেজন্য আল্লাহ অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ সকল নবী রসুলকে চিহ্ন (মো'জেজা বা প্রমাণ) দান কোরেছেন। যেমন: আল্লাহর রসুল ঈসা (আ:) বোললেন, 'আমি আল্লাহর রসুল'। তাঁর কাজকর্মে ছোটখাট বহু কিছু দেখে অনেকে বিশ্বাস কোরল তিনি আল্লাহর রসুল কিন্তু বাকী ইহুদীরা বিশ্বাস কোরল না। তাদের বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য আল্লাহ ঈসা (আ:)-কে বোললেন ল্যাজারাস নামের তিন দিনের মৃত একজন ব্যক্তিকে জীবিত করার জন্য। অনেক ইহুদীদের সামনে ঈসা (আ:) গিয়ে মৃত ল্যাজারাসকে বোললেন- *Lazarus, Rise* (ল্যাজারাস ওঠ)। তাঁর কথার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজারাস উঠে দাঁড়াল, জীবন্ত হোয়ে গেল। সকলে চোখের সামনে এ ঘটনা দেখল। এর পর কি আর কোন প্রশ্ন থাকে ঈসা (আ:) আল্লাহর রসুল কি রসুল নন? কিন্তু তারপরও তারা বিশ্বাস কোরল না। তারা বলল, 'এটা যাদু'। তারা বুঝলো না যে যাদু দিয়ে মৃত মানুষকে জীবিত করা যায় না, করা গেলে যাদুকররা পৃথিবীতে বহু মৃতকে জীবিত কোরত এবং প্রতিটা লোক জীবিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা পেত। জীবন দেয়া, হায়াৎ দেওয়া আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে জীবিত করার মত এই প্রকাশ্য মো'জেজা প্রদর্শন করার পরেও অধিকাংশ লোকই ঈসাকে (আ:) অবিশ্বাস কোরল। এই ধরণের মো'জেজা হোল হকের সত্যায়নের শেষ ধাপ, এরপরে আর কোন ধাপ নেই। এগুলোতেও যারা বিশ্বাস কোরবে না তাদের সম্বন্ধেই আল্লাহর সতর্কবাণী - তাদের আমি এমন আগুনে নিক্ষেপ কোরব, যে আগুন তাদের না ছাড়বে, না এতটুকু রেহাই দেবে।[২]

নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হিসাবে আল্লাহ প্রেরণ কোরলেন আমাদের নবী মোহাম্মদকে (দ:)। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণেই তাঁর প্রেরণে রোইল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম যার একটি হোচ্ছে, তাঁর আগের নবীরা ছিলেন নির্দিষ্ট,

সীমিত ভূখণ্ডের মানবজাতির জন্য। যেমন মূসা (আ:) এসেছিলেন শুধু মিশরে ফেরাউন এবং বনী এসরাঈলের জন্য, ঈসা (আ:) এসেছিলেন তাঁর সময়ের বনী এসরাঈলের জন্য, হুদ (আ:) এসেছিলেন শুধুমাত্র আ'দ জাতির জন্য। এ কারণেই তাঁদের কারুরই মো'জেজা স্থায়ী ছিল না। তারা পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর আর কেউ সেই সব মো'জেজা দেখতে পায় নি। দেখার প্রয়োজনও থাকে নি এজন্য যে কিছুদিন পরই আবার অন্য প্রেরিত এসেছেন এবং মানুষ আবার অন্য মো'জেজা দেখতে পেয়েছে। মুসার (আ:) লাঠির আঘাতে লোহিত সাগর দু'ভাগ হোয়ে পথ কোরে দিয়েছে এসরাইলীদের পার হবার জন্য। কিন্তু সারা জীবন লোহিত সাগরের কুলে বোসে থাকলেও আর তাকে দু'ভাগ হোয়ে পথ কোরে দিতে দেখা যাবে না। এভাবেও অন্য নবী রসুলদের সংঘটিত কোন মো'জেজাও আর আমরা দেখতে পাবো না। কারণ কারুরই মো'জেজা স্থায়ী নয়, অস্থায়ী; যার যার সময়ের, যার যার স্থানের।

কিন্তু সবশেষে যিনি এলেন তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীদের মত হোলে চোলবে না - কারণ তিনি শেষ রসুল। তাঁর রেসালাতের প্রমাণ হোতে হবে চিরস্থায়ী। তাঁর সময়ের থেকে হাজার, দশ হাজার বছর পরে নয়, পৃথিবীর এবং মানবজাতির আয়ু যতদিন আছে ততদিন পর্য্যন্ত তাঁর মো'জেজা স্থায়ী হোতে হবে এবং তাঁর মো'জেজা দেখতে পেতে হবে পৃথিবীর সবার। কারণ তিনি বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত। এমন মো'জেজা কি সম্ভব? এমন মো'জেজা কি মানব জাতির আদর্শ সেই তুলনাহীন মানুষটি দেখিয়েছেন?

হ্যাঁ দেখিয়েছেন। রসুলাল্লাহকে তাঁর মো'জেজা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হোলে তিনি বোলতেন, "সব নবী-রসুলকেই আল্লাহ মো'জেজা দিয়ে প্রেরণ কোরেছেন যেন মানুষ তাঁদের প্রতি ঈমান আনে। আর আমার মো'জেজা হোচ্ছে আল্লাহর বাণী (আল-কোর'আন) যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়।"[৩] এই কেতাবই যে রসুলাল্লাহর মো'জেজা তা কোর'আনেও বহুবার আল্লাহ বোলেছেন।[৪] এখন বিরাট প্রশ্ন হোল, কোর'আন কেমন কোরে একটি স্থায়ী মো'জেজা যা কিনা কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁর নবুয়্যতের প্রমাণ বহন কোরবে? এই প্রশ্নের উত্তর অনেক দীর্ঘ ও ব্যাপক। এখানে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে যেটুকু প্রাসঙ্গিক সেটুকু নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কোরছি।

আল্লাহ কোর'আনের আয়াতগুলি যখন মহানবীর ওপর অবতীর্ণ কোরতে আরম্ভ কোরলেন এবং রসুলাল্লাহ সেগুলি মানুষের কাছে উপস্থাপন কোরে বোললেন, এগুলি আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ, তখন অধিকাংশ মানুষই তাঁর এই কথা বিশ্বাস কোরল না, তারা মনে কোরল এগুলি তাঁর নিজেরই রচনা, আল্লাহর কথা নয়। আল্লাহ তাঁর নিজের বাণীর সত্যায়নের জন্য মানবজাতির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন এই বোলে যে, 'এই সম্পর্কে যদি তোমাদের

কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ কোরেছি, তাহোলে এর মত একটি সূরা রচনা কোরে নিয়ে এসো।'[৫] কিন্তু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, হবেও না। মানুষ যে এটা কোরতে পারবে না তাও আল্লাহ কোর'আনের মধ্যেই জানিয়ে দিলেন, "বল, যদি এই কোর'আনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে মানবকূল ও জ্বীন জাতি সমবেত হয় পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতায়, তবু তারা তা সম্ভব কোরতে পারবে না।"[৬] এরপর আল্লাহ আরও যুক্তি দিলেন, "যদি এই কোর'আন আল্লাহ ছাড়া অপর কোন উৎস থেকে আসতো তবে অবশ্যই তাতে বহু অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকতো।"[৭] এ ধরণের বহু যুক্তি প্রদানের পরও যারা তা মানবে না তাদের জন্য তিনি অবধারিত শাস্তির ঘোষণা দিয়ে দিলেন সূরা মুদাসসেরে, তিনি বোললেন- "যারা এই আয়াত সমষ্টি অর্থাৎ কোর'আনকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান কোরবে, এর প্রতি ভ্রুকুঞ্চিত কোরে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে এবং বোলবে এসব পুরনো যাদু এবং মানুষের তৈরী রচনা- তাদের আমি এমন আগুনে নিক্ষেপ কোরব যে, আগুন তাদের না ছাড়বে, না এতটুকু রেহাই দেবে।"[৮] এই পর্য্যন্ত না বোঝার কিছু নেই। কিন্তু ঠিক এর পরেই আল্লাহ বোলেছেন- "আলাইহা তেস'আতা আশ'আরা অর্থাৎ এর ওপর উনিশ"।[৯] একি কথা? আগের কথার সাথে মিল, সামঞ্জস্য কিচ্ছু নেই, হঠাৎ বোলছেন, "এর ওপর উনিশ"। গত চৌদ্দশ' বছর যারা কোর'আন নিয়ে গবেষণা কোরেছেন তারা এই আয়াতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছেন। এ আবার কি? অন্য সব আয়াতের মত মোফস্সেররা এরও ব্যাখ্যা কোরতে চেষ্টা কোরেছেন। কারণ তারা এটা উপলব্ধি করেন নি যে ঐ আয়াত চৌদ্দশ' বছর পরের মানুষের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন যখন মানুষ কম্পিউটার নামে এক যন্ত্র তৈরী কোরবে, যার মাধ্যমে এর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে। ফলে তারা এর ব্যাখ্যার চেষ্টা কোরেছেন এবং স্বভাবতই এক একজন এক এক রকম ভুল ব্যাখ্যা কোরেছেন। কোর'আনের অনেক প্রসিদ্ধ অনুবাদে পর্য্যন্ত লেখা হোয়েছে- 'সাকারের (একটি জাহান্নাম) তত্ত্বাবধানে রোয়েছে উনিশজন প্রহরী'। জাহান্নামে মাত্র উনিশ জন মালায়েক? ওখানে কোটি কোটিরও বেশী মালায়েক। বস্তুতঃ এই আয়াতের সাথে **৩১** নং আয়াতের পরবর্ত্তী অংশগুলো মিলিয়ে পড়লে এর দ্বারা একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক গুরুত্বের বিষয় সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে। আল্লাহ বোলছেন:-

(ক) কাফেরদের পরীক্ষা করার জন্যই আমি এই সংখ্যা স্থির কোরেছি।

(খ) যাতে কেতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, মো'মেনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মো'মেন ও কেতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে।

(গ) কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফেররা প্রশ্ন কোরবে, এই অভিনব উক্তি দ্বারা আল্লাহ কি বোঝাতে চাইছেন?

সুতরাং আল্লাহর কথা থেকেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হোয়ে গেলো যে, কাফেররা এবং কোর'আনকে যারা মানব রচিত গ্রন্থ বোলে মনে কোরত কিংবা করে, তাদের এই মনোভাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবেই এই আয়াতের অবতারণা।

১৯৭৪ সনে কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে গবেষক ডঃ রাশাদ খলিফা এই আয়াতের ওপর গবেষণা কোরে এক আশ্চর্য্য বিষয় আবিষ্কার কোরলেন; অতি সংক্ষেপে তা হোল এই যে - 'সমস্ত কোর'আন এই উনিশ সংখ্যার একটা আশ্চর্য্য হিসাবে বাঁধা'। যেমনঃ

যে বাক্যটি দিয়ে কোর'আন আরম্ভ হোয়েছে অর্থাৎ 'বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম'। এই আয়াতের অক্ষর সংখ্যা ১৯। এর মধ্যে ব্যবহৃত হোয়েছে ৪ টি শব্দ ইসম, আল্লাহ, রহমান, রহিম। এরা কোর'আনে যে যতবার ব্যবহৃত হোয়েছে, প্রত্যেকেই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমনঃ

'ইসম' শব্দটি সর্বমোট ব্যবহৃত হোয়েছে ১৯ বার (১৯ X ১ = ১৯)

'আল্লাহ' শব্দটি সর্বমোট ২৬৯৮ বার (১৯ X ১৪২ = ২৬৯৮)

'আর রহমান্ত শব্দটি সর্বমোট ৫৭ বার (১৯ X ৩ = ৫৭)

'আর রহিম' শব্দটি সর্বমোট ১১৪ বার (১৯ X ৬ = ১১৪)

শুধু কি তাই? কোর'আনে মোট সূরার সংখ্যা ১১৪ টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এগুলোর মধ্যে ১১৩ টি সূরার শুরুতে 'বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম' আয়াতটি ব্যবহৃত হোয়েছে। সূরা তওবার শুরুতে আয়াতটি নেই। এই সূরাটি যখন নাযেল হয় তখন সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ কোরে মহানবী এর শুরুতে 'বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম' লেখান নি। ফলে মোট সূরার সংখ্যা থেকে এই আয়াতের সংখ্যা একটি কম হওয়ায় তা আর ১৯ দ্বারা বিভাজ্য থাকে না। কিন্তু মহামহীম আল্লাহ অন্য একটি সূরায় (২৭ নং সূরা নমল) আয়াতটি ২ বার ব্যবহার কোরলেন, যার ফলে পুরো কোর'আনে আয়াতটির সংখ্যা হোয়ে গেলো ১১৪ টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এই 'বেসমেল্লাহ' বিহীন ৯ম সূরা তওবাহ থেকে শুরু কোরে ২৭ নম্বর সূরা নমল পর্য্যন্ত মোট সূরা সংখ্যাও ১৯। এই ১৯টি সূরার স্থানাঙ্ক যোগ কোরলে হয়ঃ

৯+১০+১১+১২.....+২৬+২৭=৩৪২; ১৮ X ১৯ = ৩৪২।

কোর'আনের সর্বপ্রথম নাজেল হওয়া সূরা আলাক্ব- যার স্থানাঙ্ক শেষ দিক থেকে ১৯তম। এতে আয়াতের সংখ্যাও ১৯। প্রথমে যে ৫টি আয়াত নাযেল হোয়েছিল তাতে শব্দসংখ্যাও রোয়েছে ১৯টি এবং অক্ষর রোয়েছে ৭৬টি (১৯ X ৪=৭৬)। পুরো সূরাটিতে মোট অক্ষর আছে ৩০৪টি; ১৯ X ১৬=৩০৪। 'কোর'আন্ত শব্দটি কোর'আনে এসেছে ৫৭ বার (১৯ X ৩ = ৫৭)। শুরুতে 'বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম' সহ কোর'আনের মোট আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬ টি যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯ X ৩৩৪)।

কতগুলি সূরার আরম্ভে যে মুকাত্তায়াত অর্থাৎ অক্ষরগুলি আছে (যেমন- সূরা বাকারার শুরুতে আলিফ-লাম-মীম, বিভিন্ন সূরায় ইয়া-সীন, তোয়া-হা ইত্যাদি) সেগুলির হিসাবও এই উনিশ সংখ্যার হিসাবে বাঁধা। এভাবে আল্লাহ মোট ১৪ টি বর্ণ, ১৪ টি বিন্যাসে বা সেটে মোট ২৯ টি সূরায় ব্যবহার কোরেছেন। এই ব্যবহারের পদ্ধতিটিও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, অর্থাৎ (১৪+১৪+২৯)= ৫৭ = (১৯ X ৩)। কোর'আনের মোট ২৯টি সূরার শুরুতে আল্লাহ ১৪টি সেটে এইরকম কোড (*Code*-সঙ্কেত) ব্যবহার কোরেছেন। যে সূরাগুলিতে এই কোডগুলি ব্যবহৃত হোয়েছে সেগুলির স্থানাঙ্ক যোগ কোরলে হয়:

২+৩+৭+...+৫০+৬৮ = ৮২২, এই ৮২২ এর সাথে সেটসংখ্যা ১৪ যোগ কোরলে হয়
৮৩৬ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (৮৩৬ = ১৯ X ৪৪)

এই কোর'আনিক কোড বা সঙ্কেতগুলোর উদ্দেশ্য ও ব্যবহার সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তা হোল, কোন একটি সূরা কোন একটি বিশেষ কোডের দ্বারা যখন শুরু হয়, তখন সেই সূরাতে সেই কোডের অক্ষর বা অক্ষরগুলো যতবার আসে, সে সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। যেমন- সূরা ক্বাফ এর শুরুতে ব্যবহৃত কোর'আনিক কোড হোচ্ছে 'ক্বাফ' অক্ষরটি। পুরো সূরায় ব্যবহৃত 'ক্বাফ' এর সংখ্যা ৫৭ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। কোর'আনের ১৯ নং সূরা মারিয়ামের কোড হোচ্ছে 'ক্বাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ' এই অক্ষরগুলি। এই পুরো সূরায় 'ক্বাফ' এসেছে ১৩৭ বার, 'হা' এসেছে ১৭৫ বার, 'ইয়া' এসেছে ৩৪৩ বার, 'আইন্ত এসেছে ১১৭ বার এবং 'সোয়াদ' এসেছে ২৬ বার। এগুলি মোট এসেছে ১৩৭+১৭৫+৩৪৩+১১৭+২৬=৭৯৮ বার, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য (১৯X৪২=৭৯৮)। এভাবে আর সব সূরার বেলাতেও তাই।

সূরা কাফ-এ 'কাওমে লুত' সমপর্কে ১২টি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সূরাটির ১৩ নং আয়াতে কওমে লূত এর পরিবর্ত্তে 'এখওয়ানে লূত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ১১টি স্থানে

কওমে লূত উল্লেখ কোরলেও শুধুমাত্র একটি স্থানে 'এখওয়ানে লূত' ব্যবহারের কারণ কিছু সাধারণ নয়। বিষয়টি অসাধারণ এবং বিস্ময়কর। 'কাওম' শব্দের পরিবর্ত্তে 'এখওয়ান্ত শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সূরার প্রথমে ব্যবহৃত কোড অক্ষর 'ক্বাফ' এর সংখ্যা দাঁড়াত ৫৮, যা উনিশ দ্বারা বিভাজ্য নয়। তাহোলে ভেঙ্গে পড়ত কোড অক্ষরের অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব। একটি স্থানে আল্লাহ 'এখওয়ান্ত শব্দের উল্লেখের মাধ্যমে ক্বাফ-এর সংখ্যা ৫৭তে নির্দিষ্ট কোরে ১৯ সংখ্যার সঙ্গে কোড সংখ্যার শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। এরকম বিস্ময়কর শৃঙ্খল কুরআনের অগণিত স্থানে ছড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করা অতীব জরুরী। সূরা আরাফ- এর কোড অক্ষর আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ, সূরা মারইয়াম-এর কোড অক্ষর ক্বাফ হা ইয়া আইন সোয়াদ, সূরা সাদ এর কোড অক্ষর সোয়াদ। এই তিনটি সূরার মধ্যে কমন কোড অক্ষর 'সোয়াদ'।

সূরা আরাফ- এর ৬৯ নং আয়াতটিতে ব্যবহৃত 'বাসতাতান্ত শব্দটিতে সোয়াদ অক্ষর ব্যবহার আরবী ব্যাকরণের পরিপন্থী। এই শব্দটির মূল বিশুদ্ধ বানানে 'সীন্ত অক্ষর ব্যবহৃত হোয়ে থাকে। কিন্তু সূরাটি যখন নাযেল হয় ওহী লেখকগণ গতানুগতিকভাবে 'বাসতাতান্ত শব্দটি লিখতে সীন অক্ষর ব্যবহার কোরতে উদ্যত হন। কিন্তু মহানবী নিরক্ষর হোয়েও এই শব্দটি সীন এর পরিবর্ত্তে সোয়াদ লিখতে নির্দেশ দেন। বিষয়টি আরবী ব্যাকরণের রীতিবিরুদ্ধ মর্মে রসুলাল্লাহকে অবহিত কোরলে তিনি বলেন, 'এর ব্যাপারে আমার কোন করণীয় নেই, কারণ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরাঈল মারফত এভাবে আমাকে নির্দেশ কোরেছেন।' আশ্চর্য্যের বিষয় হোচ্ছে এই যে, যদি উক্ত 'বাসতাতান্ত শব্দে 'সীন্ত এর পরিবর্ত্তে 'সোয়াদ' কোড অক্ষর সম্বলিত উল্লেখিত তিনটি সূরায় ব্যবহৃত সোয়াদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য। যদি এই 'বাসতাতান্ত শব্দটি ব্যকরণ মেনে সীন অক্ষর দিয়ে লেখা হোত তাহোলে মোট সোয়াদের সংখ্যা আর ১৯ দ্বারা বিভাজ্য থাকতো না। মহা-বিস্ময়কর বৈ কি! এছাড়াও সর্বশেষ নাযেলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা আল নসর, যার শব্দসংখ্যা ১৯টি, সূরাটির প্রথম আয়াতেই রোয়েছে ১৯টি অক্ষর।

এমন আরও বহু আছে। প্রশ্ন হোল, আল্লাহ কোর'আনকে '১৯' সংখ্যা দিয়ে বাঁধলেন কেন? এর কারণ হোল, কোর'আন যে আল্লাহরই রচনা, কোন মানুষের রচনা নয় - এ সংক্রান্ত বিতর্কের ও সন্দেহের অবসান ঘটানো। এভাবে আষ্ঠেপৃষ্ঠে ১৯ সংখ্যা দিয়ে একটি বিরাট বইকে বাঁধা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষ ছিলেন আমাদের রসুল। মানবজাতির মধ্যে আদম থেকে কেয়ামত পর্য্যন্ত বোধহয় তাঁর চেয়ে ব্যস্ততম লোক

আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি। যার অর্জনগুলো *(Achivement)* এতই অসামান্য যা পৃথিবীর অন্য কেউ কোরতে পারেন নি। এতকিছু করার পর ৬,৩৪৬টি আয়াতের এই বিরাট কোর'আন, এত হিসাব মনে রেখে, এর মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দ এমন নির্দিষ্ট পরিমাণে রেখে (২৬৯৮ বার) যেন তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তার বেশীও না হয়, কমও না হয়, একই ভাবে 'রহমান্ত শব্দটি এই রকম হিসাব কোরে, 'রহিম' শব্দটিও এই রকম হিসাব কোরে সেই বইটিতে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। তাঁর মত ব্যস্ততম লোকের কথা বাদ দিলেও যদি কোন লোক সারা জীবন এই একটি কাজে ব্যয় করে তাও সম্ভব নয়। এটা শুধু সম্ভব একমাত্র আল্লাহর পক্ষে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর সমস্ত বয়স জুড়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম কোরে যেত অনুরূপ একখানি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে, তবু তা চিরদিন থেকে যেত সম্ভাব্যতার সীমানা থেকে অনেক দূরে। বিশিষ্ট এসলামী চিন্তাবিদ জনাব আহমেদ দীদাত একটি হিসাব উপস্থাপন কোরে দেখিয়েছেন যে, কোর'আনে যে সব নিয়ম শৃঙ্খলা মানা হোয়েছে, ১৯ সংখ্যার জটিল জালকে যেভাবে এঁটে দেওয়া হোয়েছে এর মধ্যে - তেমনিভাবে সমান সংখ্যক শব্দ, সমান সংখ্যক বাক্য, সমান সংখ্যক অক্ষরবিশিষ্ট একটি অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজন পড়ত ৬.২৬x১০২৬ বছর। তাও আবার একটি মানুষ যদি এইটুকু পরিমাণগত কাজ *(Volumetric)* প্রতিমাসে একটি কোরে কোরবার ক্ষমতা রাখত, তার জন্য এই পরিমাপ। ১০ কত মান এই উল্লিখিত সংখ্যাটির? সংখ্যাগতভাবে এর প্রকাশ ৬২৬,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (৬২৬ এর পরে ২৪টি শূন্য)। অর্থাৎ এটি মানুষের সাধ্যের বাইরে, চিন্তারও বাইরে।

গত ১৩০০ বছর ধোরে রসুলাল্লাহর আনীত দীন বিকৃত হোতে হোতে এখন যেটা এসলাম হিসাবে দুনিয়াময় পালিত হোচ্ছে সেটার সঙ্গে প্রকৃত এসলামের বাহ্যিক কিছু সাদৃশ্য ছাড়া কোন মিলই নেই; ভিতরে, আত্মায়, চরিত্রে সেটা প্রকৃত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহর সর্বব্যাপী সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ থেকে বিচ্যুত হোয়ে পুরো মানবজাতি কার্য্যত কাফের এবং মোশরেকে পরিণত হোয়েছে। বিশেষ কোরে মোসলেম হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীটি পরিণত হোয়েছে মানবজাতির সর্বনিকৃষ্ট সমপ্রদায়ে, তারা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে প্রতিনিয়ত নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হোচ্ছে। বিশ্বমানবতার এই ক্রান্তিলগ্নে পথভ্রষ্ঠ মানবজাতিকে আবার সঠিক পথে অর্থাৎ হেদায়াতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রকৃত তওহীদের ডাক দিলেন আমাদের এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি কোর'আন, হাদীস ও বাস্তবতার আলোকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ পেশ কোরে দীনুল হকের সত্যিকার রূপ

মানবজাতির সামনে তুলে ধোরলেন। যারা তাঁর যুক্তিগুলিকে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ কোরে তাঁকে সত্যপথপ্রাপ্ত হিসাবে বিশ্বাস কোরলেন তারা তাঁকে আল্লাহর মনোনীত এমাম হিসাবে মেনে নিলেন। কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোন কিছুতে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার মত প্রজ্ঞা সব মানুষের থাকে না। তাই আবারও এসে যায় চাক্ষুষ প্রমাণের চিরন্তন প্রশ্নটি। আল্লাহ যদি তাঁকে মনোনীত কোরেই থাকেন তবে এখানেও কোন চাক্ষুষ ও অকাট্য প্রমাণ অর্থাৎ মো'জেজা থাকা অপরিহার্য্য, নয়তো অনেকেই তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হবে। আর যেহেতু এমামুয্যামান কোন নবী রসুল নন যে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ মো'জেজা ঘটাবেন, তাই তাঁকে সত্যায়ন কোরতে হোলে আল্লাহর নিজেকেই কোন না কোন মো'জেজা ঘোটিয়ে সত্যায়ন কোরতে হবে। সেই সত্যায়ন মহান আল্লাহ কোরেছেন। আল্লাহ নিজে ২৪ মহররম ১৪২৯ হেজরী মোতাবেক ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে এমামুয্যামানের একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের সময় একই সাথে ন্যূনতম ৮টি মো'জেজা সংঘটিত করেন, যার বিস্তারিত বিবরণ এ বইতে ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে।

এই আটটি মো'জেজার মধ্যে সাতটি মো'জেজা আল্লাহ এমনভাবে ঘটালেন যেগুলি কেবলমাত্র ঐ সময়ে ঐ স্থানে যারা উপস্থিত ছিলেন তারাই দেখতে পেলেন, অন্যরা সেটা দেখতে পায় নি। তাহোলে প্রশ্ন আসে, বাকী যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, বা যারা পরবর্ত্তীতে আসবেন তারা কী কোরে ঐ মো'জেজার ব্যাপারে নিশ্চিত হবেন? তাদের এবং তাদের পরবর্ত্তী সকল মানুষের জন্য আল্লাহ সেখানে তাই একটি মো'জেজা ঘটালেন এমনভাবে যেটি ঐ স্থান-কাল-পাত্রের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়, অন্যরাও এটা দেখতে পাবে। এটি আল্লাহ ঘটালেন কোর'আনের সংখ্যা সংক্রান্ত মো'জেজাটির সাথে মিল রেখে। সমস্ত কোর'আনকে আল্লাহ যেভাবে উনিশ সংখ্যার জালে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন, ঠিক একইভাবে সেদিন এমামের সংক্ষিপ্ত ভাষণটিকে আল্লাহ বাঁধলেন তিন সংখ্যার জাল দিয়ে। উদ্দেশ্যও এক অর্থাৎ সত্যায়ন। এর দ্বারা আল্লাহ এটাই প্রকাশ কোরছেন যে, 'ঐ ভাষণে যে কথাগুলো বলা হোয়েছে এগুলো যে মানুষটি বোলছেন তাঁর স্বরচিত মনগড়া কথা নয়, এগুলো আমারই (আল্লাহর) কথা এবং তিনি আমারই মনোনীত ব্যক্তি।'

মো'জেজা সংঘটনের তিন মাস পরে এমামুয্যামান বুঝতে পারলেন যে, সেদিনের সবগুলি মো'জেজা আল্লাহ ঘোটিয়েছিলেন একটি মাত্র উদ্দেশ্যে, সেটি হোল এমামের বক্তব্যটি আমাদেরকে শোনানো। অর্থাৎ ভাষণটিই হোচ্ছে পুরো ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বা লক্ষ্যবস্তু। তাই এমামুয্যামান নির্দেশ দিলেন ভাষণটিকে ভালোভাবে পড়ার জন্য ও অনুধাবন করার জন্য।

তখন ভাষণটি থেকে একটি একটি কোরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ভবিষ্যদ্বাণী, দিকনির্দেশনা ইত্যাদি উদ্ঘাটিত *(Discover)* হোতে লাগলো। এর মধ্যেই সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক একটি বিষয় আমরা উদ্ঘাটন কোরলাম সেটা হোল পুরো ভাষণটি জুড়ে আল্লাহ বিছিয়ে রেখেছেন তিন (৩) এর একটি অপূর্ব সংখ্যাজাল। এইভাবে সংখ্যাজাল তৈরী কোরে একটি ভাষণ প্রদান করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া এমামুয্যামান সেদিন কী বোলবেন তা নিয়ে একটুও চিন্তা ভাবনা পর্য্যন্ত করেন নি। ভাষণ শুরু করার পরেও তিনি জানতেন না যে তিনি কী বোলবেন। তাৎক্ষণিক যা মনে এলো তাই বোলতে থাকলেন, ইংরেজীতে যাকে বলে *Extempore speech*। ভাষণ শুরু কোরে বলার মত কোন প্রসঙ্গ না পেয়ে তিনি সকলের কুলশাদি, মিটিং সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে থাকেন। এই ভাষণের কোন কিছুই এমামুয্যামান চিন্তা ভাবনা কোরে বলেন নি, এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই ভাষণ যা আল্লাহ এমামুয্যামানের মুখ দিয়ে বোলিয়েছেন।

সেদিনের ভাষণটি সৌভাগ্যক্রমে রেকর্ড করা হোয়েছিল। শুরুতে ঢাকার তৎকালীন আমীর মো: মসীহ উর রহমান এমামুয্যামানের সাথে কিছু প্রস্তুতি সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা বলেন। সেটুকুসহ পুরো বক্তব্যটি এখানে তুলে ধোরছি।

এমামুয্যামান: (সম্ভবত: সব তৈয়ার) আছে?
মসীহ উর রহমান: জ্বী, এমামুয্যামান।
এমামুয্যামান: সব তৈয়ার?
মসীহ উর রহমান: জ্বী, এমামুয্যামান আমরা সবাই তৈয়ার।
এমামুয্যামান: তাহলে আমি এখন একদম ডাইরেক্টলি কথা বোলতে পারব, না?
মসীহ উর রহমান: জ্বী।
এমামুয্যামান: এখন আমি কথা ডাইরেক্টলি বোলতে পারছি ওদের সাথে, না?
মসীহ উর রহমান: জ্বী, জ্বী।
এমামুয্যামান: আচ্ছা, ঠিক আছে। বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম; আস সালামু আলাইকুম, ওয়া রহমাতাল্লাহে বারকাতুহু।
দু'একজন: ওয়ালাইকুম আস সালাম।
এমামুয্যামান: শুনতে পাচ্ছ সবাই।
সমস্বরে: জ্বী, এমামুয্যামান।
এমামুয্যামান: আচ্ছা। আমার সালামু আলাইকুম শুনছো?

সমস্বরে: ওয়লাইকুম আস সালাম। শুনছি এমামুয্যামান।

এমামুয্যামান: আচ্ছা। এখন কথা বোলছে কে?

মসীহ উর রহমান: জ্বী, এমামুয্যামান।

এমামুয্যামান: এখন কেউ কথা বোলছে? ঐ যে কথা শুনতেছি একটা?

(বাচ্চাদের দু-একটি কথা আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে)

মসীহ উর রহমান: না, কেউ বোলছে না এমামুয্যামান। সালামের উত্তর দিচ্ছে।

(বাচ্চার কণ্ঠে- সালামু আলাইকুম)

এমামুয্যামান: তা তো, ঐ একটা, তাহোলে এটা, কোত্থেকে আসতেছে একটা কথা?

মসীহ উর রহমান এবং অন্য কেউ: বাইরের, বাইরের।

এমামুয্যামান: বাইরের না? ও, তাই হবে। তো, তোমাদের সবাই, সবাই কেমন আছ? আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখেন, আল্লাহ তোমাদের হেফাজতে রাখেন, আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করেন। তোমাদের খাওয়াদাওয়া হোয়ে গেছে?

মসীহ উর রহমান: না হয় নি এখনো, আমরা

এমামুয্যামান: এখনো হয় নাই? শেষে কোরব এমামুয্যামান।

(অন্যদের কথাও খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে)

এমামুয্যামান: ও, ওটা শেষে কোরবা না?

(অন্যদের কথাও খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে)

মসীহ উর রহমান: জ্বী, এমামুয্যামান।

এমামুয্যামান: যাক। সবাই কেমন আছো? ভালো আছো, না?

(অন্যদের কথাও খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে)

মসীহ উর রহমান: জ্বী, আলহামদুলিল্লাহ।

এমামুয্যামান: আল্লাহর শোকর; আল্লাহর শোকর। তোমরা তো বোধহয় শুনতে পারছো আমি রিসেন্টলি একটা নির্দেশ দিলাম, বালাগের কাজটা একটু সীমিত করার জন্য। তোমরা এটা সম্বন্ধে আমিরের কাছ থেকে খুব ভালোভাবে শুনে নিও। বালাগ বন্ধ হবে না। বালাগ কোন অবস্থায়ই বন্ধ এনশা'আল্লাহ হবে না। শুধু বিশেষ কতগুলো কারণে আমরা একটু সীমিত কোরতেছি। কারণ, এখন যেভাবে আমাদের এই নামে কেস লাগাচ্ছে, মামলার খরচ অতিরিক্ত হোয়ে গেছে। এত বেশী হোয়ে গেছে যে এরপর আর বাড়লে সামাল দেয়া মুশকিল হোয়ে যাবে, খরচ। এ জন্য এখন এটা লিমিটেড খানিকটা কোরলাম এ জন্য যে আর মামলা না বাড়ে। কিন্তু বালাগ চোলবে, যে যেভাবে পারে সেভাবে বালাগ কোরবে।

তোমাদের যার যে লাইন আছে সে লাইনে বালাগ চালাবে। কথা বোলে, বুঝিয়ে, আর্গুমেন্ট কোইরা, যুক্তিতর্ক দিয়া, সমস্ত। শুধুমাত্র শুধু মাত্র কেবল বাইরে, বাইরে যেয়ে, দলবদ্ধ হোয়ে, বাহিরে যেয়ে যেমন লোকজন ধরিয়ে দেয়, ফিফটি ফোর এ কেস করে, তারপর মামলা চোলতে থাকে, প্রচণ্ড খরচ হয়, আর আমাদের খরচতো অন্যের চাইতে বেশী হয়। কারণ উকিল-মুকিল যত আছে সব জানে যে এদের.. অনেক, অনেক জায়গায়তো রিফিউজই করে দেয় যে, না তোমাদের কেস কোরব না। সেখানে আমাদের কাছ থেকে বেশী টাকা চায়, বেশী ফী চায়। সব মিলিয়া, সব মিলিয়া খরচ খুব বেশী হোয়ে যায়। কাজেই এটা এখন আমাদের বাধ্য হোয়ে এ্যাভয়েড কোরতে হোচ্ছে। এনশা'আল্লাহ বেশী দিন নাই আবার সবকিছু পুরোদমে এনশা'আল্লাহ চালু হবে। তোমরা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কাল রাখ, এনশা'আল্লাহ আল্লাহ হেযবুত তওহীদ দিয়ে পৃথিবীতে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা কোরবেন। (সকলে- আলহামদুলিল্লাহ) আমার খুব বেশী কোন সন্দেহ নেই এতে। আমি নবী না, রসুল না, এমন কি পীর ফকিরও না, কাজেই আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী কোরব, আমি পারি না। কিন্তু যতটুকু বুঝতে পারছি, যে সমস্ত এ পর্য্যন্ত সাইন, আলামত যা যা এ পর্য্যন্ত পেয়েছি এবং পাচ্ছি, তাতে আমি এনশা'আল্লাহ বোলতে পারি যে আল্লাহ হেযবুত তওহীদ দিয়া পৃথিবীতে তাঁর দীনুল হক্ আবার প্রতিষ্ঠা কোরবেন। তোমরা হতাশ হোয়ো না, নিরুৎসাহ হোয়ো না, ঈমান আকীদা ঠিক রেখে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল ঠিক রেখে সামনে চলো, এনশা'আল্লাহ আল্লাহর রহমত যেমন আসতেছে তেমনি আরো আসবে। শুধু তাই না, আমি আশা কোরি আল্লাহর নসর খুব বেশী দেরী নাই। আল্লাহর নসর খুব বেশী দেরী এনশা'আল্লাহ নাই। ওটা আসলেই আর কিছুর প্রয়োজন নাই আর, আর কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। তখন সব কিছু দেখবা পানির মতো সব সাফ হোয়ে গেছে। কিন্তু, আমাদের সেই মোজাহেদ এবং মোজাহেদা হোইতে হবে। দ্যাখো, টিন দিয়ে তলোয়ার বানিয়ে, তৈরী কোইরা তা দিয়ে কি লোহা কাটা যায়? তা দিয়ে কি লোহা কাটা যায় কোনদিন? (সমস্বরে- না) যায় না। কাঠ দিয়া তলোয়ার বানিয়া, ছুরি বানিয়া কোনদিন কিছু কাটা যায়? (সমস্বরে- না...) যায় না। এটাকে স্টীল হইতে হবে। তুমি যদি কাঠ কাটতে চাও, অন্য একটা লোহা কাটতে চাও তাহোলে তোমাকে স্টীলের তলোয়ার লাগবে, স্টীলের ছুরি লাগবে। কাঠের ছুরি দিয়া, বাঁশের ছুরি দিয়া স্টীল কাটা যায় না। এটা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা যদি সেই চরিত্র না পাই, সেই ঐক্য, সেই শৃঙ্খলা, সেই এতায়াৎ, সেই হেজরত, যেগুলোর এগজাম্প্‌ল উম্মতে মোহাম্মদী রাইখা গেছেন, আমাদের অন্ততপক্ষে তার কাছাকাছিও না যেতে পারি, তাহোলে আমাদের দিয়া কাজ হবে না। আল্লাহও খুশী হবেন না। অন্তত

আমাদের কিছুটা অন্ততপক্ষে তাঁদের মতো হোতে হবে। সম্পূর্ণ না পারলাম - কাছাকাছি যাইতে হবে। স্টীল না হোই অন্ততপক্ষে লোহা হোইতে হবে। তাও যদি না পারি, তো বাঁশের দিয়ে, কাঠের দিয়ে, ছুরি দিয়ে, তলোয়ার দিয়ে কোন কাজ হবে না। তোমরা নিজেরা চিন্তা কোরবে। পাঁচ দফার ওপর নিজেদের চরিত্র যথাসম্ভব, যতোখানি পারো। সবাই এক হবে না। পৃথিবীতে কোথাও, উম্মতে মোহাম্মদীও প্রত্যেকে এক ছিলেন না। কেউ বেশী, কেউ কম, কেউ মাঝারী। আল্লাহ জান্নাতও একটা বানান নাই, জাহান্নামও একটা বানান নাই। বহুতগুলা বানায়ছেন, ৭ টা-৮ টা কোরে। এবং প্রতিটা স্তরে, প্রতিটা জান্নাতে প্রতিটা জাহান্নামে, বহু স্তর আছে, বহু স্তর। প্রত্যেকের কাজ মোতাবেক, তার চরিত্র মোতাবেক সে হয় জান্নাতে, নয় জাহান্নামে যাবে, এবং যে স্তরে যার স্থান সে সেই স্তরে যাবে, অন্য স্তরে যাবে না। নিজেরা চেষ্টা করো নিজেদের যতোখানি পারো সেই উম্মতে মোহাম্মদীর ঐক্য, উম্মতে মোহাম্মদীর শৃঙ্খলা, উম্মতে মোহাম্মদীর এতায়াহ, উম্মতে মোহাম্মদীর হেজরত এবং উম্মতে মোহাম্মদীর জেহাদ। যতোখানি পারো চেষ্টা করো। সবাই সমান হবে না বোললাম; কিন্তু যতখানি, যে যত উঠতে পারো চেষ্টা করো। আল্লাহর সাহায্য এনশা'আল্লাহ খুব বেশী দেরী নাই মনে হয়। জানি না, আমি আগেই বোললাম, আমি নবী রসুল নই। কিন্তু আশা কোরি এনশা'আল্লাহ আল্লাহর সাহায্য আসবে শীগ্‌গিরই।

তো এ পর্য্যন্তই। তোমরা এখন ব্যস্ত আছো। আল্লাহ তোমাদের দিয়া..., তোমাদের উপর খুশী হন, রাজী হন, রাদি'আল্লাহু আনহু, আল্লাহ তোমাদের ওপর রাজী হন তোমাদের উপর খুশী হন এই দোয়া কোরি। আর তোমরা আমার জন্য দোয়া কোইরো। দোয়া শুধু তোমরা চাও আমার কাছে। আমার দোয়াতো হেযবুত তওহীদের বাহিরে কোথাও যাবে না, কোথাও যায় না। আমার সমস্ত দোয়া হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদার জন্য। কিন্তু তোমাদের দোয়াও আমার দরকার আছে; তোমরাও আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কোরো আল্লাহ যেন আমাকে যে ভীষণ ই দিয়েছেন তাতে যেন আমাকে সেইভাবে তোমরা ইয়া রাখেন এবং সেইভাবে দৃঢ় রাখেন। ঠিক আছে এর পরে বোধহয় তোমাদের খাওয়াদাওয়া আছে, হ্যাঁ। আল্লাহ হাফেজ, সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

এখানেই শেষ হয় এমামুয্‌যামানের সেই ভাষণটি। এবার দেখা যাক এই সংক্ষিপ্ত ভাষণটি কীভাবে তিন (৩) সংখ্যার আশ্চর্য্য বাঁধনে বাঁধা।

১. ভাষণটিতে আল্লাহর তিনটি নাম রোয়েছে-

ক) আল্লাহ (বেসমেল্লাহ)

খ) আর রহমান

গ) আর রহিম

২. সালামের অংশ ৩টি-

ক) আস্‌সালামু আলাইকুম

খ) ওয়া রহমাতাল্লাহ

গ) ওয়া বারাকাতুহু

৩. ভাষণের শুরুতে দোয়া করেন ৩ টি-

ক) আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখেন।

খ) আল্লাহ তোমাদের হেফাযতে রাখেন।

গ) আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করেন।

৪. ভাষণের শেষ অংশে দোয়া করেন ৩ টি শব্দে-

ক) আল্লাহ তোমাদের উপর খুশি হন

খ) আল্লাহ তোমাদের উপর রাজী হন

গ) রাদিয়াল্লাহু আনহু

৫. বালাগ চালিয়ে যাবার নীতি-

ক) বালাগ কোন অবস্থাতেই বন্ধ এনশা'আল্লাহ হবে না।

খ) যে যেভাবে পারে সেভাবে বালাগ কোরবে।

গ) মামলা যাতে না বাড়ে। (প্রশাসনিক হয়রানি ও খরচ কমানো)

৬. বালাগ সীমিত করা প্রসঙ্গে-

ক) আমি রিসেন্টলি একটা নির্দেশ দিলাম, বালাগের কাজটা একটু সীমিত করার জন্য।

খ) শুধু বিশেষ কতগুলো কারণে আমরা একটু সীমিত কোরতেছি।

গ) এ জন্য এখন এটা লিমিটেড (সীমিত) খানিকটা কোরলাম

৭. কিভাবে বালাগ কোরবে-

ক) কথা বোলে

খ) বুঝিয়ে

গ) আর্গুমেন্ট কোরে (যুক্তিতর্ক দিয়ে)

৮. ভবিষ্যদ্বাণী-

ক) এনশা'আল্লাহ বেশী দিন নাই আবার সবকিছু এনশা'আল্লাহ পুরোদমে চালু হবে।

খ) আল্লাহ হেযবুত তওহীদ দিয়ে আবার দুনিয়াতে তার দীনুল হক্ আবার প্রতিষ্ঠা কোরবেন (এনশা'আল্লাহ)।

গ) আশা কোরি এনশা'আল্লাহ আল্লাহর সাহায্য আসবে শিগগিরই।

৯. আল্লাহর নসর (সাহায্য) আসতে খুব দেরী নাই -

ক) আমি আশা কোরি আল্লাহর নসর খুব বেশী দেরী নাই।

খ) আল্লাহর নসর খুব বেশী দেরী এনশা'আল্লাহ নাই।

গ) আল্লাহর সাহায্য এনশা'আল্লাহ খুব বেশী দেরী নাই মনে হয়।

১০. নিজেদের মধ্যে কর্মসূচির চরিত্র প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ -

ক) আমরা যদি সেই চরিত্র না পাই, সেই ঐক্য, সেই শৃঙ্খলা, সেই এতায়াৎ, সেই হেজরত, যেগুলোর এগজাম্প্ল উম্মতে মোহাম্মদী রেখে গেছেন আমরা যদি অন্ততপক্ষে তার কাছাকাছিও না যেতে পারি, তাহোলে আমাদের দিয়া কাজ হবে না।

খ) পাঁচ দফার ওপর নিজেদের চরিত্র যথাসম্ভব, যতখানি পারো।

গ) নিজেরা চেষ্টা করো নিজেদের যতখানি পারো সেই উম্মতে মোহাম্মদীর ঐক্য, উম্মতে মোহাম্মদীর শৃঙ্খলা, উম্মতে মোহাম্মদীর এতায়াহ, উম্মতে মোহাম্মদীর হেজরত এবং উম্মতে মোহাম্মদীর জেহাদ।

১১. এমামুয্যামান নিজের সম্পর্কে-

ক) আমি নবী না।

খ) রসুল না।

গ) এমন কি পীর-ফকিরও না।

১২. তলোয়ারের বিবরণ সম্পর্কে-

ক) টিনের তলোয়ার

খ) কাঠের তলোয়ার

গ) স্টীলের তলোয়ার

১৩. ছুরির বিবরণ সম্পর্কে-

ক) কাঠের ছুরি

খ) বাঁশের ছুরি

গ) স্টীলের ছুরি

১৪. কাটার উদাহরণ সম্পর্কে-

ক) স্টীল কাটা

খ) লোহা কাটা

গ) কাঠ কাটা

১৫. চরিত্রের তারতম্য সম্পর্কে-

ক) কেউ বেশী

খ) কেউ কম

গ) কেউ মাঝারী

১৬. ভাষণে এমামুয্যামান মুলতঃ ৩টি ভাষা ব্যবহার কোরেছেন।

ক) বাংলা

খ) আরবী

গ) ইংরেজী

১৭. সামনে এগিয়ে চলার পাথেয় ৩টি

ক) ঈমান ঠিক রাখা

খ) আকীদা ঠিক রাখা

গ) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল রাখা

১৮. মোজাহেদ মোজাহেদাদের কাছে দোয়া চেয়েছেন ৩টি কথায়

ক) তোমরা আমার জন্য দোয়া কোইরো।

খ) তোমাদের দোয়াও আমার দরকার আছে;

গ) তোমরাও আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কোরো আল্লাহ যেন আমাকে ... সেইভাবে দৃঢ় রাখেন।

<u>৩ বার উচ্চারিত বিষয়সমুহ-</u>

১৯. 'জান্নাত' শব্দটি আছে ৩ বার
২০. 'জাহান্নাম' শব্দটি আছে ৩ বার
২১. 'পৃথিবী' শব্দটি আছে ৩ বার
২২. 'মামলা' শব্দটি আছে ৩ বার
২৩. 'চরিত্র' শব্দটি আছে ৩ বার
২৪. 'কেস' শব্দটি আছে ৩ বার
২৫. 'চেষ্টা করো' কথাটি আছে ৩ বার
২৬. 'সালামু আলাইকুম' বোলেছেন ৩ বার

<u>আরও যা যা ৩ সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত-</u>

২৭. মোট উপস্থিতি ৩১৮ জন যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।
২৮. ভাষণের মোট স্থায়ীত্ব ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ড যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।
২৯. মো'জেজা সংঘটিত হয় মহররমের ২৪ তারিখে যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য

<u>৬ সংখ্যাবিশিষ্ট বিষয়সমুহ যা ৩ দিয়ে বিভাজ্য-</u>

৩০. পুরো ভাষণে এমাম আল্লাহর ৬ টি দানের কথা উল্লেখ কোরেছেন-

(ক) আল্লাহর রহমত (দয়া)
(খ) আল্লাহর বরকত (সমৃদ্ধি)
(গ) আল্লাহর নসর (সিদ্ধান্তকারী সাহায্য)
(ঘ) আল্লাহর হেফাযত (সুরক্ষা)
(ঙ) আল্লাহর রাদি (সন্তুষ্টি)
(চ) আল্লাহর ভাল রাখা

৩১. পুরো ভাষণে "বালাগ" শব্দটি আছে ৬ বার
৩২. পুরো ভাষণে "স্তর" শব্দটি আছে ৬ বার

৯ সংখ্যাবিশিষ্ট বিষয়সমূহ যার প্রত্যেকটি ৩ দিয়ে বিভাজ্য-

৩৩. এনশা'আল্লাহ শব্দটি আছে ৯ বার

৩-এর সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় হয়তো এই ভাষণটির সাথে জড়িয়ে আছে যা এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি। এ ভাষণটি যদি মানবীয় চিন্তাপ্রসূত হোত তাহোলে এটিতে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি ৩ সংখ্যার সমন্বয়বিধান করা সম্ভব হোত না। এই অলৌকিক সংখ্যাজাল এটাই প্রমাণ করে যে সেদিন এমামুয্যামান যা বোলেছেন সেগুলি আল্লাহরই কথা যা তিনি এমামের মুখ দিয়ে বোলিয়েছেন। আমাদের জানা মতে আল্লাহ তাঁর নিজের বাণীকে সত্যায়নের *(Confirmation)* জন্য 'সংখ্যাজালের মো'জেজা' দেখালেন দুই বার, প্রথমবার তাঁর কেতাব কোর'আনের বেলায় '১৯' সংখ্যা দিয়ে, দ্বিতীয়বার এমামের এই ভাষণটির বেলায় '৩' সংখ্যা দিয়ে।

আল্লাহ সংখ্যার মো'জেজা দ্বারা পবিত্র কোর'আনকে যেমন সত্যায়ন কোরেছেন, একইভাবে এমামের সেদিনের ভাষণটিকেও তিনি সংখ্যার মো'জেজা দিয়ে সত্যায়ন কোরেছেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল কোর'আন ও এমামের ভাষণটি একই পর্য্যায়ভুক্ত হোয়ে যায়। এই সাংঘাতিক বিষয়টি উপলব্ধি করার পর এর গুরুত্ব অনুধাবন কোরে এটি মানুষের কাছে প্রকাশ করা উচিৎ হবে কি হবে না তা নিয়ে এমামুয্যামান খুবই দ্বিধান্বিত *(Dilemma)* হোয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দ্বিধার কারণ, হেযবুত তওহীদের ত্রুটি সন্ধানকারী লোকের কোন অভাব নেই। কথায় বলে, তিলকে তাল করা। তিল থাকলে অপপ্রচার কোরে কিছু নীতিহীন মানুষ সেটাকে তাল বানিয়ে ফেলে, কিন্তু আমাদের বেলায় যেখানে কোন তিলও নেই সেটাকেও যারা আমাদের বিরোধী অর্থাৎ ধর্মের ধ্বজাধারী আলেম ওলামা শ্রেণী এবং এসলাম বিরোধী গণমাধ্যমগুলি *(Print and Electronic Media)* তাল বানিয়ে ফেলে। আমাদেরকে নিয়ে বলা হয়, আমরা নাকি কালো কাপড়ের কাফন পরিয়ে মুর্দাকে দাফন কোরি, মুর্দাকে বসিয়ে কবর দেই, পূব দিকে ফিরে সালাহ কায়েম কোরি, এমন আরও অনেক জঘন্য মিথ্যা কথা তারা আমাদের নামে প্রচার করে যার বিষয়ে আমরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি, যা আমাদের আত্মাও জানে না। এমামুয্যামান ভাবলেন, এখন

যদি তিনি এই কথা বলেন যে ঐ দিনের ভাষণের মধ্যে কোর’ আনের মত সংখ্যাতাত্ত্বিক মিল রোয়েছে তখন সবাই বোলে বোসবে, “কী বেয়াদবি, কী ধৃষ্টতা *(Audacity)*! কী স্পর্ধা! কোর’ আনের সাথে তুলনা!” অন্যদিকে যে ঘটনা আল্লাহ স্বয়ং ঘোটিয়েছেন, যেটা সত্য, সেটা প্রকাশ না করাও মহা অপরাধ। এমামুয্যামান এই উভয়সংকটে পড়ে আল্লাহর শরণাপন্ন হোয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলেন।

এমামের মানসিকতার এই দোদুল্যমানতা ও অস্থিরতার মধ্যে মহান আল্লাহ তাঁর উপর রহম কোরলেন। আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে এমামুয্যামানের নীতি হোল, যখনই কোন বিষয়ে তিনি সমস্যা বা সিদ্ধান-হীনতায় পড়বেন তখনই দেখবেন যে এমন অবস্থায় রসুলাল্লাহ কি কোরেছেন বা কি কোরতে বোলেছেন। এবারও মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শ রসুলাল্লাহর একটি অসামান্য সুন্নাহ এমামের সামনে পথনির্দেশ নিয়ে আবির্ভূত হোল। রসুলাল্লাহর জীবনের দু’ টি উদাহরণ এমামের হৃদয়ে ভেসে উঠলো। তিনি দেখলেন সত্যের প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর নেতা আল্লাহর রসুল ছিলেন নির্ভয়, পাহাড়ের মত অটল; মানুষ কে কি বোলল, কি মনে কোরল তিনি তার কোন পরোয়াই কোরতেন না।

প্রথম ঘটনাটি হোচ্ছে তাঁর পূত্র এব্রাহীমের এনে-কালের সময় যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি। মদীনায় আল্লাহর রসুলের ৩ বছরের ছেলে এব্রাহীম যেদিন এনে-কাল কোরলেন, সেদিন সূর্য্যগ্রহণ হোল। আরবের নিরক্ষর, অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মনে এই ধারণা হোল যে, যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, তিনি তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল, না হোলে তাঁর ছেলের মৃত্যুতে কেন সূর্য্যগ্রহণ হবে। কাজেই চলো, আমরা তাঁর হাতে বায়াত নেই, তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নেই, তাঁর ধর্মমত গ্রহণ কোরি। তাদের এ মনোভাব মুখে মুখে প্রচার হোতে থাকল। আল্লাহর রসুল যখন একথা শুনতে পেলেন, তিনি বের হোয়ে লোকজন ডাকলেন এবং বোললেন- “আমি শুনতে পেলাম তোমরা অনেকেই বোলছ, আমার ছেলে এব্রাহীমের এনে-কালের জন্য নাকি সূর্য্যগ্রহণ হোয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। এব্রাহীমকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্য্যগ্রহণ একটি প্রকৃতিক নিয়ম। এর সাথে এব্রাহীমের মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই।” [১১]

ঐ সময় মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড টানাপড়েন ও বিতর্ক চোলছে যে তিনি আসলেই আল্লাহর রসুল কি রসুল নন। এমতাবস্থায় রসুলাল্লাহ কিছু না বোলে যদি শুধুমাত্র চুপ কোরে থাকতেন, কিছু

নাও বোলতেন, দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে এসলামে দাখিল হতো, তাঁর উম্মাহ বৃদ্ধি পেত - অর্থাৎ যে কাজের জন্য আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ কোরেছেন সেই কাজে তিনি অনেকটা পথ অগ্রসর হোয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এসেছিলেন সত্যকে প্রতিষ্ঠা কোরতে, তাই তিনি এতটুকুও আপোস কোরলেন না। এতে তাঁর নিজের ক্ষতি হলো। কিন্তু যেহেতু এ কথা সত্য নয়, সত্যের উপর দৃঢ় অবস্থান থাকার কারণে তিনি সেটিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দিলেন না।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো পবিত্র মে'রাজ। মে'রাজের রাতে তিনি তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানী (রা:) বিনতে আবু তালেব এর বাড়িতে ছিলেন। মে'রাজ হওয়ার পর তিনি তাঁর বোনকে বোললেন, 'আল্লাহ জীবরাঈল পাঠিয়ে প্রথমে আমাকে জেরুসালেম, বায়তুল মোকদ্দাস এবং সেখান থেকে সাত আসমান ভেদ কোরে আল্লাহর আরশে নিয়ে গেছেন। সেখানে আল্লাহর সাথে আমার দেখা হোয়েছে এবং আল্লাহর সাথে কথা হোয়েছে, নবী রসুলদের সাথে সাক্ষাৎ হোয়েছে, তারপর আমাকে আবার ফেরৎ পাঠানো হোয়েছে।' এ কথা শুনে উম্মে হানী (রা:) বোললেন, 'সর্বনাশ! এ কথা বাইরে কাউকে বোলবেন না। এ কি অসম্ভব কথা! কেউ আপনার কথা বিশ্বাস কোরবে না। আপনার উপর মানুষের যে ঈমান এসেছিল তাও যাবে।' কিন্তু রসুল ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বলীয়ান। তিনি এসেছেন হক নিয়ে, তিনি হক্, তিনি হককে গোপন কোরবেন না, প্রকাশ কোরবেনই- পরিণতি যাই হোক। তিনি বোললেন- 'আমি যাচ্ছি সকলকে বোলতে।' উম্মে হানী (রা:) পেছন থেকে তাঁর কাপড় টেনে ধোরলেন, বোললেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ কোরিয়ে দিয়ে বোলছি, আপনি যদি তাদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তবে তারা আপনার কথা অস্বীকার কোরবে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরবে। আমার আশঙ্কা হয় যে তারা আপনার সাথে বেয়াদবি কোরতে পারে, এমনকি গায়েও হাত তুলতে পারে।' কিন্তু রসুলাল্লাহ ঝটকা দিয়ে তাঁর কাপড় ছাড়িয়ে নিলেন এবং কোরায়েশদেরকে পুরো ঘটনা খুলে বোললেন। তাঁর কথা শুনে কোরায়েশরা অবাক হোয়ে গেল। কাফের জুবায়ের এবনে মুতঈম বোলল, 'হে মোহাম্মদ! তোমার যদি কোন মান-সম্মানবোধ থাকতো তবে তুমি এমন অবিশ্বাস্য কথা বোলতে পারতে না।' কেউ কেউ আশ্চর্য্য হোয়ে মাথায় হাত দিয়ে বোসে পড়লো। আবার কেউ তালি বাজাতে আরম্ভ কোরলো।

মে'রাজের এই ঘটনা মো'মেনদের জন্য ছিল আল্লাহর পরীক্ষা-স্বরূপ। অনেক সাহাবী এই ঘটনা শুনে ঈমান হারিয়ে ফেলেছেন, অনেকে সন্দেহে পতিত হোয়েছেন। যারা সন্দেহে পতিত হোয়েছেন তাদের কয়েকজন রসুলাল্লাহর কথা শুনে দ্রুতবেগে আবু বকর (রা:)-এর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তারা তাঁকে বললেন, 'আপনার বন্ধুর খবর নিয়েছেন? তিনি বলেন আল্লাহ তাকে নাকি গত রাত্রে জীবরাঈল দিয়ে সাত আসমান ভেদ কোরে আল্লাহর আরশে নিয়ে গেছেন এবং আল্লাহর সাথে নাকি তার কথা হোয়েছে এবং আবার ফেরৎ এসেছেন।' আবু বকর (রা:) জিজ্ঞাসা কোরলেন, 'তিনি সত্যিই কি এই কথা বোলেছেন?' তারা বললো, 'হ্যাঁ, বোলেছেন।' আবু বকর (রা:) বোললেন, 'তিনি যদি এই কথা বোলে থাকেন তবে ঠিকই বোলেছেন।' সন্দেহে পতিত ব্যক্তিগণ বোললেন, 'আপনি কি এই ব্যাপারে তার কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে, তিনি একই রাত্রে বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়ে ভোর হওয়ার আগেই আবার ফিরে এসেছেন?' তিনি বোললেন, 'হ্যাঁ। আমি তো এর চেয়েও কঠিন বিষয়ে তাঁকে সত্য বোলে বিশ্বাস করি। তিনি আল্লাহর রসুল, তিনি মিথ্যা বোলবেন না।'[১২]

এই ঘটনার পরই রসুলাল্লাহ তাঁকে সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ) উপাধিতে ভূষিত করেন। এ সম্পর্কে রসুল নিজেই বোলেছেন, 'আমি যখনই এসলাম সম্পর্কে কাউকে কোন নির্দেশ বা উপদেশ দিয়েছি, নিঃসংশয়চিত্তে তা কেউই গ্রহণ করে নি। কিছু না কিছু দ্বিধা-সংকোচের বা সন্দেহের সাথে তারা আমার বাক্য মেনে নিয়েছে। কিন্তু একমাত্র আবু বকরকেই দেখেছি, আমার যে কোন আদেশ-নিষেধকে সে বিনা দ্বিধায়, বিনা জিজ্ঞাসায় সমগ্র অন-র দিয়ে গ্রহণ কোরেছে'। এমামুয্যামানের নিজস্ব অভিমত হোচ্ছে, সেদিন এক আবু বকর (রা:) ছাড়া সম্ভবত আর কেউ ছিল না যার মনে মে'রাজের কথা শুনে সন্দেহের ছায়াপাতও হয় নি। না হোলে শুধু এক আবু বকর 'সিদ্দিক-সত্যনিষ্ঠ' উপাধি পেলেন কেন?

প্রথম ঘটনায় রসুলাল্লাহ সত্য প্রকাশ কোরে আপাতদৃষ্টিতে নিজের ক্ষতি কোরলেন। এব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্য্যগ্রহণ হওয়ায় বহু লোকের মনে ঈমান এসে গিয়েছিল, তারা তাকে মেনে নিত। তবু রসুলাল্লাহ তা হোতে দিলেন না। এবং দ্বিতীয়টি এমন ঘটনা যা বোললে তাঁর উপর থেকে অনেক লোকের ঈমান চোলে যাওয়ার কথা, অনেকের ঈমান চোলেও গিয়েছিল। রসুলাল্লাহ কি জানতেন না এর ফল কি হবে? তার পরেও বোললেন। তিনি কি বোকা ছিলেন (নাউযুবেল্লাহ)? তাঁর চাচাতো বোন যে কথা বোললেন তা কি তিনি বোঝেন নি? তিনি কি বোঝেন নি এ কথা বোললে তাঁর কী সর্বনাশ হোতে পারে? কিন্তু তিনি

পিছ্ পা হোলেন না। কারণ সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই। তিনি এসেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সত্যের প্রকাশ ঘটানোর জন্য, সেটা যে কোন রকম সত্যই হোক।

রসুলাল্লাহর জীবনের এ দু'টি ঘটনার কারণে মাননীয় এমামুয্যামান সংশয় ও দ্বিধা কাটিয়ে স্থিরসংকল্প হোলেন যে তিনি আল্লাহর এই অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ কোরবেনই। তিনি বুঝলেন যে এই সত্য প্রকাশ কোরলে হেযবুত তওহীদের বিরোধীরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতে পারে, কারণ এমামের এই ঘোষণার মাধ্যমে অপপ্রচারকারীরা তাদের হাতে একটি শক্তিশালী অস্ত্র পেয়ে যাবে। তবু এমাম তা প্রকাশ কোরলেন এতে যে যাই বলে বোলুক বা মনে কোরুক না কেন। কারণ মো'জেজা আল্লাহ সংঘটিত কোরেছেন, এতে এমামের কোন হাত ছিল না, তিনি একথা জানতেনও না, তিনি ইচ্ছে কোরে বলেন নি, প্রত্যেকটি কথা এমামের মুখ দিয়ে আল্লাহই বোলিয়েছেন। তিন সংখ্যার এই বন্ধনী সম্পর্কে এমামুয্যামান বলেন, "বাচ্চাদের নিশ্চুপ থাকা, বাতাস বন্ধ হওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলি কেউ চাইলে অবিশ্বাসও কোরতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হলো এই সংখ্যার বাঁধনটি। একে অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। সূরা মোদাস্সেরে আল্লাহ বোললেন, কোর'আন আমার নাযেল করা, এটা যারা অবিশ্বাস কোরবে তাদের আমি এমন আগুনে নিক্ষেপ কোরব যা তাদের কোন বিরতি দেবে না। তাদের মতো এই তিন সংখ্যার বন্ধনী যারা অবিশ্বাস কোরবে তাদেরও একই অবস্থা হবে কিনা আমি জানি না। হবার কথা, কারণ এই মো'জেজাও আল্লাহই ঘটিয়েছেন। আমি নিজে এটা পারতাম না, আমার পক্ষে অসম্ভব।" প্রকৃতপক্ষেই কোন মানুষ এমন কি নবী রসুলগণও ইচ্ছা কোরলেই কোন মো'জেজা ঘটাতে পারবেন না, অর্থাৎ মো'জেজা ঘটা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ বোলেছেন, "নিদর্শন (আয়াহ) একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছাধীন"। [১৩]

এই তিন (৩) সংখ্যার মো'জেজা হোল এমামুয্যামান ও আন্দোলনের সত্যায়নের শেষ রূপ, চূড়ান- রূপ। এর পরে আর এমামুয্যামান ও আন্দোলনের সত্যায়নের কিছু বাকী নেই। যাদের হৃদয়ের চোখ অন্ধ নয় তাদের জন্যই আল্লাহ মো'জেজা ঘটান। আমরা তাদের কাছে এবং সকলের কাছে এই মো'জেজার সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি। তবে আল্লাহ যাদেরকে চোখ থাকতে অন্ধ কোরেছেন, কান থাকতে বধির কোরেছেন এবং যাদের হৃদয়ে মোহর *(Seal)* মেরেছেন তাদের কেউ বোঝাতে পারবে না,[১৪] আমরা জানি তারা অবজ্ঞা কোরবেই। তাই তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হোচ্ছে: সত্য তাদের সামনে উপস্থাপন করা গেল, এখন যার ইচ্ছা সে গ্রহণ কোরুক, যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান কোরুক। [১৫]

তথ্যসূত্র

১. আল-কোর'আন- সূরা আল এমরান ১৮৩-১৮৪

২. আল-কোর'আন- সুরা মুদাস্‌সের-২১-২৮

৩. হাদীস- আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বোখারী

৪. আল-কোর'আন- সূরা আনকাবুত ৪৭-৫১

৫. আল-কোর'আন- সূরা বাকারা ২৩, সূরা ইউনুস ৩৭-৩৮

৬. আল-কোর'আন- সূরা বনী এসরাঈল ৮৮

৭. আল-কোর'আন- সূরা নেসা ৮২

৮. আল-কোর'আন- সূরা মুদাস্‌সের-২১-২৮

৯. আল-কোর'আন- সূরা মুদাসসের ৩০

১০. *Al-Quran : the Ultimate Miracle – Ahmed Deedat, Durban, South Africa 1979* এবং আল কোর'আন দ্যা চ্যালেঞ্জ - কাজী জাহান মিয়া

১১. হাদীস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আবু মাসুদ (রা:) থেকে বোখারী

১২. সেরাত ইবনে এসহাক

১৩. আল-কোরআন - সূরা আনকাবুত - ৫০

১৪. আল কোর'আন- সূরা বাকারা ৬-৭, ১৮, ১৭১, সূরা আরাফ ১৭৯

১৫. আল কোর'আন- সূরা কাহাফ ২৯

মো'জেজার সময়ে উপস্থিত কয়েকজনের অনুভূতি

সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩১৮ জনের মধ্যে ২৭৫ জন মোজাহেদ মোজাহেদা ও ৪৩টিশিশু ছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় সকলেই পরবর্ত্তীতে তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি এমামের কাছে ব্যক্ত কোরেছেন। তারা সকলেই অনুভব কোরেছিলেন যে, শুধু এমামের ভাষণের সেই সময়টিতে অনুষ্ঠানের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম হোয়ে গিয়েছিল। হেযবুত তওহীদের মাত্র দুই জন আমীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাদের একজন হোচ্ছেন টাঙ্গাইলের তৎকালীন আমীর মো: আলমগীর হোসেন যিনি তখন এমামুয্যামানের সামনেই ছিলেন। শুরুতেই তার অনুভূতি দেওয়া হোল।

সেদিন মাগরেবের একটু আগে মসীহ ভাই যাত্রাবাড়ী থেকে উত্তরায় এমামুয্যামানের কাছে ফোন দেন। আমি ফোন রিসিভ কোরে এমামুয্যামানকে দেই। এমামুয্যামান মসীহ ভাইকে বোললেন মাগরেবের পরে ফোন দিতে। তারপর সালাহ্ হলো, এমামুয্যামান তাঁর বেডরুমে গেলে আমিও পেছন পেছন গেলাম। আম্মাজান এর আগেই যাত্রাবাড়ি চোলে গিয়েছিলেন। তিনি বোলে গেছেন, 'এমামুয্যামানের কিছু লাগলে দিও যেমন চা-নাস্তা বা ডাকলে প্রয়োজনের সময় যেন কাছে পান।' এমামুয্যামান বিছানার উপর উঠে দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে বোসলেন, হাতে তসবীহ্ ছিলো। এমন সময় মসীহ্ ভাই ফোন কোরলেন, এমামুয্যামান ফোন রিসিভ কোরে অন্যান্য দিনের মতোই মোজাহেদ মোজাহেদাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা শুরু কোরলেন। এক পর্যায়ে এমামুয্যামানের কণ্ঠস্বর একটু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কোরলাম। তাঁর কণ্ঠস্বর খুব ভারি হোয়ে গেলো, গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়ার সময় কথার সুরে যেমন গাম্ভীর্য্য আসে তেমন গম্ভীর হোয়ে গেল। এমামুয্যামানের চেহারাতেও একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখলাম। তখন সেটা নিয়ে আমি কিছুই চিন্তা কোরি নাই, কারণ এমামুয্যামান সচরাচর মোবাইলে কথা বোলেই থাকেন। এটিকেও ঐ রকমই সাধারণ আলোচনা মনে কোরেছি। পরে যখন জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্ মোবাইলে বলা ঐ কথাগুলোর সময় যাত্রাবাড়িতে মো'জেজা ঘটিয়েছেন তখন আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠলো এমামুয্যামানের কথা বলার মুহূর্ত্তগুলি।

আলমগীর হোসেন, আমীর, টাঙ্গাইল

◈

যখন মসীহ ভাই বোললেন, এখন এমামুয্যামান কথা বোলবেন তখন সবাই চারপাশ থেকে লাউডস্পিকারের দিকে জড়ো হোয়ে আসলো। ফলে খুব চাপাচাপির মধ্যে আমাকে বোসতে হোল। সামনে উবু হোয়ে বোসতে আমার খুব অসুবিধা হোচ্ছিল। কিন্তু যখন এমামুয্যামান তাঁর বক্তব্য আরম্ভ কোরলেন তখন আমি ভুলেই গেলাম যে আমি কষ্টদায়কভাবে বোসে আছি। আমার মনে হোয়েছিল আমার দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হোয়ে গিয়েছে।

মো: মোশাররফ খান, নরসিংদী।

◈

আমার পাশে যারা ছিল সবাই কথা বার্ত্তা বোলছিল, হাসি তামাশা কোরছিল, কিন্তু এমামের কথা শুরু হওয়ার সাথে সাথে সবাই দেখলাম কেমন জানি অন্যরকম মনোযোগ সহকারে কথা শুনছে। এমামের কথা বলা শুরুটা অনুভব কোরেছিলাম কিন্তু কখন যে কথা শেষ তা বুঝতেই পারি নাই। মানুষ হঠাৎ অবাক হোয়ে যেমন বসে থাকে ভাষণ চলাকালীন আমিও তেমনিভাবে বোসেছিলাম।

মো: মনিরুয্যামান মনির, মিরপুর, ঢাকা

◈

ঐ আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ আমার মনে হোল যে সবাই কেমন যেন চুপচাপ হোয়ে এমামের কথা শুনছে, কোন দিকে কারো কোন খেয়াল নেই। আমি আবার চিন্তা কোরলাম যে, আমি তো এমামুয্যামানের কথা শুনছি, তাহোলে আমার মনে আবার এই চিন্তা আসলো কেন? মনে হয় এবলিস আমাকে কথা শোনা থেকে বিরত রাখবে। এই ভেবে আমি আবার কথার ভিতরে মনোযোগ দিলাম।

মো: কামরুল হাসান, তেজগাঁও, ঢাকা

◈

যখন শুনলাম যে এমামুয্যামানের কথা শোনানো হবে তখন চিন্তা কোরলাম এত হৈ চৈ এর মধ্যে কেমন কোরে শুনব। কিন্তু আল্লাহর কি রহমত! এমামুয্যমানের কথা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই দেখলাম সবাই চুপচাপ। মনে হয় ছোট ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত কান্নাকাটি ভুলে সবাই এমামুয্যামানের কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। আমি তখনই মনে মনে উপলব্ধি

কোরলাম যে আজ আল্লাহর কোন বিশেষ রহমত আছে যে কারণে আজ এমামুয্যামানের কথাগুলো এত সুন্দরভাবে শুনতে পারছি।

জাফরানা বেগম, তেজগাঁও, ঢাকা

স্পষ্টতই এমামের সেদিনের কথা অন্যান্য দিনের চেয়ে আলাদা ধরণের ছিল। এমাম যখন কথা বোলছিলেন ৩০/৪০ টি শিশু থাকা সত্ত্বেও তারা বিন্দুমাত্র হল্লা, কান্নাকাটি করে নি। শুধুমাত্রই এমামের কথাগুলো আমাদের কর্ণমূলে পৌঁছাচ্ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল মোবাইল ফোনে এমামের কথাগুলো রেকর্ড করা। আমি লাউডস্পিকারের কাছে মোবাইল অন কোরে বোসেছিলাম। ফোনটিতে সর্বোচ্চ ৫ মিনিট রেকর্ড হয়। বেশী কোরতে চাইলে আবার অপশন থেকে চালু কোরতে হয়। আমার ইচ্ছা ছিল ৫ মিনিটের আগেই সতর্ক থেকে ঠিক ৫ মিনিটের মাথায় আবার চালু কোরব। কিন্তু আমি এমামের কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হোয়ে গিয়েছিলাম। পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হোয়ে গেলেও আমার সেদিকে খেয়াল ছিল না।

মো: আতাহার হোসেন, শ্যামপুর, ঢাকা।

যখন এমামের কথা শুরু হোল তখন থেকে আমি কোথায় ছিলাম আমি জানি না। আমি মোটেই ভাবতে পারছিলাম না যে তিনি মোবাইলে কথা বোলছেন। মনে হল সেখানে আমি ছাড়া আর কেউ নেই, আর এমামুয্যামান স্বয়ং আমার সামনে বোসে কথা বোলছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমার মনে দাগ কাটলো।

ইশরাত জাহান রীপা, যাত্রাবাড়ী

বিকালের কনকনে ঠাণ্ডায় ছাদের উপরে একজন আরেকজনের গা ঘেষাঘেষি কোরে বোসে অনুষ্ঠান দেখছিলাম। সন্ধ্যার দিকে ঢাকার আমীর ঘোষণা দিলেন, এখন এমামুয্যামান সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবেন। আমরা সবাই ঠিক ঠাক হোয়ে বোসলাম। এমাম সুন্দর, আন্তরিক ও একটু অদ্ভুত বলিষ্ঠ মধুর কণ্ঠে বোলতে শুরু কোরলেন। আমরা তাঁর কথা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। কথা শুনতে শুনতে আমি অবাক হোয়ে গেলাম যে আমি তো সবসময় এমামের সাথেই থাকি। অথচ এখন মনে হোচ্ছে অন্য সবার মত আমিও যেন অনেকদিন পর এমামের কথা শুনছি। তিনি যেন আমাদের থেকে অনেক দূরে কোথাও

থাকেন। এমাম কথা বোলে যাচ্ছেন, আর একটা আশ্চর্য্য গম্ভীর শব্দহীন বিশেষ পরিবেশের সৃষ্টি হোল। এমামের প্রত্যেকটি কথা মনে হোচ্ছিল আমাদের জন্য নতুন দিক নির্দেশনার ঘোষণা। চারিদিকে মনে হোচ্ছিল একটা বিশেষ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ কোরছে। যুদ্ধের সময় সাইরেন বাজলে মানুষ যেমন দৌঁড়ে ট্রেঞ্চ (মাটির গর্ত্তবিশেষ) এর ভিতরে ঢুকে চুপ কোরে বোসে বোম ফাটার শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া কোরে অপেক্ষা কোরতে থাকে, আমরাও যেন তেমনিভাবে দম বন্ধ কোরে এমামের কথা শুনছিলাম। চারিদিকে ছিল পিনপতন নিস্তব্ধতা। মনে হোচ্ছিল আমি যেন পানির নিচে একা বোসে এমামের কথা শুনছি। কথা শুনতে শুনতে আমি চোখ মেলে চারিদিকে লক্ষ্য কোরলাম। দেখলাম সবাই কাঠের মূর্ত্তির মত বসে এমামুয্যামানের কথা শুনছে। মনে হোল আমরা সবাই যেন সমুদ্রের মাঝে একটি জাহাজের ডেকে বোসে আছি। এক সময় এমামের কথা শেষ হোয়ে গেল। তখন মনে হোল এমামুয্যামান আজকে এত কম কথা বোললেন কেন। মাত্র দুই মিনিটে তাঁর কথা শুরু হোয়েই যেন শেষ হোয়ে গেল।

খাদিজা খাতুন, উত্তরা।

আমি সেদিন মিটিং ভিডিও করার দায়িত্বে ছিলাম, তাই মিটিং এর পরিবেশ আমি খুব ভালো কোরে দেখেছি। এমামুয্যামানের বক্তব্য শুরু হোলে সকলে এত মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনছিলেন যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এমামুয্যামানের এমন চেনা কিন্তু অচেনা কণ্ঠ আমি আর কখনও শুনেছি বোলে মনে পড়ে না। তারপর থেকে আজও এমামের সেই কণ্ঠস্বর আমি আর শুনি নি।

হাফেজুর রহমান, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

অনুষ্ঠানে যাবার সময় আমি, আমার মা ও বড় বোন একটি গাড়ির ধাক্কা খেয়ে রিক্সা থেকে পড়ে খুব ব্যথা পাই। আমি খুব কান্নাকাটি কোরছিলাম আর মাকে বোলছিলাম বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য। এমামের ভাষণের পূর্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি ব্যথা অনুভব কোরি। আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলাম তিনি যেন এমামের কথা চলাকালীন সময়ে আমাকে ব্যথা সহ্য করার তওফিক দেন। সত্যিই যখন এমামের ভাষণ চোলছিল ততক্ষণ আমি এমামের কথা ছাড়া আর কোন কিছুই অনুভব কোরতে পারছিলাম না।

শাহিদা ইয়াসমীন পিংকী, তেজগাঁও, ঢাকা

◈

যখন এমামুয্যামানের কথা আরম্ভ হোল তখন পরিবেশ ছিল একদম শান্ত। আরো মজার ব্যাপার হোল এমামের কথাটা আমার মনে হয় সবার কাছে সমভাবে শোনা গেছে। মনে হোচ্ছিল কোন জায়গায় শুধু আমরা বসে আছি, আর এমাম কথা বোলছিলেন। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ ছিল সেটা, আর সেখানে সবাই ছিল শৃংখলিত। মনে হোচ্ছিল ঠাণ্ডা যেন মোজাহেদদেরকে স্পর্শই করে নি।

মো: ইয়াসীন, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

◈

এমামের বক্তব্য শুরু করার আগে বাইরের শব্দ এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভাই বোনদের কথার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এমাম যখন কথা বলা শুরু কোরলেন তখন পরিবেশে এমন এক নিস্তব্ধতা সৃষ্টি হোল যে, আমি একাগ্র হোয়ে শুনতে লাগলাম তাঁর কথা। এমনকি আমি ভুলে গেলাম আমার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। প্যান্ডেলের একপাশে আমি বোসেছিলাম। এমামের বক্তব্য শুরু করার আগে সেখানে আমরা সবাই প্রচণ্ড শীতে কাঁপছিলাম। ঠাণ্ডা বাতাসে বইছিল। আমি আমার মেয়ের চাদর নিয়ে টানাটানি কোরছিলাম। কিন্তু এমামের ভাষণের সময়টুকু আমার একটুও শীত লাগে নাই। ঐ অনুষ্ঠানে যত বাচ্চা ও শিশু ছিল তারা এমামের বক্তব্য শোনার ক্ষেত্রে আমাদের কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নাই।

রোম্মানা খানম কণিকা, সূত্রাপুর, ঢাকা।

◈

আমরা অনেকেই অন্য ভাইদের বক্তব্য ভালোভাবে শুনতে না পারলেও এমামের বক্তব্যের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তেই সবাই একাগ্র হোয়ে গেলাম। এমামের কথাগুলো এত স্পষ্টভাবে শুনছিলাম যা সামনে থেকেও ঐ রকম খুব কম হয়। নীরবতা ছিল একেবারে পিনপতন। এমামের মুখের প্রতিটি শব্দ যেন কানে ভেসে আসছিল। আমরা খুব মনোযোগ সহকারে কথা শুনছিলাম, দুনিয়ার চারপাশ নিয়ে কোন ভাবনা তখন আমাদের স্পর্শ করে নি। কেমন যেন একটা থমথমে, নীরব, গম্ভীর পরিবেশ আল্লাহ সৃষ্টি কোরে দিয়েছিলেন। পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক সময় কুয়াশা আমাদেরকে যেমন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে, তখন আর কিছু দেখা যায় না, তেমনি এমামের বক্তব্য চলাকালীন একটি পর্দা এসে যেন আমাদেরকে আচ্ছাদিত কোরে ফেলল। তখন বাইরের আর কোন কিছুই আমাদের কাছে আসতে পারছিল না। এমামের কথা আমার আত্মার ভিতরে গেঁথে গেল, যেভাবে হঠাৎ কোন কোন সুর

মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে যায়। আমার কোলে আমার ভাগ্নে বোসে ছিল যে খুবই দুষ্টু। ভাষণ শুরুর আগে তাকে ইশারা দিয়ে চুপ থাকতে বোললে সে পুরো সময়টা চুপ কোরে থাকে।

মো: সাইফুর রহমান, শ্যামপুর, ঢাকা।

আমার মনে হোয়েছিল- এমামের বক্তব্য যেন শুরু হোয়েই শেষ হোয়ে গেল। এমাম কথা বোলছিলেন আর আমি মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি আরো বোলুন। এছাড়া এমামের বক্তব্য চলাকালীন সময়ে আমি যে কোথায় ছিলাম তা আমার মনে নেই। শুধু এটুকু বোলতে পারি আমি এমামের বক্তব্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে হোল যেন কোনদিনই এমামের মুখ থেকে এমন আলোচনা শুনি নাই। এমাম এ বক্তব্যে কতগুলো কথা যেমন খুব দৃঢ়তার সাথে বোলেছেন তেমনি কতগুলো কথা এমন আবেগজড়িত কণ্ঠে বোলেছেন যা আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর পরই আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরি এই বক্তব্য আমি সবাইকে শোনানোর ব্যবস্থা কোরব। এ পর্য্যন্ত আমি ৭/৮বার এ বক্তব্যটি শুনেছি। কিন্তু যতবারই আমি শুনেছি ততবারই আমার কাছে নতুন মনে হোয়েছে এবং এ বক্তব্য শুনে আমার তৃষ্ণা যেন মেটে না।

মসীহ উর রহমান, ঢাকা মহানগরী

সেদিন আবহাওয়া খুব একটা ভালো ছিল না। বোনেরা যেদিকে বোসেছিলেন সেদিকে কনকনে শীতল বাতাস বইছিল। তাই সেলিম ভাই বোলেছিলেন বোনদেরকে ভাইদের স্থানে আনা হোক এবং ভাইদেরকে বোনদের স্থানে নেওয়া হোক। কিন্তু বোনেরা যেতে আপত্তি কোরলেন। পাশেই দুটো মাইক বাজছিল, কখন যেন সে দু'টো বন্ধ হোয়ে গেল। এমামুয্ যামান যখন আলোচনা করেন তখন বাইরের আওয়াজ, শৈত্যপ্রবাহ বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল, সভাস্থলে কোন 'টু' শব্দও হয় নি। শিশুরা ঐ সময় যে ওখানে ছিল তা মনেও হয় নি। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে এমামুয্যামান যে ভাষণ দিয়েছিলেন এমন স্পষ্ট ভাষণ এবং নীরবতা অন্য কোন ভাষণের সময় দেখি নি।

মো: মোবারক আলী, শ্যামপুর, ঢাকা।

◈

এমামুয্যামানের মোবাইলে বক্তব্য গতকালও (জেলা আমীর মিটিং-১/২/০৮) শুনেছি। কিন্তু আজকের বক্তব্য অনন্য ও স্বতন্ত্র মনে হোয়েছে। একদিক দিয়ে নির্দেশনামূলক বক্তব্য, আশ্বাসবাণীতে পূর্ণ যা আমাকে অভিভূত কোরেছে, আলোড়িত কোরেছে। বক্তব্যের আগে আমি বাইরে দু'টি লাউডস্পিকারের আওয়াজ শুনেছি। একটি কোন হকারের ভ্যান থেকে আরেকটি পার্শ্ববর্ত্তী মসজিদ থেকে। আমি মসজিদের আওয়াজটা নিয়ে একটু চিন্তিত ছিলাম যে মোল্লারা তো আমাদের মিটিংটা পণ্ড কোরবে। কিন্তু যখন এমামের বক্তব্য আরম্ভ হোল, সেদিকে আমার মনোযোগ খুব বেশি নিবিষ্ট হোয়ে গেল। তখন বাইরের কোন আওয়াজ বা অন্য কোন চিন্তা আমার মনে আসে নি।

মো: হারিসুর রহমান, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

◈

মনে হোয়েছিল হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের অতি শীঘ্রই কি যেন একটা ঘোটতে যাচ্ছে। আর কী নীরব একটা পরিবেশ, দুনিয়ায় এক এমামুয্যামানের আলোচনা ছাড়া যেন আর কিছুই নেই।

মো: মাকসুদুর রহমান, শ্যামপুর, ঢাকা।

◈

এমামের ভাষণের সময়টুকু শুধু ভাষণের মধ্যেই মন নিবিষ্ট ছিল। পৃথিবীর অন্য কিছুর দিকে খেয়াল বা চিন্তা ছিল না তবে আমার পাশে একটি বাচ্চা ছিল, শুধু তার দিকে একবার নজর পড়েছিল যে সে কোন চেঁচামেচি করে কিনা, কারণ ভাষণের আগে সে খুব চেঁচামেচি কোরেছিল। কিন্তু ভাষণের মধ্যে তাকে দেখলাম সে খুব শান্ত হোয়ে বোসে আছে। চারপাশের নীরবতা তৎক্ষণাৎ আমার কাছে একটু অলৌকিক মনে হোলেও এটা যে আল্লাহর মো'জেজা তা আমি বুঝতে পারি নাই।

মো: শহীদুল এসলাম, তেজগাঁও, ঢাকা

◈

আমি জুতার দায়িত্বে ছিলাম। একটু বাইরের দিকে থাকার কারণে প্রোগ্রামের অন্যান্যদের বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হোচ্ছিল। এমামের কথা আরম্ভ হোতেই আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা কোরলাম এবং এমন মনোযোগ আসলো যে মনে হোল আমরা কয়েকজন

একটা বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। চারপাশে শুকনো পাতা বিছিয়ে আছে। একটুও নড়া যাবে না, নড়লেই পাতার শব্দ হবে। আরো মনে হোল এমামুয্যামানের আলোচনা শুরুর সাথে সাথেই আল্লাহ ঐ জায়গাটিকে যেন একেবারে স্থির কোরে দিলেন।

মো: এমরান হোসেন, তেজগাঁও, ঢাকা

আমি বাচ্চাদের দায়িত্বে ছিলাম। একটা চেয়ারের অধিকার নিয়ে বাচ্চাগুলো খুবই গোলমাল কোরছিল। আমার হাতে একটা লাঠি ছিল, আমি সেটা দিয়ে তাদেরকে ভয় দেখিয়ে রাখছিলাম। যখন শুনলাম এখন এমাম কথা বোলবেন তখন আমি ভাবলাম-এখন আমি কি কোরি? এমাম যখন কথা বলা শুরু কোরলেন তখন দেখলাম একটা বাচ্চাও আমার আশে পাশে নেই। আমি সামনে এগিয়ে বোসলাম। বক্তব্য চলাকালীন আমার হুঁশ ছিল না আমি কোথায় ছিলাম। বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে দেখি সবগুলো বাচ্চা আমার চারপাশ দিয়ে বোবার মত বোসে আছে।

মো: আব্দুর রশিদ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

ঐ দিন আমি অসুস্থ ছিলাম। আমার পাশে দুই বোন বোসেছিল। তাদের বাচ্চারা খুব গণ্ডগোল কোরছিল। এমামের কথা শুরু হোতেই তখন এত নীরব পরিবেশ হোল যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এমামের কথা শোনার সময় আমি কেমন ছিলাম আমি বোলতে পারবো না, আমার অবস্থান আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমার অসুস্থতার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম।

তানজিলা আক্তার, শ্যামপুর, ঢাকা।

এমাম যখন কথা শুরু কোরলেন তখন সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছেন, আমি নিজেও শুনছি। আমার বাচ্চাটি তখন খুবই শান্ত ছিল এবং এমামের কথার সময় সব শিশুই চুপ হোয়ে ছিল, এটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে।

আখলিমা বেগম, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

◈

প্রোগ্রামের সব ভাই বোন ও বাচ্চারা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছিল। আমার আশেপাশে দুই তিনটি বাচ্চা ছিল। এত সুন্দর পরিবেশ ও শৃংখলা ছিল যে আমার মনে হোয়েছিল যে দুই তিনটি বাচ্চা ছাড়া আর কোন বাচ্চাই ছিল না। পরে দেখি যে বাচ্চাদের খাবার আগে দিচ্ছে তখন দেখি অনেক প্লেট। পরে শুনলাম প্রায় ৪৩ জনের মত বাচ্চা ছিল প্রোগ্রামে। আমি অবাক হোলাম কারণ ২/৩ টা বাচ্চা থাকলেই কথা শোনা কষ্টকর হোয়ে যায়।

নুরজাহান বেগম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

◈

এত স্পষ্টভাবে এমামের কথা আগে কোন দিন শুনি নাই। স্থান কাল ভুলে গিয়েছিলাম। আমার পাশে হুদাভাই বোসেছিলেন। তার খুব অল্প বয়স থেকে অভ্যাস হোল তিনি প্রায় সব সময় ডানে বামে দুলতে থাকেন। তাকে ধোরে রেখেও দোলাদুলি থামানো যায় না। সেদিন মিটিং-এর মধ্যেও তিনি দোলাদুলি কোরছিলেন। যেহেতু আমরা সবাই সবার গা ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ হোয়ে বোসেছিলাম, তাই তার দোলাদুলির দিকে আমার মন চোলে যাচ্ছিল। আমি কয়েকবার তাকে ধোরে থামিয়েছি পর্যন্ত। কিন্তু এমামের ভাষণ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে শেষ অবধি তিনি দুলেছেন কি না আমার মনে নেই। খুব সম্ভবত দোলেন নাই, দুললে খেয়াল না কোরে উপায় ছিল না।

হুমায়ূন কবীর, আমীর, চট্টগ্রাম।

◈

এমামের ভাষণটি এতই প্রাণবন্ত ও দিকনির্দেশনামূলক ছিল যে এর আগে আমি এমামের মুখ থেকে এ রকম ভাষণ শুনি নি। অথচ ভাষণটি এমামুয্যামান আগে থেকে প্রস্তুত করেন নি, তৎক্ষণাৎ যা মনে এসেছে তাই বোলেছেন।

জাকারীয়া হাবীব, হাজারীবাগ, ঢাকা

◈

এমামের কথা শুরু করার আগে দীর্ঘ মিটিং-এর কারণে খুব অস্থির লাগছিল। কিন্তু এমামের আলোচনার পর মনে হোল যেন গভীর ঘুম থেকে একেবারে সতেজভাবে জেগে উঠলাম। আর মনে হোল খুব অল্প সময় এমাম কথা বোললেন।

মাহবুব আলম মাহফুজ, মিরপুর, ঢাকা।

◈

এমামের কথাগুলো শোনার সময় আমার মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে গিয়েছিল, আমার মনে হোচ্ছিল আমি যেন ঘুমিয়ে গেছি, কিন্তু সব কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছি।

মো: একবাল হাসান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

◈

আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল, খুব শীতও লাগছিল। এমনি সময়ে আমার মিটিং-এ মনোযোগ খুব কম থাকে। কিন্তু এমামের আলোচনার সময় আমার মনে হোল আমি যেন একাই সেখানে ছিলাম, আমার কোন শীতও লাগছিল না, ক্ষুধাও লাগছিল না।

রেহানা সুলতানা পপি, মিরপুর, ঢাকা।

◈

আমি বাম কানে কম শুনি, তাই এমামের কথা শোনার জন্য আমি বাড়তি মনোযোগ দিতে চেষ্টা কোরলাম। তৎক্ষণাৎ মনে হোল আমার কান ভালো হোয়ে গেছে, আমি তাঁর কথা সব স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি। আমার আশে পাশে কি ছিল কিছুই মনে নেই।

মো: ফয়সল আহমেদ, সূত্রাপুর, ঢাকা।

◈

আগে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ কোরতাম, তখন থেকে কানে একটু কম শুনি। এমামের আলোচনার ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে আমার মনে হোল আমার পাশে যে সাউন্ড বক্সটা ছিল সেটা জীবন্ত হোয়ে উঠেছে এবং তার সর্বশক্তিতে সে শব্দ বের কোরছে।

তায়েক আহমেদ, মতিঝিল, ঢাকা।

◈

শুরু থেকেই ঠাণ্ডা বাতাস লাগছিল। মিটিংস্থলের দুই পাশ থেকে দু'টি মাইকের শব্দ আসছিল, একটি মসজিদের ওয়াজের, অন্যটি গানের। এমামের ভাষণ শুরু হওয়ার পর ঐ শব্দ দু'টি আর কানে আসে নি। আমার আশে পাশে কেউ ছিল না বোলে মনে হোল।

আসমা আক্তার, উত্তরা, ঢাকা।

◈

দীর্ঘ সময় মিটিং হোলে শেষের দিকে আমার খুব অস্থির লাগে। এজন্য আমি বাইরে চোলে এসেছিলাম। এমামের কথা শুরু হওয়ার সাথে সাথে আমার মনোযোগ আসল এবং মনে হোল এমামের কথা আমি দেখছিলাম। মাঝখানে একবার অল্প সময়ের জন্য তাকিয়েছিলাম, দেখলাম সবাই যেন পাথরের মত নিশ্চল বোসে আছে। আবার কখন আমার চোখ বন্ধ হোয়ে গেল টের পাই নি।

শাহীন মাহমুদ, উত্তরা, ঢাকা

◈

ঘোষণা শোনার সময় বাচ্চারা চেঁচামেচি কোরছিল, খুব বিরক্ত লাগছিল। কিন্তু এমামের বক্তব্য যখন আরম্ভ হোল তখন আর তাদের আওয়াজ কানে আসে নি। কথাগুলো অতি স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হোল এমামের কথাগুলো শুরু হোয়েই শেষ হোয়ে গেল। এমাম যখন বোললেন, আল্লাহর নসর বেশী দেরি নাই মনে হয়, তখন আমি কাঁদছিলাম, কিন্তু কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিলাম।

জাহাঙ্গীর হোসেন শিপলু, তেজগাঁও, ঢাকা।

◈

বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিলাম আমি। যখন শুনলাম এমাম কথা বোলবেন তখন ভাবলাম বাইরের মাইকের আওয়াজ ও বাচ্চাদের চেঁচামেচির মধ্যে এমামের কথা কিভাবে শুনবো। কিন্তু যখন এমাম কথা বোললেন, পুরো পরিবেশটা কেমন নিশ্চুপ হোয়ে গেল, একেবারে পিনপতন নীরবতা আমাদেরকে ঘিরে রাখলো। সে সময় আমি কোথায় ছিলাম আমার মনে নেই।

মো: কফিল উদ্দিন, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

◈

আমি মিটিং-এর পেছন দিকে বোসেছিলাম। এমাম মোবাইলে কথা বোলবেন শুনে আমার রেকর্ডারটা হাতে নিয়ে সাউন্ডবক্সের কাছে গিয়ে বোসলাম। এমামের কথাগুলো রেকর্ড কোরলাম ঠিকই কিন্তু আমি নিজে কোথায় ছিলাম আমি জানি না। আমার মনে হোল এমাম খুব অল্প সময় কথা বোলেছেন, কিন্তু রেকর্ডারে দেখলাম তিনি ১০ মিনিটের বেশী সময় কথা বোলেছেন। এতে আমি খুব অবাক হোয়ে গিয়েছিলাম।

মো: দিয়াউল হক, উত্তরা, ঢাকা।

◈

সবার ঠাণ্ডা লাগলেও আমার খুব গরম লাগছিল। আমি গরম জামাটি খুলে ফেলেছিলাম। এমাম যখন কথা বোলতে শুরু কোরলেন তখন আমার ঠাণ্ডা গরমের আর কোন অনুভূতি থাকলো না। আমার মনে হোচ্ছিল, এমামের প্রতিটি কথা আমার বুকে গিয়ে লাগছে।

মো: শফিকুল আলম উকবাহ, মতিঝিল, ঢাকা।

◈

চল্লিশ দিন পরে এমামের আলোচনা শুনতে পাবো ভেবে ডায়েরি ও কলম হাতে খুব আগ্রহ নিয়ে বোসেছিলাম। এমাম যখন কথা বোলতে শুরু কোরলেন, তখন আমার মনে হোল শুধু আমি আর এমামুয্যামান একটি বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে আছি। তিনি যা বোলছেন আমি একমনে তাই লিখে যাচ্ছি।

আব্দুর রাকীব, উত্তরা, ঢাকা।

◈

প্যান্ডেলের বাইরে ছিলাম বলে খুব শীত লাগছিল। কিন্তু এমামের আলোচনার সময় কোন শীত লাগে নাই। সে সময় আমার মনে হোল আমি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম, আলোচনা শেষে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসলাম।

মো: নিজাম উদ্দিন, মতিঝিল, ঢাকা

◈

আমি এমামের বাসাতেই থাকি, সারাদিনই তাঁর সান্নিধ্য পাই। কিন্তু সেদিন মনে হোচ্ছিল যেন বহুদিন পরে এমামের কথা শুনছি। তাঁর কথাগুলি আমার আত্মায় সরাসরি গেঁথে যাচ্ছিল।

মো: এদ্রীস মিয়া, উত্তরা, ঢাকা।

◈

আগের দিন বালাগ বন্ধের ঘোষণা শোনার পর থেকে আমার খুব মনে হোচ্ছিল, আমাদের আন্দোলনে কিছু একটা ঘোটতে যাচ্ছে, আন্দোলন একটি নতুন দিকে মোড় নেবে, কিন্তু কিছুই অনুমান কোরতে পারছিলাম না। আজ এমাম তাঁর ভাষণে সেটাই বোলবেন মনে

কোরে ভিতরে ভিতরে তীব্র উত্তেজনা বোধ কোরছিলাম। এমাম যখন কথা বোলতে আরম্ভ কোরলেন তখন আমি চোখ বন্ধ কোরলাম। এমামের কথাগুলো আমি শুধু কান দিয়ে নয়, যেন সমস্ত শরীর দিয়ে শুনছিলাম। কথাগুলি আমাকে চিন্তা কোরে বুঝতে হয় নি, শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কথা আমার ঈমানের মধ্যে গেঁথে যেতে লাগলো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম তিনি যা বোলছেন তাই সত্য হবে, তিনি আমাদের জন্য যে দোয়াই কোরছেন, তাই আল্লাহর দরবারে সাথে সাথে কবুল হোয়ে যাচ্ছে। এমামের দোয়া পেয়ে মনে হোল আমার আর চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই, আমি পূর্ণ হোয়ে গেছি। লাউড স্পিকার এত চমৎকার সাউন্ড দিচ্ছিল যে ভাবলাম এর আগে সবাই অন্য কোন লাউড স্পিকারে কথা বোলেছেন, আর এটা শুধু এমামুয্যামানের জন্যই আনা হোয়েছে। ভাষণের মধ্যেই আমি একবার চোখ খুলে আশ্চর্য্য সেই লাউড স্পিকারটা দেখে নিলাম। দেখলাম দিয়াউল হক সেটার সামনে রেকর্ডার ধোরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। আমার আশে পাশে কারা বোসে ছিল আমার মনে পড়ে না। এমামের কণ্ঠ ছিল খুবই গম্ভীর, ভারাক্রান্ত এবং আমাদের প্রতি সাংঘাতিক স্নেহসিক্ত।

মো: রিয়াদুল হাসান, মতিঝিল, ঢাকা।

বাইরের লাউড স্পিকারের আওয়াজ সরাসরি যেন আমার দিকেই আসছিল, ফলে আমি মনে মনে ভাবছিলাম কিভাবে শুনব এমামের কথা। এমামের কথা যখন আরম্ভ হোল তখন বাইরের কোন আওয়াজই আর আমার কানে আসে নি। তিনি যখন নসরের কথা বোললেন আমার কেন জানি মনে হোল আমাদের এমামকে আর বেশী দিন আমরা এখনের মত কাছে পাবো না।

মো: মোকসেদ আলী, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

এমামের আলোচনা শুরু হোতেই জ্বলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিলে যেমন সব আগুন নিভে যায় তেমনি মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারদিকের সব হৈ চৈ হট্টগোল বন্ধ হোয়ে গেল। আলোচনা যেন শুরু হোয়েই শেষ হোয়ে গেল। সে সময়টাতে আমি কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম।

মো: জামিল হোসেন, তেজগাঁও, ঢাকা।

◈

আমার মনে হোচ্ছিল আমরা যুদ্ধরত সৈনিক, একটা বড় খন্দকের মধ্যে বসে আছি। রেডিও মারফতে আমাদের করণীয় কি সে ব্যাপারে নির্দেশনা আসছে আমাদের কেন্দ্রীয় কমান্ড (বেস) থেকে। আমরা যেন প্রত্যেকটি সৈনিক এমন মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি আদেশ শুনছি, এতে আমাদের চিত্তপ্রশান্তিদায়ক কথা এবং ভবিষ্যতে আমরা কি কোরব ইত্যাদি ব্যাপারে একটা একটা কোরে দিক-নির্দেশনা আসছে, সেগুলো আমরা আত্মার মধ্যে গেঁথে নিচ্ছি। সবাই আমরা এতটাই সতর্ক ছিলাম যেন এমামের উচ্চারিত একটা শব্দ পর্য্যন্তও আমাদের মনোযোগের বাইরে না যেতে পারে। বক্তব্য এত সংক্ষিপ্ত হোল যে মনে হোল যেন কথা শুরু হোয়েই শেষ হোয়ে গেল। খুব আফসোস লাগলো। তবে কে কি কোরছে, বাতাস কি চোলছে বা বন্ধ হোয়েছ, কোথাও শব্দ হোচ্ছে কি হোচ্ছে না, শীত লাগছে না গরম লাগছে এসব কোন দিকেই আমার কোন খেয়াল ছিল না। বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পাশে বসা অন্য ভাইদের সাথে এক শব্দের মাধ্যমে আমার অনুভূতি প্রকাশ কোরলাম, "আজ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি এশ্‌তেহার ঘোষণা করা হোল।"

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, মতিঝিল, ঢাকা।

◈

আমার বাচ্চা খুব বিরক্ত কোরছিল। এমাম কথা বোলবেন শুনে আমি তাকে কোনরকমে চাপ দিয়ে বসালাম। আলোচনা চলাকালীন সময়ে আমি কোথায় ছিলাম মনে নেই, শুধু আলোচনা শেষে দেখলাম- মেয়ে আমার কাছে নেই, কখন যেন উঠে চোলে গেছে।

আব্দুল হক বাবুল, মিরপুর, ঢাকা।

◈

মো'জেজার দিন দুপুর ১২টার সময় ঢাকার আমীর আমাকে ফোনে জানালেন আজ যাত্রাবাড়ী লাউড সিপকারের ব্যবস্থা কোরতে হবে। তখন আমি জানি না আজ এমামুয্‌যামান কথা বোলবেন। তাড়াহুড়া কোরে যন্ত্রপাতিসহ যাত্রাবাড়ী পৌঁছতে আমার প্রায় ৩টা বেজে যায়। এরই মধ্যে প্রোগ্রাম শুরু হোয়ে যায়। একদিকে প্রোগ্রাম চলেছিল অন্যদিকে আমি সাউন্ড সিস্টেম ঠিক করা সহ অন্যান্য কাজ শুরু কোরি। হঠাৎ কোরে প্রোগ্রাম হওয়ায় সাউন্ড সিস্টেম চেক করার কোন সুযোগ পাই নি, তাই সাউন্ড খুবই খারাপ হোচ্ছিল। মাঝে-মধ্যেই সাউন্ড সিস্টেম থেকে বিভিন্ন ধরনের বাজে শব্দ *(Noise)* হোচ্ছিল। কিন্তু যখন

এমামুযমযামান কথা শুরু কোরলেন তখন তাঁর কথা এত সপষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম যে সামনে থেকেও কোনদিন এত সপষ্ট শুনি নি। আমি ঢাকার আমীরকে ইশারায় জিজ্ঞেস কোরলাম, সাউন্ড কেমন হোচ্ছে? উনি ইশারায় বোঝালেন যে দারুণ হোয়েছে। তখন মনে কোরেছিলাম এটা আমার কৃতিত্ব, আমি খুব ভালো এ্যাডজাস্ট কোরেছি। দুই দিন পর জানতে পারলাম ঐদিন মো'জেজা সংঘটিত হোয়েছিল। তখন বুঝলাম আল্লাহর মো'জেজার জন্যই এত নিখুঁত সাউন্ড হোয়েছিল। ঐদিন যে সাউন্ড আমরা পেয়েছিলাম তা যে এডজাস্টমেন্টের গুণে হয় নি তা হাড়েহাড়ে টের পেলাম পরের প্রোগ্রামে, কারণ ঐ যন্ত্রপাতিগুলোর অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে সেগুলো আর কোনই কাজে লাগানো যায় নি, নতুন সাউন্ড সিস্টেম কিনতে হোয়েছিল।

সানাউল্লাহ নুরী, তেজগাঁও, ঢাকা
(সাউন্ড সিস্টেম এর দায়িত্বশীল)

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া, যে অনুষ্ঠানে মো'জেজা ঘোটেছিল সেই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার গায়ে একটি মাত্র জামা পরা ছিল। জামার ভেতরে গেঞ্জি বা জামার উপরে চাদর ছিল না, তাই আমার খুব শীত কোরছিল। আমি প্যান্ডেলের ভিতরে জায়গা পাই নি, বাইরে খোলা ছাদের এক পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হোচ্ছিল, চতুর্দিকে মাইকের শব্দ হোচ্ছিল, জোর বাতাসে প্যান্ডেলের কাপড়গুলো ঝাপটা দিচ্ছিল। অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত বাচ্চারা খুব কান্নাকাটি কোরছিল। কিন্তু মাননীয় এমামুয্যামান যখন ভাষণ শুরু কোরলেন তখন আমার কাছে আর শীত অনুভব হয় নি। বাইরের মাইকের শব্দ আর পাওয়া যায় নি। বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনি নি। এমামুয্যামানের কথা এত স্পষ্ট কোরে এর আগে কখনো শুনতে পাই নি।

মোহাম্মদ আবদুল ওহাব খান (৬৫)
তেজগাঁও, ঢাকা।

মো'জেজা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন আমি বিকেলের দিকে নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হোলাম। অনুষ্ঠান শুরু হোলে চাঁদপুর জেলা কারাগার থেকে জামিনপ্রাপ্ত ভাইয়েরা তাদের কারাগারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কোরছিলেন। কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম খুবই খারাপ ছিল, যার জন্য কথাগুলি ভালমত বোঝা যাচ্ছিল না। সাউন্ড সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা সানাউল্লাহ নুরী ভাইয়ের উপর

আমার ভীষণ রাগ হোচ্ছিল। আমি শীতের জন্য চাদর বা ঐ জাতীয় কিছু নিয়ে যাই নি যার জন্য বেশ ঠাণ্ডাও লাগছিল। মাননীয় এমামুয্যামান ভাষণ দিবেন। তাঁর ভাষণ ভালভাবে শোনার জন্য শীত কম লাগে এরকম একটা জায়গাতে গিয়ে বোসলাম। ভাষণ শুরুর আগে নতুন কোন বিষয় থাকলে নোট করার জন্য কাগজ-কলম হাতে নিলাম। ভাষণ শুরু হোলে আমি মাথা নিচু কোরে কাগজ-কলম হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ভাষণ শুনছি, আমার অন্য কোন দিকে কোন কিছুই খেয়াল নেই। ভাষণে তেমন নতুনত্ব কিছুই ছিল না শুধু মাত্র তলোয়ারের উদাহরণ ছাড়া। এর কারণ, হেযবুত তওহীদ যে হক্, এর এমাম যে হক্, হেযবুত তওহীদ দিয়েই সমস্ত বিশ্বে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হবে, এ বিশ্বাস আমার আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আমার সুস্পষ্ট মনে আছে আবহাওয়াটা এমন সুন্দর লেগেছিল যেমন কাশ্মীরে একবার বেড়াতে যেয়ে আমার ঐ রকম আবহাওয়ার কথা মনে আছে যা বর্ণনা করা খুবই মুশকিল। পরে আরো ভেবে দেখেছি, বাইরের দুইটি লাউড স্পিকারের শব্দ আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, ভাষণের সময় ঐ লাউড স্পিকার দু'টির কোন শব্দই শুনি নি। আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার, আমাদের লাউড স্পিকার যেটা এমামের ভাষণের আগে খুবই বাজে এবং গর গর শব্দ কোরছিল, কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না, সেটাও কেমন কোরে এত সুন্দর হোয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। এমামুয্যামানের ভাষণ সবাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলেন। মো'জেজা হোয়েছে শোনার পর আমার নিজস্ব মূল্যায়ন এই যে, এটাই (মো'জেজা) শুধু বাকি ছিল। কেননা আমাদের এমামুয্যামান নবী বা রাসুল নন, তাঁর উপরে কোন কেতাবও আসে নি। তাহোলে কিসের উপর ভিত্তি কোরে তিনি বোলবেন যে, এটা হক্ বা সত্য। এই সত্যায়নের জন্যই মো'জেজার প্রয়োজন ছিল, যা মহান আল্লাহ পাক তাঁর অসীম কৃপায় সংঘটন কোরেছেন।

মাহাবুব আলী, কুষ্টিয়া।

১ম মো'জেজা বার্ষিকীতে এমামুয্‌যামানের বক্তব্য

(তারিখ: ০২/০২/০৯ ঈসায়ী, বনানী, ঢাকা)

সালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দু'টি কারণে এখানে একত্রিত হোয়েছি। একটা হোচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, যা আমরা সত্যিকার ভাবে পারব না। সে শক্তি আমাদের নেই। আল্লাহর কাছে এটুকু আবেদন, আমরা যেটুকু পারি এটুকু আল্লাহ যেন কবুল করেন।

দ্বিতীয় কারণটা হোচ্ছে আনন্দ করা, উৎসব করা। এই আনন্দ হোচ্ছে আল্লাহর দানের জন্য। আমি খুব সংক্ষেপে বোলব। আল্লাহ সেদিন যাত্রাবাড়িতে যে মো'জেজা সংঘটন কোরেছেন এই ঘটনার পেছনে আসল কথা কি? এ ঘটনা কেন ঘোটল?

খুব সংক্ষেপে বোলছি। আমার ছোট বেলা থেকেই আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে আমাদের এরকম অবস্থা কেন? তখন আমরা ব্রিটিশের অধীনস্থ একটা জাতি, একটা খ্রিস্টান জাতির অধীনস্থ, পায়ের তলার গোলাম। এক ইণ্ডিয়াতেই তারা কয়েক কোটি মুসলমানকে শাসন করে। ওই বয়সে স্কুলে পড়ার সময় এ জাতির ইতিহাস যতটুকু পোড়লাম, দেখলাম এ জাতির ইতিহাসতো অন্য, তারাতো বিজয়ী, তারাতো আল্লাহর প্রিয় বান্দা! আমরা সেই জাতি, অথচ আমাদের এমন অবস্থা কেন? বিষয়টা খুব প্রবলভাবে আমাকে নাড়া দিয়েছিল। তারপর কেন জানি না আজ একটা, কালকে একটা, চিন্তা কোরে কোন কিছু, চিন্তা না কোরে কোন কিছু, একটা বইয়ের থেকে কোন কিছু, এমনি কোরতে কোরতে আমার ছাত্রজীবন গেল, তারপরও কিছু দিন গেল, আমার কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হোতে আরম্ভ কোরল, যে এসলাম চোলছে পৃথিবীতে এটা ভুল। এটা সেই এসলাম নয়।

তাহোলে কোনটা সেই এসলাম? এই সঙ্গে সঙ্গে আমি কোন্‌টা এসলাম সেটাও বুঝতে আরম্ভ কোরলাম। তখন আমি জানি না রাব্বুল আলামীন আমাকে এ জ্ঞানগুলো দিচ্ছেন। আমি ভাবতাম আমি পড়ে বুঝলাম, আমি চিন্তা কোরে বুঝলাম, চিন্তা না কোরেও বুঝলাম। কারণ অনেক সময় এমন হোয়েছে আমি ওই জিনিস চিন্তাই কোরছি না হঠাৎ একটা জিনিস আমার পরিষ্কার হোয়ে গেল। এভাবে চোলতে চোলতে সত্তরের দশকে এসে আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হোয়ে গেল যে বর্ত্তমানে যে এসলাম চোলছে এটা শুধু যে আল্লাহর এসলাম নয় তাই নয়, তার বিপরীত একটা কিছু। আর এটা - যেটা আমার সামনে একটা

Configaration (রূপ, আকৃতি) দাঁড়ালো, এটা সত্য এসলাম। কিন্তু আমি কেমন কোরে সেটা গ্রহণ কোরব? তখন থেকে আমার মধ্যে একটা *Conflict* (দ্বন্দ্ব) চোলল, প্রচণ্ড একটা *Conflict*. সেই *Conflict* আমার ব্রেনের, বুদ্ধির এবং আমার আত্মার। ব্রেন বোলছে, 'তুমি কি? তুমি আরবীই জান না, তুমি এসলাম কি বুঝবে? কত মহা-পণ্ডিত রোয়ে গেছে, তারা বোলছে এ এসলাম সত্য, তুমি কে বলার?' ব্রেন বলে এটা, আমি বলি, 'হ্যাঁ তাইতো, সত্যকথা'। আমার আত্মা বলে, 'না, না ওটা ঠিক না এটা ঠিক।' এ দ্বন্দ্ব চোলল কত বছর। আমি প্রকৃত এসলাম বুঝেছি - কিন্তু ব্রেন বলে - 'না, তুমি তো নিরক্ষর।' আসলেই নিরক্ষর, কি রকম নিরক্ষর আমি বুঝিয়ে দিই। আমি বাংলা জানি, যেটুকু জানা দরকার মানুষের, ইংলিশ জানি, যতটুকু মানুষের জানা দরকার, আরবী জানি না, আরবীতে আমি নিরক্ষর। ঠিক আক্ষরিকভাবে নয়, কিন্তু আমি আরবী জানি না। আর যে এসলাম নিয়ে কথা সেই এসলাম রোয়েছে কোর'আন-হাদীসে আর সেটার ভাষা আরবী। ওখানে আমি বাস্তবিক অর্থে নিরক্ষর। মহা-আল্লামারা, মহা-পণ্ডিতরা, শায়খরা যে এসলাম নিয়ে আছেন, চোলছেন, বোলছেন যে ঠিক, আমি কি কোরে বোলব যে এটা অঠিক? কিন্তু আত্মা বলে, 'না, তুমি ঠিক।' শেষ পর্য্যন্ত ১৯৭০ পার হবার পর, আমি দেখলাম, না-ভুল হোক ঠিক হোক, আমি যেটা দেখছি এটা আমার কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, আমি এটা মানুষকে জানাব। জানাতে যেয়ে দেখলাম, কি কোরে বোলব এটা? এটা বোলতে গেলেতো আমি মার খাব। মারবে, অপমান কোরবে। এটা আমার কাজ না, এটা নবী রসুলদের কাজ। আমার সেই নবী রসুলের চরিত্র নেই, নবী রসুলের জ্ঞান নেই। আমি এটা কোরতে যাব না। আমি ভাবলাম একটা বই লিখব। বই লিখে দিয়ে আমি আল্লাহকে বোলব যে, 'আল্লাহ, আমি যেটা বুঝেছিলাম, আমার আত্মা যেটা বোলেছিল আমি লিখে মানুষকে সেটা দিয়ে দিয়েছি। তুমি দেখো এটা সত্য কি অসত্য। আমি এর বেশী পারব না।' লিখলাম। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘোটে গেল। হেযবুত তওহীদ নামে একটা আন্দোলন কেমন কোরে যেন হোয়ে গেল। এক সময় আমি সেটার নেতৃত্ব নিলাম। কাজ আরম্ভ হোল কিন্তু আমার সেই দ্বন্দ্ব যায় নেই। আত্মা বোলছে হক্, যখন চিন্তা কোরি তখন ভয় হোয়ে যায়। তা সত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছায় আমি কাজ চালিয়ে গেলাম। আমি জানি আমি যা বোলছি সেটা সত্য। আমার আত্মা বোলছে। আমি আত্মার ওপর নির্ভর কোরে এগিয়ে গেলাম। এভাবে চোলল ১৩ বছর। এই ১৩ বছর আমার সামনে এই ছিল যে, এটাই সত্য এসলাম, যেটা বর্ত্তমানে চালু আছে সেটা সত্য নয়, কিন্তু আমার এই প্রচেষ্টায় এটা প্রতিষ্ঠিত হবে কি না তা আমি

জানি না। আমি ভবিষ্যদ্বক্তাও নই, গণকও নই, নবী-রাসুলও নই, পীর-ফকিরও নই। জানি না হবে কি হবে না। কিন্তু আমি আমার কাজ চালিয়ে গেছি।

১৩ বছর পর এই মো'জেজার ঘটনা ঘোটল, যেটা বোললাম। এই ঘটনার উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ জানিয়ে দিলেন যে তুমি এতদিন যেটা ভাবছ যে হক্ কি হক্ নয়, এটা হক্, এটা সত্য। ঘটনার তিন মাস পর হঠাৎ আমার ক্বালবে এল, এই যে এতগুলো ঘটনা আল্লাহ কোরলেন, বাচ্চারা চুপ হোল, হাওয়া বন্ধ হোল, শব্দ বন্ধ হোল, মোবাইল বন্ধ হোল, মাইকের আওয়াজ এমন হোল যে এর চেয়ে আর ভালো হয় না, এবং প্রত্যেকে নিজেকে ভুলে যেয়ে আমার এ ভাষণটা শুনল, তার কি উদ্দেশ্য? তার মানে আল্লাহ এতকিছু ঘটালেন আমি কি বোলি এটা শোনানোর জন্য। তাই নয় কি? তখন আমি ভাবলাম, তাহোলে আমি কি বোলেছি? তিন মাস পর ভাষণ বের কোরলাম। ভাষণ বের কোরে দেখলাম, 'ও আল্লাহ! তুমি এ খবর দিলে!' কি খবর? আল্লাহর নসর নিকটবর্ত্তী এবং হেযবুত তওহীদ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠিত হবে। তিন মাস পর সেদিন বুঝলাম যে আল্লাহ সেদিন সব কিছু বন্দোবস্ত কোরে আমাকে দিয়ে এ খবর দিয়েছেন যে আল্লাহর নসর নিকটবর্ত্তী, এবং হেযবুত তওহীদ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠা হবে।

এটা দেখার পর যারা বিশ্বাস কোরবে না তাদের অবস্থা ভয়ঙ্কর হবে। কারণ যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কিছু বুঝে, কিছু বুঝে না। ভুল কোরতে পারে- নাও কোরতে পারে। কিন্তু এরকম অলৌকিক জিনিস, যা নাকি আল্লাহ তাঁর নবীদের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, সেটা দেখার পর যারা অবিশ্বাস কোরেছে তাদের অবস্থা কি হবে? ঈসা (আ:)-কে আল্লাহ বোললেন, "হে ঈসা যাও, ওই যে লোকটা তিনদিন আগে মারা গেছে তাকে বলো যেন উঠে দাঁড়ায়।" লোকটির নাম ছিল ল্যাজেরাস। ঈসা (আ:) গেলেন, বোললেন, "*Lazarus Rise*, ওঠো।" ৩ দিনের আগের মৃত মানুষ জীবন্ত হোয়ে উঠে দাঁড়ালো। শত শত ইহুদী দাঁড়িয়ে দেখল। তাদের মধ্যে যারা এটা দেখার পর বিশ্বাস করে নাই তাদের অবস্থা কি হবে? অবশ্যই জাহান্নাম। মুসা (আ:) কে বোললেন, 'লাঠি দিয়ে সমুদ্রকে বাড়ি দাও", মুসা (আ:) বাড়ি দিলেন, সমুদ্র বিভক্ত হোয়ে গেল। যে ইহুদীরা এ ঘটনা দেখল, তারপরও যারা মুসা (আ:) এবং আল্লাহ সম্পর্কে অবিশ্বাস কোরবে, সন্দেহ কোরবে তাদের কি অবস্থা হবে? অবশ্যই জাহান্নাম। ২ তারিখের ঘটনাও তেমনি ঘটনা, প্রত্যেকটা। ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ড আমি কথা বোলেছি, ৪৩টি বাচ্চা শব্দ করে নাই। বাইরের সব আওয়াজ বন্ধ, মোবাইল বন্ধ, এই যে বোললাম যা কিছু।

হেযবুত তওহীদের কাজ, মো'জেজা ঘটার পর এখন যা বুঝতে পারছি এটা আমার নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন - তিনি পরিকল্পনা কোরে এটা আরম্ভ কোরেছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমাকে দিয়ে তিনি এ কাজ করাচ্ছেন। আমি কোরি না। আল্লাহর রসুল বোলতেন মাঝে মাঝেই যে- আল্লাহ একা সবকিছু করেন, একা। বিদায় হজ্বে বোললেন, 'আমাদের এই যে বিজয়, এই যে শত্রু পরাজিত, সব কিছু আল্লাহ একা কোরেছেন।' নিজেকে রাখলেন না। বোললেন, 'একা আল্লাহ।' বোলতে পারতেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য কোরেছেন।' আল্লাহ সাহায্য কোরেছেন কিন্তু *Emphasis* (জোর) দিচ্ছেন যে 'তিনি একা কোরেছেন।' ওই সময় যদি আল্লাহ একা কোরে থাকেন, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সময়, তাহোলে আমি কে? আমিতো কোথাও নেই, কিছুই না। আমার সৌভাগ্য যে তিনি আমাকে দিয়ে হেযবুত তওহীদ গঠন কোরিয়েছেন, কিন্তু চালাচ্ছেন তিনি। প্রথম ১৩ বছর কিছুই বুঝি নাই যে এ ঘটনা। কাজ কোরে গেছি। তখন শুধু জানতাম যে সত্যের দিকে আমি মানুষকে ডাকছি। কিন্তু এর প্রতিষ্ঠা হবে কিনা আমি জানি না। আমি নবী-রসুল না, কাজেই আমি জানি না। কিন্তু ২ তারিখে আল্লাহ জানিয়ে দিলেন। হেযবুত তওহীদের এবং আমার সত্যায়ন কোরলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, হেযবুত তওহীদ দিয়ে আল্লাহ তাঁর দীনুল হক্ সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরবেন। এ সম্বন্ধে তোমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ রেখো না। বিন্দুমাত্রও রাখবে না। রাখলে বিপদ আছে। এখনতো কথাটা শুনতে অসম্ভব শোনা যায়, আমারই অসম্ভব লাগে। তখন আমি মনে কোরি যে কথা আল্লাহর রসুল যেদিন বোলছিলেন আসহাবদের যে, 'তোমাদের দিয়ে রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্য বিজয় হবে, তখন তাদের কাছে এরকমই লেগেছিলো যে, 'বলেন কি? দুইটা সুপার পাওয়ার পৃথিবীতে, আর আমরা কয়েকটা লোক রসুলের সংগে আছি। পেটে খাবার নেই, টাকা নেই পয়সা নেই, শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, অস্ত্র নেই, কিছু নেই; উনি বোলছেন আমাদের দিয়ে এই দুই সুপার পাওয়ার পরাজিত হবে!' আমার মনে হয় জানি না যে দশটা লোকও হবে কিনা যে সত্যি বিশ্বাস কোরছিল রসুলের এ কথা। যাই হোক, সন্দেহ রাখবে না যে, সত্য আজ হোক, কাল হোক হবে। তোমরা থাকবে কিনা, আমি থাকবো কিনা জানি না- তবে হবে। এখন আবার সেই অজানা প্রশ্ন হোল 'কখন্ত এবং 'কিভাবে?' এটা আল্লাহ কখন কোরবেন, কিভাবে কোরবেন জানি না। এজন্য আমাদের অপেক্ষা কোরতে হবে। এখন এই দেখার জন্য অপেক্ষা কোরে থাকবে এবং কাজ কোরে যাবে। সুনিশ্চিত থাকবে একটা পয়েন্টে যে হেযবুত তওহীদ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠা হবে। এটা সুনিশ্চিত হোয়ে গেল। এখন অপেক্ষা ও কাজ। আর কোন শক্তি নেই পৃথিবীর হেযবুত তওহীদকে ব্যর্থ কোরে দেবার জন্য। হেযবুত

তওহীদ সত্য ছিল, আছে। সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। সেটা জানতাম না সেটা এখন জানা গেছে, এখন আর কোন সন্দেহ নেই। তবে যাদের দিয়ে দীন কায়েম হবে তাদের মধ্যে তোমরা থাকবে কি থাকবে না, আমি থাকবো কি থাকবো না তা আমি জানি না।

পরে আমার মনে জাগল, আল্লাহ রসুল বোললেন, 'তোমাদের দিয়ে রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় হবে।' লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে রসুল বোললেন, 'তোমাদের দিয়ে।' তোমাদের দিয়ে মানে আসহাবদের দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর সময়ের উম্মাহ যারা ছিলেন তাঁদের দিয়ে। তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হোয়েছে। তাঁদের দিয়েই ঐ দু'টি সাম্রাজ্য বিজয় হোয়েছে। তারপরে এসলাম আরো যত এলাকায় বিস্তার লাভ কোরেছে তা অন্যদেরকে দিয়ে। তার কারণ ততদিনে আসহাবদের সবাই একজন একজন কোরে এন্তেকাল কোরেছেন। নবী প্রেরিত হোয়েছেন সমস্ত দুনিয়ার জন্য। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী যখন কোরলেন তখন তিনি দুনিয়া বোললেন না, যে তোমাদের দিয়ে সারা দুনিয়া বিজয় হবে, বোললেন তোমাদের দিয়ে এই দুইটি সাম্রাজ্য বিজয় হবে। সীমিত কোরে দিলেন। বাস্তবেও তাই হোল। আর সেদিন (০২/০২/০৮) আল্লাহ নিজে যে মো'জেজা কোরলেন, সেদিন আমাকে দিয়ে বলালেন 'দুনিয়া', এবং 'তোমাদের দিয়ে' না বোলিয়ে বলালেন 'হেযবুত তওহীদ দিয়ে'। পার্থক্যটা বুঝে নিও। রসুল বোললেন, 'তোমাদের দিয়ে' আর 'পুরো পৃথিবী' বোললেন না, সীমিত রাখলেন, আর আল্লাহ আমাকে দিয়ে 'তোমাদেরকে দিয়ে বলালেন না', বলালেন 'হেযবুত তওহীদ দিয়ে', কিন্তু কোন সীমানা রাখলেন না, বোললেন, 'সারা পৃথিবী'। এটা অনেক পরে আমার খেয়াল হোয়েছে। কাজেই আমি বোলতে পারি না যে সমস্ত পৃথিবীতে তোমাদের বা আমাদের দিয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা হবে কিনা। তবে এটুকু নিশ্চিত যে হেযবুত তওহীদ দিয়েই হবে। জেনে রাখো, যা কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছ তা যেমন আছে, তুমি আমি আছি--এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে হেযবুত তওহীদ দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর সেই দীনুল হক্, সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হবে এনশা'আল্লাহ।

এখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কোরবে। এতদিন দোয়া কোরতাম এবং তোমাদেরও কোরতে বোলতাম যে, 'আল্লাহ তোমার দীন আমাদের দিয়ে প্রতিষ্ঠা কোরে দাও।' এখন বোলছি, না। ওই দোয়া আর না, এখন দোয়া, 'আল্লাহ! তুমি শীঘ্রি শীঘ্রি করো।'

আমি প্রথমেই বোললাম, আল্লাহর কাছে শোকর করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এই নেয়ামত, এই রহমতের শোকরানা আদায় করা যাবে না, শুধু আমরা চেষ্টা কোরতে পারি।

সেই চেষ্টা হিসেবে আমরা দু'রাকাত সালাহ কায়েম কোরি, শোকরানা প্রকাশের চেষ্টা কোরি। আল্লাহ মেহেরবানী কোরে ওটাই গ্রহণ কোরবেন আশা কোরি।

(সম্পাদিত)

প্রথম মো'জেজা বার্ষিকীতে শোকরানা সালাহ কায়েম কোরছেন মোজাহেদ মোজাহেদাগণ

২য় মো'জেজা বার্ষিকীতে এমামুয্‌যামানের ভাষণ

(তারিখ: ০২/০২/১০ ঈসায়ী, উত্তরা, ঢাকা)

প্রিয় মোজাহেদ মোজাহেদারা, সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। তোমরা সকলেই জানো আজ কেন এই অনুষ্ঠান। কিন্তু তোমরা সবাই এর গুরুত্ব উপলব্ধি কোরেছ কিনা আমি জানি না। আমরা বোলি, এই অনুষ্ঠান আল্লাহর করা মো'জেজার ২য় বর্ষপূর্ত্তি অনুষ্ঠান। এই মো'জেজা কি? এর গুরুত্ব কত বড়?

প্রথম কথা হোল মো'জেজা শব্দটা পবিত্র কোর'আনে কোথাও নেই, এটাকে পবিত্র কোর'আনে বলা হোয়েছে 'আয়াত' বা 'আয়াহ্'। এই 'আয়াত' শব্দটাই মো'জেজা হিসেবে কোর'আনে ব্যবহৃত হোয়েছে। কেন? 'আয়াত' মানে চিহ্ন। সাধারণত আমরা বোলি কোর'আনের অত নম্বর আয়াত, অর্থাৎ অত নম্বর চিহ্ন। কিসের চিহ্ন? দু'টো জিনিসের চিহ্ন; একটি হোল- আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহ আছেন এবং দ্বিতীয়টি হোল- এটা তাঁরই দান। এই আয়াতগুলো আল্লাহর পবিত্র মুখনিঃসৃত। তিনিই জিব্রাইলকে বোলেছেন, জিব্রাইল আমাদের নবীর কাছে নিয়ে এসেছেন এবং পূর্ববর্ত্তী নবীদের কাছে নিয়ে এসেছেন। এই চিহ্ন এক হিসেবে প্রমাণ, *Prof*। যেমন যুক্তিবিদ্যায় প্রথম দিকে শেখায় *When there is smoke, there is fire* অর্থাৎ যেখানে ধোঁয়া আছে সেখানে অবশ্যই আগুন আছে। ধোঁয়া থাকলে না দেখেও আমরা জানি আগুন আছে, কারণ আগুন ছাড়া ধোঁয়া হবে না। ধোঁয়া হোল আগুনের চিহ্ন বা সত্যতা। যেমন ব্যাংকে টাকা রাখার পর টাকা তোলার জন্য যখন কাউকে চেক দেওয়া হয় ব্যাংক তখন একাউন্ট হোল্ডারের সই *(Signeture)* মিলিয়ে দেখে কিন্তু একাউন্ট হোল্ডারকে ডেকে পাঠায় না। এটাই একাউন্ট হোল্ডারের চিহ্ন বা *Signeture*, সই, আয়াহ্। তোমার সই দেখে ব্যাংক বুঝতে পারে তুমি লোকটার কাছে টাকা দিতে বোলেছ। তেমনি কোর'আনের এই আয়াতগুলো আল্লাহর প্রমাণ, আল্লাহর *Signeture*, অর্থাৎ এইটা তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাই নবী যা বোলছেন তা সত্য। এইটারই আরেক নাম মো'জেজা বা চিহ্ন। এই আয়াত কেন দেওয়া হোয়েছে?

নবীদের এটা এজন্য দেওয়া হোয়েছে যে, কোন নবী যখন এসে মানুষকে বোলেছেন যে, 'শোন, আল্লাহ আমাকে তাঁর নবী কোরে রসুল হিসেবে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তোমাদের এই বলার জন্য, এই করার জন্য এবং সুসংবাদ ও দুঃসংবাদ দুইটাই তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য।' তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, এই লোক কি সত্যিই আল্লাহর রসুল? এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক, আল্লাহ জানেন এ প্রশ্ন উঠবে। ঐ জনপদের লোকগুলো যদি

বলে, 'আপনি যে বোলছেন, আপনাকে আল্লাহ নবী হিসেবে প্রেরণ কোরেছেন এর প্রমাণ কি? আপনিতো মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ কোরেছেন, আমরা আপনার বাবা মাকে চিনি, আপনি বড় হোয়েছেন দেখলাম, আপনি আমাদের মতো খাওয়া-দাওয়া করেন, আমাদের মতো ঘুমান, আমাদের মতো রাস্তাঘাটে চলাফেরা করেন, আপনি যে আল্লাহর রসুল প্রমাণ কি?'

এটা যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ বোলছেন, 'আমি প্রত্যেক নবী ও রসুলকে চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি।' তখন তিনি সেই চিহ্ন দেখাবেন এবং বোলবেন যে, এই চিহ্ন দেখাতে তোমরা কেউ পার না। এটা আমার চিহ্ন অর্থাৎ প্রমাণ যে আমি আল্লাহর রসুল। এই চিহ্নই নবী রসুলদের মো'জেজা। মানুষ যখন আমাদের রসুলের কাছে জানতে চাইলো, 'আপনি যে সত্যিই আল্লাহর রসুল, তার প্রমাণ কি?' প্রমাণ কি দিলেন আল্লাহ, তাঁর 'আয়াত'। রসুলের প্রমাণ ঐ 'কোর'আন্ত, ঐ আয়াত। এই আয়াতগুলো রসুল কি কোরে বোললেন? দুইটা মাত্র পথ; এক, হয় আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন, তিনি বোলেছেন। আর নয়তো তিনি নিজেই সেগুলো বোলেছেন। জাগতিক হিসাবে দেখতে গেলে একটা মানুষের পক্ষে, বিশেষ কোরে নিরক্ষর মানুষের পক্ষে এই বই রচনা করা অসম্ভব। হাজার হাজার আয়াত সম্বলিত বিরাট একটা বই। এটা যে রসুলের নিজের রচনা নয় সেটা প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ আরো আয়াত দিলেন। সেটা কি? 'তোমরা যদি মনে করো যে, এটা রসুল নিজে কোরছেন তাহোলে একটা সূরা বানাও।' এবং বোলে দিলেন, 'পারবে না, কারণ এটা আমি দিয়েছি, এটা রসুলের না।' তারপর দিলেন 'হেফাজত'। এতো গেল আল্লাহর তরফ থেকে, তেমনিভাবে এই কয়েক হাজার আয়াতের বই যার মধ্যে কোন ভুল নাই, ভাষা অপূর্ব সুন্দর, একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে এটা করা অসম্ভব। তাও কি মানুষ? যিনি ব্যস্ত, যাঁর চেয়ে ব্যস্ত মানুষ পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। যখন হিসেব করা হয় এই লোকটা কি কোরেছেন, মাথা ঘুরে যায়। অসম্ভব, একটা মানুষের জীবনে অসম্ভব। মানুষ দুনিয়ায় কিভাবে কেমন কোরে চোলবে, কেমন কোরে প্রশ্রাব-পায়খানা কোরবে সেখান থেকে শুরু করে পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার মতো বিরাট কাজ এই যে কাজের *terrific spectrum* (বিরাট পরিধি), একটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তাও আবার একজন নিরক্ষর মানুষ। এও এক মো'জেজা, আয়াত। এখন সাংঘাতিক ব্যাপার হোল এই আয়াতকে যারা অস্বীকার কোরবে তাদের জন্য আল্লাহ বোলছেন, 'যারা মনে করে যে, কোর'আন আমার না, রসুলের তৈরী তাদের জন্য আমি এমন শাস্তি রেখেছি যার থেকে তারা বের হোতেও পারবে না, থাকতেও পারবে না।'

একদিন ঈসাকে (আ:) তাঁর আসহাবরা বোললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমাদের খুব শখ হোয়েছে আসমান থেকে খাবার আসবে, আমরা খাব। উনি চাপে পড়ে বোললেন, 'আল্লাহ এরা তো এই চায়।' আল্লাহ বোললেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু এরপরও যদি কেউ এর থেকে বিচ্যুত হয় তাকে আমি এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি আমি অন্য কাউকে দেই নাই (সূরা মায়েদা-১১২-১১৫)।' কি ভয়ংকর কথা! এক জাহান্নামই তো যথেষ্ট। আল্লাহ বোলছেন, জাহান্নাম না; এমন শাস্তি যা আমি অন্য কাউকে দেই নাই। কারণ কি? কারণ, আল্লাহর আয়াতটা, চিহ্নটা তারা দেখবে। আসমান থেকে খানা আসলো, তারা খেলো, অলৌকিকের চেয়েও অলৌকিক ব্যাপার। এরপরেও ওখান থেকে একজন লোক গেল- 'জুডাস ইসক্যারিয়াস'। খ্রিস্টানদের বড় বড় একটা পেইন্টিং আছে এই ঘটনা অবলম্বনে, *The Last Supper*, ঈসা (আ:) ১২ জন আসহাব নিয়ে খেতে বোসেছেন।

হেযবুত তওহীদের এ মো'জেজাও অনেকেই বিশ্বাস কোরবে না, এমন কি আমার মনে হয় যারা ঘটনাস্থলে ছিল তাদের মধ্যেও অনেকে বিশ্বাস কোরবে না। তাদের মুক্তি নাই। কোর'আনে আল্লাহ যে 'আয়াত' দিচ্ছেন, যেমন রসুলের মত একজন নিরক্ষর মানুষের ওপর আসাটাই কতো বড় একটা আয়াত, তারপর চ্যালেঞ্জ কোরছেন একটা ছোট্ট সূরা বানিয়ে দেখাও যদি মনে করো এটা মোহাম্মদ লিখেছে। পারবে না। 'এ ইসলাম ইসলাম নয়' বইয়ে মো'জেজার কতগুলো উদাহরণ দিয়েছি, তার একটাও পারবে না। তারপরেও মানুষ বিশ্বাস করে কোর'আন? খ্রিস্টানরা করে? হিন্দুরা করে? ইহুদীরা করে? করে না। এটা ঐ রকমই যেরকম ইহুদীদের চোখের সামনে ঈসা (আ:) বোললেন, তিন দিনের মরা উঠে দাঁড়াও, উঠে দাঁড়াল, তারপরও তারা বিশ্বাস কোরল না। এই হেযবুত তওহীদের পুঞ্জিভূত এক জায়গায় ৭/৮ টা মো'জেজা, যারা বিশ্বাস কোরবে না তাদেরও ঐ একই পরিণতি। এই মো'জেজার বই ছাপা হবে, অনেকে পড়বে, অনেকে ফেলে দেবে, বোলবে সমস্ত মিথ্য কথা। ঠিক যেমন কোরে অন্যান্য মো'জেজার চিহ্ন মানুষ অবিশ্বাস কোরেছিল। আর আমি এও জানি যারা ওখানে উপস্থিত ছিল ঐখান থেকেও অবিশ্বাস কোরবে। আমার কথা হোল যে, বিশ্বাস করো আর না করো, এটা ২৭৫ জন লোকের সামনের ঘটনা এবং এর প্রতিটা পয়েন্ট, বাচ্চাদের চুপ থাকা, শীত চোলে যাওয়া, মোবাইলে ফোন না আসা - যতো কিছু আছে সব সংঘটিত হোয়েছে ১০ মি. ৯ সে. এর মধ্যে। এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব না, কোন মানুষ কোরতে পারবে না, আর আমি তো জানিই না যে এটা হোচ্ছে।

হেযবুত তওহীদে যারা আছো তারা এটার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রাখবে না। সন্দেহই মোনাফেকী। ১০০% এর ভিতর যার মনে ৫% সন্দেহ আছে সে ৫% মোনাফেক, যার ১০% সন্দেহ আছে সে ১০% মোনাফেক। সন্দেহই মোনাফেকী। আল্লাহ কোর'আনে

বোলছেন, 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে', অর্থাৎ অসুখ, এই অসুখ বোলতে আল্লাহ বোঝাচ্ছেন এই মোনাফেকী। যে ঘটনা ২ ফেব্রুয়ারী '০৮ তারিখে হোয়ে গেছে তোমরা এর মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখবে না, বিন্দুমাত্র না। কি সন্দেহ রাখবে না? তিনটা জিনিস-- এটা আল্লাহর করা, এটা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয় এবং এই ঘটনা আসলেই ঘোটেছে যার সাক্ষী ২৭৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং এই ঘটনাগুলো ঘোটেছে এটা মো'জেজা অর্থাৎ আয়াহ। ঐ যে *Signeture*। ব্যাংকে যেমন চেকে *Signeture* দাও, তেমনি আল্লাহর *Signeture*। *Signeture* -এ কি বলা হোয়েছে? তিনটা জিনিস সুস্পষ্ট। প্রথমত, হেযবুত তওহীদ হক্, প্রকৃত সত্য কথা হোচ্ছে হেযবুত তওহীদ আল্লাহর, আমার না, দুই, এমাম হক্, তিন, এই হেযবুত তওহীদ দিয়ে আল্লাহ তাঁর দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠিত কোরবেন। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। ১৪ বছর পর্য্যন্ত আমি জানতাম না যে - কি হবে আর কি হবে না। ঐদিন আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে--হবে। এ এক মাইল ফলক। এরপরে কবে হবে এই জ্ঞান আল্লাহর কাছে, আমি জানি না। কিন্তু হবে। শুধু হবে নয়, হোয়ে গেছে। *In a matter of time*, শুধু সময়ের ব্যাপার। কোন সন্দেহ রাখবে না এবং এই সময়ের ভেতরে যে যা পার গুছিয়ে নাও যাতে নাকি তোমরা জান্নাতের উপরের স্তরে যেতে পার। হেযবুত তওহীদে যারা সত্যিকার ভাবে এসেছ তাদের জন্য জান্নাত তো নিশ্চিত। এইখানেও যেন কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে যে জান্নাত নিশ্চিত। এখন কে কোথায় যাবে কোন স্তরে উন্নীত হবে ঐটা তোমাদের আমলের উপরে নির্ভর কোরবে, যে যতখানি কোরবে সে ততখানি। আমি বোলব তোমরা যে যতখানি পার ঊর্দ্ধে উঠবার চেষ্টা কোরবে। এইখানেই তাকওয়ার প্রশ্ন আসবে যে তুমি কোথায় যাবে? জান্নাতের এই স্তরে, না এই স্তরে? কিন্তু সন্দেহ যেন বিন্দুমাত্র না থাকে।

উপলব্ধির চেষ্টা করো যে, কতোখানি সাংঘাতিক ব্যাপার, কতোখানি বড় ব্যাপার! এটাই নির্দ্ধারণ কোরবে তোমরা জান্নাতি না জাহান্নামী। কেন? যে এটাকে অবিশ্বাস কোরবে সে হেযবুত তওহীদের থাকতে পারবে না, আজ আছে কিন্তু কাল সে থাকতে পারবে না। এমনিতে তো হেযবুত তওহীদে আসলেই দুই শহীদের মর্যাদা, যে নাকি শেষ পর্যন্ত আছে। দুই তারিখের মো'জেজায় যে সন্দেহ রাখবে সে থাকতে পারবে না। সে দুই শাহাদাৎ-এর সম্মান থেকেও বের হোয়ে যাবে। একবার চিন্তা করো। ঈসা (আ:) মরা মানুষকে জীবিত কোরলেন এটা দেখার পরেও আল্লাহ এবং ঈসার (আ:) নবুয়্যত সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা কি সম্ভব? তারপরও সন্দেহ ছিল। কারণ ইতিহাসই তাই, ইহুদীরা তাঁকে অস্বীকার কোরেছে। মাত্র ৭২ জন, আরেকটা হিসেবে ১২০ জন তাঁকে মেনে নিয়েছিল আল্লাহর রসুল বোলে।

ইহুদীদের থেকে যারা দেখেছে, তারা অস্বীকার কোরেছে, বোলেছে যে এটা যাদুটাদু একটা কিছু হবে। রসুলের মো'জেজা দেখেও লোকে এটাই বোলত।

মো'জেজার আবার কিছু পার্থক্য আছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, *Intellect* এক সময় যা ছিল এখন তা নাই, বদলে গেছে। ঐ সময় নবী এবং রসুলদের যে ধরণের মো'জেজা আল্লাহ দিয়েছেন, পরেরগুলো আস্তে আস্তে বদলাতে আরম্ভ কোরেছে এবং শেষ রসুলের সময়ে যে মো'জেজাগুলো আসলো সেগুলো বেশীর ভাগই চিন্তাভিত্তিক। ঐ সময়ের মো'জেজাগুলো একদম চাক্ষুষ যেমন- এই ল্যাজেরাস উঠে দাঁড়াও, মরা মানুষ উঠে দাঁড়ালো, মুসা (আ:) বাড়ি মারলেন সমুদ্রে, সমুদ্র দুই ভাগ হোয়ে গেল। এগুলো *Crude* (স্থুল) বুদ্ধিতে অস্বীকার করার উপায় নাই। রসুলের কিন্তু এতো বড় কিছু নাই। সবই বুদ্ধিভিত্তিক, যেমন কোর'আন। কোর'আন কিভাবে মো'জেজা এ ইসলাম ইসলামই নয় বইয়ে আমি লিখেছি, সবই বুদ্ধিভিত্তিক। সূরা আন্তআমের ৫০নং আয়াতে আল্লাহ কি বোলছেন? আল্লাহ রসুলকে বোলছেন, 'তুমি ওদের বলো যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন সম্পদ নাই। আল্লাহর ধন সম্পদ মানে কিন্তু শুধু টাকা পয়সার প্রশ্ন না, সমস্ত পৃথিবীর সম্পদ, সৃষ্টি জগতের সম্পদ, সবকিছু, আল্লাহর যে শক্তি সমূহ, কাদেরিয়াত, সেও তাঁর সম্পদ, আল্লাহর যে সিফত বা গুণগুলো, সেগুলোও তাঁর সম্পদ, এগুলো কিছুই নেই আমার কাছে। বলো আমার কাছে গায়েবের কোন এলেম নাই। তাদের বলো, আমি মালায়েকও না। আমি তো স্রেফ আল্লাহ ওহী দিয়ে আমাকে যা বলেন সেটার এতায়াত কোরি, সে হুকুম পালন কোরি।' এটা বোলতে বোললেন রসুলকে। এরপর বোললেন, 'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান? যে চোখে দেখে না, অন্ধ আর যে চোখে দেখে এই দু'জন কি সমান? না।' এরপর কি বোললেন, 'আফালা তা তাফাক্কারুন?' মানে যাদের বলা হোচ্ছে, তুমি যাদের বোলছ, তারা কি চিন্তা করে না? ঐ চিন্তার প্রশ্ন আসলো। কি চিন্তা কোরতে বোলছেন এইখানে? আমার কাছে আল্লাহর কিছুই নাই, আল্লাহর সম্পদ নাই, গায়েবী জ্ঞান নাই, আমি মালায়েকও না, কিছু না- আমি তো শুধু এইটুকু যে আল্লাহর হুকুম এতায়াত কোরি। চিন্তা কোরবার বিষয় কি? তা হোল এই যে এই লোকটা যিনি বোলছেন তিনি কিছুই না। তিনি কেমন কোরে আল্লাহর নবী। আর তিনি নবী না হোলে সে এই যে কোর'আন বোলছেন, এই যে গভীর জ্ঞানের কথা বোলছেন, এ কোত্থেকে বলে? 'আফালা তা তাফাককারুন্ত - তারা কি চিন্তা করে না? এই লোকটা বোলছে- আমি আল্লাহর রসুল এবং যে কোর'আন বোলছেন তা নাকি আল্লাহর কাছ থেকে আসছে। অথচ তিনি বোলছেন আমি কিছুই জানি না। শুধু বোলছেনই না যে, আমি কিছু জানি না, আল্লাহর কোন কিছুই আমার কাছে নেই, গায়েবের এলেম নেই, আমি শুধু যা আমার ওপর ওহী হয় আমি শুধু তোমাদের বোলি। ওহী এসেছে তোমাদের বলার জন্য তা

আমি বোলছি। তার মানে 'সত্য'। চিন্তা কোরলে কী পাওয়া যায়, এ লোকটা যে আয়াতগুলো বোলছে, কোত্থেকে পেয়েছে সে? নিশ্চয়ই আল্লাহর তরফ থেকে। অর্থাৎ চিন্তা-ভিত্তিক। আমাদের রসুলের উপর যে আয়াতগুলো আসলো অর্থাৎ মো'জেজা বোলি যেগুলোকে, এগুলো চিন্তা-ভিত্তিক। আগেরগুলো অতখানি চিন্তা-ভিত্তিক ছিল না, সেগুলো এমন ছিল যা মানুষ চোখে দেখে ভয় পেয়ে বলে 'আরে, আরে, এটা কি!' এই ধরণের। এই যে ২ তারিখে যেটা হোল সেটাও এমন। এটা নিয়ে চিন্তা করো।

আর একটা তফাৎ হোচ্ছে, নবীদের সময় একটা একটা কোরে মো'জেজা হোয়েছে। একদিন ঈসা (আ:) মৃতকে জীবিত কোরলেন, আরেকদিন অন্ধকে ভাল কোরলেন, আরেকদিন কুষ্ঠ রোগীকে ভাল কোরলেন অর্থাৎ একটা একটা কোরে, মুসা (আ:) এরও তাই, সবারই তাই। মুসাকে (আ:) বোললেন, 'সমুদ্রে বাড়ি দাও', সমুদ্র বিভক্ত হোয়ে গেল। সব ঘটনা একটা একটা কোরে। এই একটা থেকে আরেকটা বহু দূর। আর হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ ১০ মিনিটের মধ্যে ৭-৮ টা কোরে দিলেন। এই তফাৎটা কেন? এটা আরো *Conveincing* (বিশ্বাসযোগ্য) করার জন্য, দ্বিতীয় নম্বর- এটা তাঁকে নিজে কোরতে হোয়েছে। ঐ সব মো'জেজা আল্লাহর নবীদের মাধ্যমে কোরেছেন, ঈসা (আ:) এর মাধ্যমে কোরেছেন, মুসা (আ:) এর মাধ্যমে কোরেছেন, সবার মাধ্যমে কোরেছেন। এখন মাধ্যম নাই। কারণ নবীও নাই- রসুলও নাই, তাই এখন *Here he had to do himself*, তাঁকে নিজে কোরতে হোল। নিজে কোরতে হোল বোলেই এক সাথে ৭-৮ টা, যেন কারও মনে সন্দেহ বিন্দু মাত্র না থাকে। একটা হোলে সন্দেহ থাকতো। মনে করো, যদি সেদিন শুধু বাচ্চারা চুপ থাকতো, আজ এতো জোর গলায় বোলতে পারতে? হয়তো কোন কারণে হোয়ে গেছে। অথবা শীত নাই- ওটা হয়তো বা হঠাৎ কোরে আবহাওয়ায় কোন পরিবর্ত্তন এসেছে, লাউড স্পীকার খুব ক্লীয়ার হোয়েছে, এটা যান্ত্রিক বিষয়, অসম্ভব কিছু নয়। একটা একটা কোরে ধরো। হাওয়া বন্ধ হোয়েছে, কণকণে হাওয়াটা বন্ধ হোল, এটা হয়ই তো। সবার মন একখানে করা, সবার মনতো ভাল কিছু বোললে স্থির হয়, এটাও যুক্তি দাঁড় করানো যায়। একটা একটা কোরে হোলে এভাবে জোর দিয়ে বোলতে পারতে না। কিন্তু এই এতোগুলো একসাথে, ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডে ৭-৮ টা, প্রত্যেকটা সাংঘাতিক। এটার জবাব নাই, কোন জবাব আছে? কোন জবাব নেই। *You have to admit* (না মেনে উপায় নেই) এটা আল্লাহর করা, মানুষের করা হোতে পারে না, আর এতগুলো *Co-incidence*-ও (কাকতালীয় ঘটনা) হোতে পারে না। এরপর, কোন সন্দেহের জায়গা যেন মোজাহেদ মোজাহেদা তোমাদের কারো না থাকে। একটা বিন্দুও না।

আশা কোরি আয়াত এবং মো'জেজা জিনিসটা বুঝতে পেরেছো, এ দুটো একই জিনিস। পবিত্র কোর'আন শরীফে মো'জেজা শব্দই নাই। এটা অনেকটা আকীদা শব্দটার সাথে মেলে। আমি যখন আকীদা খুব জোর দিয়ে প্রচার কোরছিলাম যে, আকীদা সহীহ না হোলে ঈমানেরই দাম নাই। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত তো দুরের কথা, ঈমানেরই দাম নাই, সবই ব্যর্থ। তখন আমার কাছে খবর পাঠাল পণ্ডিতরা, মওলানা সাহেবরা যে, উনি যে এত আকীদা-আকীদা করেন, কোর'আন শরীফেতো আকীদা শব্দই নাই, তিনি এত হুলুস্থুল লাগিয়েছেন কেন? যারা খবর নিয়ে এসেছিল আমি তাদের বোললাম যে, তাদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আকীদা নিয়ে আমি কত পৃষ্ঠা লিখেছি? ৪-৫ পৃষ্ঠা হবে হয়তো, আর তারা কতখানি লিখেছেন? এই যে হাজার হাজার ভলিউম, মোটা মোটা ভলিউম আকায়েদ, আকায়েদুল এসলাম কারা লিখেছেন- আমি না তারা? তাহোলে আমাকে জিজ্ঞেস করে কেন? আমিতো কয়েক পাতা লিখেছি। সত্যই পবিত্র কোর'আনে আকীদা শব্দটা নাই। এই মো'জেজা শব্দটাও কোর'আনে নাই, কিন্তু ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ, ঐ আকীদার মতই প্রায়, ভয়ংকর গুরুত্বপূর্ণ, লেখা নাই তা সত্ত্বেও। ওখানে মো'জেজার বদলে আয়াত শব্দ অর্থাৎ চিহ্ন। এটা হোচ্ছে তোমার *Signeture*, যা দেখে ব্যাংক তোমাকে না দেখেও টাকা দিয়ে দিবে। তেমনি এই আয়াত আল্লাহর *Signeture*। সেদিন আল্লাহ তিনটা জিনিস *Signeture* কোরছেন- হেযবুত তওহীদ হক্, এমাম হক্ এবং হেযবুত তওহীদ দিয়ে সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হবে। এর চেয়ে বড় খুশির আর কিছু হোতে পারে না। আমরা এখন অনেক কারণে ছোট্ট কোরে অনুষ্ঠান কোরছি কিন্তু আল্লাহ যদি সুযোগ দেন এনশা'আল্লাহ যে রকমভাবে করা উচিৎ, যদিও প্রকৃতপক্ষে যেভাবে উদ্‌যাপন করা উচিৎ, এর যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার বা এর জন্য আনন্দ, তা করা সম্ভব হবে না, পারবো না, সাধ্যের বাইরে ওটা, যদি পারি এনশা'আল্লাহ কোরব যখন আল্লাহ এই তিন নম্বরটা কোরবেন তখন, যদি আল্লাহ ততোদিন আমাকে রাখেন।

দুই নম্বর কথা হোচ্ছে--কবে? এ সম্বন্ধে একটা আইডিয়া আমার মনে আসে তোমাদের জানিয়ে রাখি, এটা হবে হাদীস মোতাবেক ঈসা (আ:) এবং মাহদী (আ:) আসার পর। মাহদী (আ:) কবে আসবেন এর কোন চিহ্ন নাই। কিন্তু ঈসা (আ:) আসার একটা চিহ্ন আছে, কি? দাজ্জাল। কারণ হাদীসে আছে ঈসা (আ:) আসার পর তিনি বোলবেন, 'আমি দাজ্জালকে ধ্বংস কোরতে এসেছি।' এখন তাহোলে এটা যুক্তিসংগত যে, দাজ্জাল হোচ্ছে *Pre-requisits to Isa (as)* মানে ঈসা (আ:) আসার পূর্বশর্ত্ত। ঈসা (আ:) দাজ্জালকে মারতে আসবেন তখনই, যখন দাজ্জাল পৃথিবীতে উপস্থিত। এতদিন তো মানুষ বোসে আছে এক চোখ কানা দাজ্জাল আসবে বিরাট ঘোড়ায় চোড়ে। কিন্তু ওটা তো কোনদিনই হবে না,

দাজ্জাল যে এসে গেছে এটা আল্লাহর রহমে আমি প্রমাণ কোরেছি দাজ্জাল বইয়ে, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ কোরছি। কেউ যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এটা কাটতে পারে নাই। তারমানে দাজ্জাল এসে গেছে এবং এখন সে একদম পূর্ণ শক্তিমান। এখন আমার মতে, এই হিসাব মোতাবেক যে কোন সময় ঈসা (আ:) আসার সময় হোয়ে গেছে। এখন এক বছর না দুই বছর না তিন বছর না চার বছর আমি জানি না কিন্তু পূর্বশর্ত্ত, যেটা আসলে তিনি আসবেন, অর্থাৎ দাজ্জাল, সেটা এসে গেছে। এখন তাঁর আসার অপেক্ষা। কাজেই তোমরা তৈয়ার হও। ঈসা (আ:) এবং মাহদী (আ:) আসার জন্য তোমরা তৈরী হও, সময় খুব বেশী নাই, তোমরা তৈয়ার হও এবং সেই মোতাবেক কাজ করো।

এর চেয়ে বড় রহমত আর কি হোতে পারে? যে মো'জেজা তিনি নবীদের সময়ে ঘটাতেন একটা একটা কোরে, এখন তিনি নিজে এক সাথে ৮টা মো'জেজা ১০ মিনিটের মধ্যে ঘোটিয়ে দিলেন। প্রমাণ কোরে দিলেন, "আমি (আল্লাহ) এটা ঘটালাম, কারণ এটা ঘটানোর সাধ্য আর কারো নেই, কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমি ঘটালাম এবং জানিয়ে দিলাম তিনটা জিনিস। তোমরা এখন অপেক্ষা করো, বাকীটুকু আমার যখন ইচ্ছে তখন আমি কোরবো।"

(সম্পাদিত)

৩য় মো'জেজা বার্ষিকীতে এমামুয্‌যামানের ভাষণ

(তারিখঃ ০২/০২/১১ ঈসায়ী, উত্তরা, ঢাকা)

সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতাল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ। আজ কয়েক বছর পর আবার আমরা মো'জেজার অনুষ্ঠানের বর্ষ পালন কোরছি। এবার আমি ইচ্ছা কোরে এটাকে সংক্ষিপ্ত এবং খুব *Simple* করার জন্য সবাইকে বোলে দিলাম। কারণ প্রথমবার যে বর্ষপূর্ত্তী আমরা কোরলাম সেটা আল্লাহর রহমে আমাদের সাধ্যমত বেশ জাঁকজমকই করা হোয়েছিলো, আমাদের সাধ্যমত। পরে আমার মনে হোল ওভাবে করার সময় এটা না। এখন আমাদের সংগ্রামের সময়, জেহাদের সময়, আমাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর দীন দুনিয়াতে মানুষের জীবনে আবার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সময়টা ওটার দিকে খুব বেশি জোর না দিয়ে, ওদিকে অত টাকা পয়সা খরচ না কোরে, আমাদের *Labor*, আমাদের শ্রম, আমাদের টাকা পয়সা এখানে (সংগ্রামের কাজে) বেশি ব্যবহার করা উচিত। তারপর যখন আল্লাহ দীন প্রতিষ্ঠা কোরবেন এবং যেটা কোরবেন বোলে তিনি মো'জেজায় জানিয়ে দিলেন সেটা হবার পর এনশা'আল্লাহ তায়ালা এই মো'জেজা অনুষ্ঠান যেমন কোরে করা দরকার, করা উচিত, আমরা এনশা'আল্লাহ সেভাবে কোরব। এনশা'আল্লাহ এবং সেটা হবে সত্যিই সুন্দর। এখন আমরা সিম্পলের *(Simple)* মধ্যে থাকবো যতদিন আমরা *Struggle* (সংগ্রাম) কোরে যাচ্ছি, যতদিন আমরা জেহাদ কোরে যাচ্ছি, যতদিন আমরা চেষ্টা কোরে যাচ্ছি। এজন্য এখন থেকে *Simple* করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম। এই দিনটা একটা *Landmark* (মাইল ফলক)। হেযবুত তওহীদেরও, আমারও। আমার এই জন্য যে এই দিন পর্যন্ত আমি সংশয়ে ছিলাম, সংশয় মানে হেযবুত তওহীদের সত্যতা নিয়ে সংশয়, না, ওখানে কোন সংশয় ছিলো না, আজও নাই। সংশয় ছিলো যে কি হবে, একদম মহাসত্য পেয়েও যেখানে নবী রসুলদের মধ্যে অনেকে ব্যর্থ হোয়েছেন, পারেন নি, সেখানে আমি কে। আমি তো কেউ না, কিছুই না। কি হবে, কি হবে না - এই সংশয় আমার ছিলো ২০০৮ সনের ফেব্রুয়ারীর দুই তারিখ পর্যন্ত, পূর্ণভাবে ছিলো। যদিও সেটা আমাকে দমাতে পারে নি, এজন্য যে আমি চেষ্টা কোরে যাবো, নবী রসুলরা পারেন নি আর আমি কে? আমি চেষ্টা কোরে যাবো। মো'জেজার দিনটায় আল্লাহ আমার সব সংশয় অবসান কোরেছেন, জানিয়ে দিলেন নিজে যে হবে, উনি কোরবেন, আমি না। তোমরাও না, আমিও না, কোরবেন আল্লাহ নিজে, *He himself*, সবকিছুই আল্লাহর নিজের করা *Actually*, সব কিছুই। মানুষকে দিয়ে তিনি করান। মানুষ একটা যন্ত্রের মতো একটা *Instrument* এর মতো, তা দিয়ে তিনি করান কিন্তু করেন তিনি নিজে এবং তিনি নিজে কোরবেন কিনা সেটা ছিলো আমার সংশয়। সেটা এই

মো'জেজার দিন আল্লাহর রহমে আল্লাহ অবসান কোরে দিলেন আমার যে করা হবে। এখন আর আমার কোন সংশয় নাই, কোন দ্বিধা নাই, কোন কিছু নাই, আমি জানি। দিনের মত সত্য আমি জানি এটা হবে। সেদিন এই সবগুলোর ভেতরে যে একটা জিনিস যে তিনি শর্ত্ত দিলেন। এটাকে আমি শর্ত্ত হিসাবেই নিয়েছি যে তোমাদের সেই উপযুক্ততা লাগবে সেটা করার জন্য। কথাটা সমস্ত দেশের হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদারা ভালো কোরে বুঝে নাও, এটা নিশ্চিত একদম। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের শর্ত্ত দিয়েছেন তোমাদের স্টীল হোতে হবে, সেই চরিত্র লাগবে যা দিয়ে এত বড় বিপ্লব সম্ভবপর হয়। চরিত্র নাই, বিপ্লব হবে না। কমিউনিস্ট দিয়ে হয় নি, কারোই হয় নি। এসলামেরও হয় নি, *You must have that character*. (তোমাদের সেই চরিত্র অর্জন কোরতেই হবে)। যদি না হয়, তোমরা যদি সেটা অর্জন কোরতে না পারো তবুও আল্লাহ কোরবেন, তোমাদের দিয়ে না অন্যকে দিয়ে। তোমাদের দিয়ে না অন্যকে দিয়ে কিন্তু কোরবেন যে এটা আল্লাহ নিশ্চিত জানিয়ে দিয়েছেন এই মো'জেজার দিন। আমার কথা শুধু যে তোমাদের দিয়েই হোক। তোমাদের দিয়েই হোক কেন, আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়েই সংগ্রাম কোরছি, না? আমি তো অন্যদের নিয়ে কোরছি না, আমি তোমাদের নিয়ে কোরছি। যতটুকু ঘোটছে আমাদের উপরে অপমান, অত্যাচার, নিগ্রহ, জেল জুলুম সমস্ত কিছু আমরা কোরছি। আমিও জেলে গিয়েছি, তোমরাও গিয়েছো। এখন যদি তোমরা না হোয়ে অন্য এক *Set of People* (একদল মানুষ) দিয়ে আল্লাহ করেন, আমার চেয়ে দুঃখ বেশি কেউ পাবে আর? আমি যাদের নিয়ে সবকিছু কোরলাম, আল্লাহ তাদের বাদ দিয়ে নতুন লোক দিয়ে দীন প্রতিষ্ঠা কোরলেন যারা আমার সঙ্গে ছিলো না, এটা আমার ভালো লাগবে? মধ্যে মধ্যে আমার মন খুব ক্ষুব্ধ হোয়ে যায় এই কথাটা মনে কোরে। বোধ হয় আমার সেই ক্ষুব্ধতাটার একটা প্রকাশ ছিলো ২৬ তারিখে (২৬/---/২০১১ ঈসায়ী)। কিন্তু সেই চরিত্র না হোলে হবে না। বাঁশের ছুরি দিয়ে স্টীল কাটা যাবে না। এটা আল্লাহর নিয়ম, ফেতরাহ, দীন উল ফেতরাহ, একটা সত্য এটা। বাঁশের ছুরি দিয়ে লোহা কাটা যাবে না, স্টীলের ছুরি লাগবে। এখন তোমরা যদি সেটা না হও, দুর্ভাগ্য সেটা। তোমাদেরও, আমারও। এজন্য আমি বারবার বোলেছি, আজকেও মো'জেজার দিনও সমস্ত দেশের মোজাহেদ মোজাহেদাদের কাছে আমার আবার সেই কথা তোমরা চরিত্র গঠন করো, চরিত্র গঠনের *Process* -ই সালাহ। এবং চরিত্রের মধ্য থেকে গ্লানি, ক্লেদ মুছে ফেলে দাও, চেষ্টা করো। সবাই যে সমান পারবে আমি তা বলিও না, আশাও কোরি না কিন্তু চেষ্টা *You must try*, আপ্রাণ চেষ্টা কোরবে যে তোমরা চরিত্রের গ্লানি, ক্লেদ, ময়লা তোমরা মুছে ফেলবে। উপায় হোচ্ছে সালাহ এবং আল্লাহর যেকর, আল্লাহকে মনে রাখা সব কাজে।

দেখো আমাদের সামনে চরিত্র কেন লাগবে,স্টীলের চরিত্র কেন লাগবে? যে কাজে আমরা নামলাম ধোরতে গেলে *Practically Impossible*, অসম্ভব। আমরা কয়েকটা লোক আল্লাহর অনুগ্রহে, আল্লাহর মেহেরবানীতে সত্য বুঝলাম, গ্রহণ কোরলাম, এই যে সংখ্যা আমরা, পৃথিবীর সংখ্যার তুলনায় আমরা কি? একটা ফোঁটা না, একটা ফোঁটাও না, এক নম্বর। দুই নম্বর আামাদের *Help* করার কেউ নাই। পৃথিবীতে যত রকম প্রচেষ্টা হয়, বিপ্লবে বলো *Struggle*- এ বলো কেউ না কেউ *Help* থাকে, ছোট হোক, বড় হোক তার সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। আমাদের কেউ নাই, ঊীপবঢ়ঃ অষষধয (কেবল আল্লাহ ছাড়া)। কিন্তু ব্যাপার হোচ্ছে - এই আল্লাহই যথেষ্ট, *Enough*, হাসবুনাল্লাহ, আল্লাহই যথেষ্ট। আমাদের আর কারো সাহায্য লাগবে না, কারো লাগবে না। আল্লাহই যথেষ্ট। কিন্তু আল্লাহ কোরবেন সেই চরিত্র দিয়ে, ঐ বাঁশের ছুরি দিয়ে হবে না। আমরা দাঁড়ালাম সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়া। এর আগে একটা ঘটনা বোলি। আজকে বোধহয় আমার এ বক্তব্য শুনছো এদের মধ্যে বেশ কিছু নতুন মোজাহেদ মোজহেদা আছে যারা এখনও হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আকীদা গড়ে ওঠে নাই। আল্লাহ রসুলের উপর সত্য নাযিল হোল, নবুয়্যত রেসালাত অর্পিত হোল, তিনি কাজ আরম্ভ কোরলেন, প্রথম দিকে তখন তো মোসলেমরা হজ্ব কোরত এটা তোমরা জানো সবাই, হজ্ব কোরত, সালাহ কায়েম কোরত, রোজা রাখতো সবই কোরত। হজ্বের সময় ঐ সময় আরবের নিয়ম ছিলো আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে গোত্র *(Tribe)* আসতো মক্কায়, তখন তো আরবে *Tribal System* (গোত্রভিত্তিক সমাজ)। মক্কার উপত্যকায় তাবু কোরে কোরে তারা থাকতো। এই গোত্রের তাবু এতগুলো এখানে, ঐ গোত্রের তাবু অমুকখানে এতগুলো এভাবে। রসুল নবুয়্যত পাওয়ার পর যখন বালাগ আরম্ভ কোরলেন তখন ঐ তাবুগুলিতে যেতেন, তখন হজ্বের সময় তাবুতে গিয়ে বালাগ কোরতেন। উনার বালাগ ছিলো যে আল্লাহ আমাকে রসুল কোরে পাঠিয়েছেন, নবী কোরে পাঠিয়েছেন, তোমরা ভুল পথে আছো, তোমরা নামাজ যা পড়ছো, যা কোরছো, এই যে হজ্ব কোরতে এসেছো, তোমরা রোজা করো, সবকিছু করো সব বৃথা। তোমরা তওহীদে নাই, তওহীদে আসো, বলো "লা এলাহা এল্লাল্লাহ" এবং আমাকে বলো "আমি তাঁর প্রেরিত রসুল, নবী"। এই দাওয়াত তিনি তাবুতে তাবুতে গিয়ে গিয়ে বোলতেন, তোমরা বসো আমার কথা শোন, তারা বোসতো। তাঁর বিরোধিতা কিন্তু সাংঘাতিক ছিলো শুধু মক্কায়। আরবের সর্বত্র ওরকম সাংঘাতিক বিরোধিতা ছিলো না। তাঁর বিরোধিতা ছিলো মক্কা, বিশেষ কোরে কোরায়েশ। যাই হোক একদিন গিয়ে বোলেছেন যে - তোমরা সবাই বসো। আর ওরা তো আগেই শুনেছে যে একটা লোক রসুল বোলে দাবী করে, নবী দাবী করে। উনি ওখানে বালাগ দিলেন সাধারণত

যা হয়, একদল *Favor* -এ, পক্ষে আসলো বোলল, 'হ্যাঁ সত্য কথা তো, এ কথা শুনে মনে হোচ্ছে ঠিকই তো আল্লাহর রসুলই'। আর অন্য দল বোলল, 'বাপ দাদা যা কোরে এসেছে আমরা তাই কোরব এসব কথা আমরা শুনি না।' ওদের মধ্যে তর্কাতর্কি হোচ্ছে, তখন একজন বৃদ্ধ লোক জ্ঞানী দাঁড়ালেন যে, 'হে আমার গোত্রের লোকেরা শোন, তোমাদের মধ্যে দুইটা ভাগ হোয়েছে, একভাগ এই লোকটাকে রসুল বোলে মেনে নিতে চাও, তাঁর অনুসারী হোতে চাও, তাঁর সাহায্যকারী হোতে চাও আরেক দল চাও না। না যারা তারা তো ঠিক আছো, যারা চাও তাদের সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হোল তোমরা বুঝে নিও যদি তোমরা তাঁকে *Accept* করো, গ্রহণ করো তাহোলে তোমরা একটা কাজ কোরছো কি, এই লোকটা একা সমস্ত পৃথিবীর বিরূদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অর্থ বুঝে নিও। তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অর্থ তোমরাও সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যাচ্ছো এটা বুঝে নিও।' খুব জ্ঞানের কথা বোললো লোকটা। আমাদেরও *Condition* (অবস্থা) সেইটা। আজ আমরা সমস্ত পৃথিবীর বিরূদ্ধে দাঁড়ানো কারণ সমস্ত পৃথিবী আজ দাজ্জালের হাতে। রসুলের কথা মোতাবেক এক ইঞ্চি জমি এক ইঞ্চি পানি থাকবে না যাতে দাজ্জালের *Influency*, মানে তার অধিকারে না থাকবে, যেখানে তার শক্তি চোলবে না এবং সমস্ত পৃথিবীটাকে চামড়ায় মোড়ানো একটা জিনিসের মত তার কব্জায় থাকবে। তাহোলে আমরা কোথায়? আমাদের দাঁড়াবার মতো জায়গা পর্যন্ত নাই, তাই না? আমাদের পা রাখার জায়গা পর্যন্ত নাই অথচ আমরা দাঁড়ালাম। আমরা শূণ্যের উপর দাঁড়িয়েই এটার বিরোধিতা কোরছি এবং তারা আপ্রাণ চেষ্টা কোরছে আমাদের নির্মূল করার জন্য। এই যখন *Situation* (পরিস্থিতি), তখন তাদের কী চরিত্র দরকার, বাঁশের কাঠের হোলে চোলবে? লোহা নয়, স্টীল লাগবে একেবারে স্টীল। আমি এই কথাটা আবার তোমাদের, এই মোজাহেদ মোজাহেদাদের এই মো'জেজার অনুষ্ঠানের দিন, এই বর্ষপূর্ত্তির দিন আমি আবার একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে তোমরা আপ্রাণ চেষ্টা করো সেই চরিত্র তৈরী কোরতে যে চরিত্র স্টীলের, ভাঙ্গবে না, বাঁকাবে না, দুমড়াবে না। আর তা নইলে এইসব করা যা কোরছি সবকিছু, এমন কি এই যে অনুষ্ঠান আজ কোরছো, এসবের কোন মানে নাই, কোন অর্থ হবে না।

কিন্তু অর্থ হোতে হবে। ভয় পেয়ো না যে আমরা তো একা। কোন ভয় নেই। আল্লাহ তো আমাদের সঙ্গে আছেন কোন সন্দেহ নেই, নিশ্চিন্তে থেকো তিনি আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা কোরব স্টীলের চরিত্র হওয়ার জন্য যে চরিত্র আল্লাহ চান, ততক্ষণ পর্যন্ত আর কোন ভয়ের কিচ্ছু নাই। কোন কিছুর ভয় পাবে না। খন্দকের যুদ্ধের সময় কোরায়েশরা সমস্ত আরবকে নবীর বিরুদ্ধে এক কোরল, ঐক্যবদ্ধ কোরল বহু চেষ্টা কোরে, কোরে মদীনা আক্রমণ কোরতে আসলো। ওরা সাড়ে বার হাজার এসে রসুলের সঙ্গের তিন হাজার

মো'মেনকে ঘিরে ফেললো। এই যে তখনকার দিনের যে স্টীলের চরিত্রের মোজাহেদ তারাও ভয় পেয়ে গেলেন যে সম্বন্ধে কোর'আনে আল্লাহ বোলছেন যে, "মনে আছে কি যে তোমাদের জান গলায় উঠে এসেছিলো? (সূরা আহযাব ১০)" কন্ঠে গলায় জান চোলে এসেছিলো ভয়ে। স্বাভাবিক কথা, মাত্র তিন হাজার আর সারা আরব। সবার মুখ সাদা হোয়ে গেল। তারা রসুলের কাছে গিয়ে বোললেন, 'হে রসুলাল্লাহ সমস্ত আরব এসে গিয়েছে, ঘিরে ফেলছে, সমস্ত আরব, রসুল দুইটা শব্দ বোললেন, *Uttered two words*, 'হাস্‌বুন আল্লাহ' আর কিচ্ছু বোললেন না। আর কিচ্ছু বোললেন না- ভয় পেও না বা কিছু না। খালি বোললেন 'হাস্‌বুন আল্লাহ' আল্লাহ যথেষ্ট।' বাস্তবে হোল কি? আল্লাহ যথেষ্ট হোলেন না? তোমরাও নির্ভর করো। দুনিয়া আমাদের থেকে, দাজ্জাল আমাদের থেকে যতকিছু হোক - 'হাস্‌বুন আল্লাহ', যদি ইন কুনতুম মো'মেনীন, যদি তুমি মো'মেন হও। আর এই সাহস, এই সাকিনা, আত্মপ্রত্যয়, এই *Morale* এটাকে আমি কিভাবে বোলব? সত্য এমনভাবে জানলাম, জেনেছি আর কোন ভয় নেই, কেউ আমাদের সাথে টিকবে না, এই আত্মপ্রত্যয়, *Morale* যাকে বলে, এটা যখন আসবে তখন নিজের ভেতরেই বুঝবে। তোমরা এই আত্মপ্রত্যয় আল্লাহর কাছে চাইবে, এই আত্মপ্রত্যয় সাকীনা- এটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক দরকার। খুব *Essancial* (অপরিহার্য্য) এটা ছাড়া কেউ কখনও বিজয়ী হয় না। এই দুনিয়ায় যত আর্মি আছে, যখন একটা কমান্ডার নিযুক্ত হয় সেই কমান্ডারের সর্বপ্রথম জানার বিষয় হোল আমার দলের এর *Morale* কতখানি, ঐ সাকীনা, *Morale* আত্মপ্রত্যয় কতখানি। ট্রেনিং কি, অস্ত্র কি, লজিস্টিক কি এসব দেখার আগে সবচেয়ে বড় *Concern* (বিবেচ্য বিষয়) থাকে সৈন্যদের আত্মপ্রত্যয় কি, ঐটা কমান্ডার সবচেয়ে আগে দাম দেয়। আসলেও তাই, আত্মপ্রত্যয় যদি না থাকে, যতকিছু তোমার থাকুক, সম্পদের পাহাড় থাকুক, পারবে না। *You must have morale* আত্মপ্রত্যয়, সাকিনা এটা আল্লাহর কাছে চাইবে। আর একটা সিদ্ধান্ত বোধ হয় তোমরা জেনে গিয়েছো যে আগামী সন থেকে এনশা'আল্লাহ এই বর্ষপূর্ত্তী আমরা হেজরী সন মোতাবেক কোরব। তারপর আল্লাহ যখন দীন প্রতিষ্ঠা কোরে দিবেন এটাকে পূর্ণভাবে এনশা'আল্লাহ পালন কোরব আমরা এবং এনশা'আল্লাহ পৃথিবীময়। এনশা'আল্লাহ পৃথিবীময়। আমরা হয়তো পৃথিবীময় নাও কোরে যেতে পারি কিন্তু নিশ্চিন্তে থাকো এনশা'আল্লাহ পৃথিবীময় পালিত হবে। এটা আমার কথা না, এটা আমি বোলছি আল্লাহর কথার উপর নির্ভর কোরে। তোমরা মোজাহেদ মোজহেদারা সমস্ত দেশময় বালাগ করো। ঘাবড়াবে না, কাউকে ভয় কোরবে না, আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় কোরবে না, কিন্তু উদ্ধতও হবে না, বিনয়ী হবে। বিনয়ী কিন্তু দৃঢ়, মাথা উঁচু, সবার সঙ্গে। হেযবুত তওহীদের যত মোজাহেদ মোজাহেদা আছো, তোমরা আল্লার উপর

নির্ভর কোরে বালাগ করো, কাজ করো এবং চরিত্র গঠন করো। পাঁচ দফার উপরে ইস্পাতের মতো দাঁড়াও। প্রতিটি দফা যেন তোমাদের চরিত্রের উপরে পূর্ণভাবে, পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি হয় নিশ্চিন্তে থাকো আল্লাহর নসরের। আর একটা কথা বোলি, আল্লাহর নসর ছাড়া আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কখনও আমরা বিজয়ী হবো না, *Impossible*। সেই নসর অলরেডি হেযবুত তওহীদের উপর আল্লাহ দান কোরছেন। অলরেডি বহুভাবে, সেটা বলার এখন সময় নেই। কিন্তু যেটা দিয়ে জয়ী হোতে হবে এই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে, সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে, সেটা হোল সুলতানান নাসীরাহ্ যেটা আল্লাহ কোর'আনে বোলেছেন, সুলতানান নাসীরাহ্, মহাশক্তিশালী সাহায্য। সুলতান অর্থ মহাশক্তিশালী মানে *Authority*. এটা এখনো আসে নি এবং এটা আসবে না যে পর্যন্ত তোমাদের চরিত্র গঠন না হবে, এটা আমি শিওর। এটা এনশা'আল্লাহ তোমরা চরিত্র গঠন করো, তোমরা ঈমান অর্থাৎ 'লা এলাহা এল্লালাহ' এর উপর *Absoluitly* (চরমতম) দৃঢ়তা, একীনের সাথে বিশ্বাস করো এবং জান এবং মাল একদম সমস্তক্ষণ আল্লাহর জন্য তৈয়ার, এই দুইটা শর্ত্ত পালন করো। অর্থাৎ মো'মেন হোলে এবং পাঁচ দফার উপর চরিত্র গঠন হোলে এনশা'আল্লাহ নসর অবশ্যাম্ভাবী। যে মুহূর্ত্তে সুলতানান নাসীরাহ আসবে সে মুহূর্ত্ত থেকে চিন্তার আর কোন কারণ নাই। পৃথিবীর সমস্ত শক্তি, দাজ্জালের সমস্ত শক্তি তখন আর কিছুই না, দাজ্জালের এই মহাশক্তি যা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছে এইটাও তখন কিছুই না, যখন সুলতানান নাসীরাহ আসবে। এজন্য তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো এবং নিজেদের সেভাবে তৈরী করো। শুধু দোয়ায় হবে না,নিজেদেরকে তৈরী কোরতে হবে। সমস্ত মোজাহেদ মোজাহেদা যে যেখানে আছে এদেশে, দেশের বাইরে যে যেখানে আছো সবাইকে আমার সালাম দোয়া এবং তোমাদের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী, যদিও তোমরা সবাই আমার আত্মার সন্তান। সব আমার আত্মার সন্তান, যেখানে যে আছো, দেশের মধ্যেই থাকো, বাইরে থাকো, যে যেখানে থাকো। তো দোয়া কোর আমাকে। সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতাল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ।

৪র্থ মো'জেজা বার্ষিকীতে এমামুয্‌যামানের ভাষণ

(তারিখঃ ২৪/০১/২০১২ ঈসায়ী, উত্তরা, ঢাকা)

আউযুবেল্লাহে মেনাশ শয়তানের রাজীম, বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম।

আমার প্রিয় হেযবুত তওহীদের মোখলেস মো'মেন-মো'মেনা, মোজাহেদ-মোজাহেদা, আমার আত্মার সন্তানরা, তোমাদের উপর সালামু আলাইকুম। সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতাল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ। আজকের এই অনুষ্ঠান কি জন্য তোমরা জানো। আমার এগুলো বলার দরকার নেই। আজকে তোমাদের শুধু আমি একটি বিষয়ে বোলব। কারণ লম্বা সময় আমি কোরতে চাই না। কি কি মো'জেজা সেদিন ঘোটেছিল তোমরা সবাই তা জান। বাচ্চাদের আওয়াজ বন্ধ হোয়ে যাওয়া, শীত চোলে যাওয়া, কনকনে বাতাস বন্ধ হোয়ে যাওয়া, লাউড স্পিকারের আওয়াজ নিখুঁত হোয়ে যাওয়া ইত্যাদি তোমরা জান। এগুলো আল্লাহ তাঁর মো'জেজা ঘটাবার পর একটা একটা কোরে আমাদের উপলব্ধিতে এসেছে। এর মধ্যে একটি মো'জেজা চারমাস পরে *Discover* (আবিষ্কার) করা হোল, ধরা পড়ল। সেটা সংখ্যার মো'জেজা। এ বিষয়ে আজকে তোমাদের কাছে কিছু বলার আছে। কারণ এটার অন্য দিক দিয়ে একটি গুরুত্ব আছে। সেটি হোল, আমাদের জানামতে আল্লাহ তাঁর বাণী সত্যায়ন করা জন্য সংখ্যা ব্যবহার কোরেছেন দু'বার মাত্র। একটি সূরা মোদাস্‌সের-এ। এটা এতদিন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। এখন আবিষ্কার হোয়েছে, আল্লাহ সম্পূর্ণ কোর'আনকে ১৯ সংখ্যার একটি অপূর্ব, একটি অসম্ভব বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন। কি জন্য? প্রমাণ করার জন্য যে এটা আমার কথা, আল্লাহর নিজের কথা। কারণ লোকেরা বোলত এগুলো সব গল্প, রসুলের তৈরী করা গল্প। মানুষের করা আল্লাহর করা নয়। এটাকে নিরসন করা জন্য আল্লাহ সূরা মোদাস্‌সেরে জানিয়ে দিলেন, না এটাকে আমি ১৯ সংখ্যার একটা বন্ধন দিয়ে, একটি হিসাব দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিয়েছি, এটা মোহাম্মদ (দঃ) কেন, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়, আমি ছাড়া। সমস্ত সন্দেহ নিরসন করার জন্য আল্লাহ সূরা মোদাস্‌সেরে এটি বোলে দিলেন। এটি এতদিন পর্যন্ত বোঝা যায় নি কেন?

এতদিন যারা আল্লাহর কোর'আন পড়ে এসেছেন তারা এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন- "যারা এই আয়াত সমষ্টি অর্থাৎ কোর'আনকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান কোরবে, এর প্রতি ভ্রুকুঞ্চিত কোরে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে এবং বোলবে এসব পুরনো যাদু এবং মানুষের তৈরী রচনা- তাদের আমি এমন আগুনে নিক্ষেপ কোরব যে, আগুন তাদের না ছাড়বে, না এতটুকু রেহাই

দেবে।" এই কথা বলার পর আল্লাহ হঠাৎ কোরে বোললেন- এর উপর উনিশ, আলাইহা তেস'আতা আশ'আরা। এর উপর উনিশ, একদম বেখাপ্পা শোনা যায়। এটা মানব রচিত নয়, এটা যে আল্লাহর কথা, এটি যারা বিশ্বাস কোরবে না তাদের এই শাস্তি দেওয়া হবে, বোলেই বোললেন- এর উপর উনিশ। এটার ব্যাখ্যা এই ১৪০০ বছর পারে নাই। মোফাসসেরা চেষ্টা কোরছেন, একেকজন একজন মত বোলেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে মত গৃহীত বা চালু আছে। সেটি হোচ্ছে- ঐ যে আল্লাহ বোললেন, সেই শাস্তি তাদের না কমানো হবে, না তা থেকে তারা মুক্তি পাবে সেই জাহান্নামের *Guard*, রক্ষী মাত্র উনিশজন। এর কোন মানে হয় না এ জন্য, এই বিশাল জাহান্নাম, এর রক্ষী মাত্র উনিশ জন মালায়েক, যে মালায়েকের সংখ্যা অগুনতি, অসংখ্য। যা হোক এর প্রকৃত, *Satisfactory* (সন্তোষজনক) অর্থ হয় নাই। এটা পরে কম্পিউটার সৃষ্টি হওয়ার পরে বের হোল- যে আল্লাহর সমস্ত কোর'আন ১৯ সংখ্যা দিয়ে বাঁধা, অদ্ভুতভাবে বাঁধা। আর এই সংখ্যাটা কি *Single Digit*-এর অর্থাৎ একক সংখ্যার সর্বপ্রথমটি এবং শেষটি। ১ ও ৯। ৯ এর পরে ১০ এসে গেল অর্থাৎ দুইটা সংখ্যা এসে গেল। কোর'আন শরীফ যে কতভাবে বাঁধা এগুলোই তোমরা পেয়ে যাবে মো'জেজার বইতে। কতভাবে যে বাঁধা এই কোর'আন ১৯ সংখ্যা দিয়ে, যেমন- বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম ১৯ টি বর্ণ দিয়ে লেখা, আল্লাহ সংখ্যা কতবার এসেছে, রহমান কতবার এসেছে, রহিম কতবার এসেছে। সবগুলো ১৯ সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য। এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ১৯ সংখ্যা দিয়ে বাঁধা। যা করা একজন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষ ছিলেন আমাদের রসুল। মানবজাতির মধ্যে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বোধহয় তাঁর চেয়ে ব্যস্ততম লোক আল্লাহ সৃষ্টি করেন নাই। যার *Achivement*- গুলো অর্জনগুলো, যেসব তিনি পৃথিবীতে কোরে গেছে যা আর কেউ কোরতে পারেন নাই। এতকিছু করার পর ৬৩৪৬টি আয়াতের এই বিরাট কোর'আন, এত হিসাব মনে রেখে, এর মধ্যে আল্লাহ শব্দ এতটির বেশি হবে না কম হবে না, রহমান শব্দটি এতটির বেশি হবে না কম হবে না, রহিম এতটির বেশি হবে না কম হবে না এভাবে তৈরী করা অসম্ভব। তাঁর মত ব্যস্ততম লোকের কথা বাদ দিলেও যদি কোন লোক সারা জীবন এর পেছনে ব্যয় করে তাও সম্ভব নয়। এটা শুধু সম্ভব একমাত্র আল্লাহর পক্ষে এবং এর প্রমাণ তিনি দিয়ে দিলেন সূরা মোদাসসেরে।

আর মো'জেজা ঘটার চার মাস পর আবিষ্কার করা গেল, সেদিন আমি মোজাহেদদের উদ্দেশ্যে যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়েছিলাম সেটি ৩ সংখ্যা দিয়ে ঐরকমভাবে বাঁধা। এটা

আমিও জানতাম না কেউ জানত না। চার মাস পর সেটা আল্লাহর ইচ্ছায় পাওয়া গেল। এ পর্যন্ত সত্যায়নের জন্য আল্লাহ যা যা কোরেছেন, তার মধ্যে সংখ্যা দিয়ে এই দু'টিই পাওয়া যাচ্ছে। সেটা কেমন কোরে তা তোমরা মো'জেজার বইতে পেয়ে যাবে। তোমরা দেখে নিও।

এখানে আমার বক্তব্যের যে *Important* দিক তা হোল এই যে, কোর'আনকে আল্লাহ যেভাবে ১৯ দিয়ে বেঁধেছেন, এই বক্তটিকেও আল্লাহ ৩ দিয়ে বেঁধেছেন। আল্লাহ বেঁধেছেন, আল্লাহ ছাড়া কেউ পারবে না। এটা প্রকাশ কোরব কি কোরব না এটা নিয়ে আমি দ্বিধায় ছিলাম। কারণ, আমাদের খুঁত ধরার লোকের অভাব নেই। যেসব জিনিসের সাথে আমাদের কোন *Concern* (সম্পর্ক) নেই পর্যন্ত। একটা হোল তিলকে তাল করা, একটা মিথ্যাকে বিরাট কোরে বলা এক কথা। আর যার কোন ভিত্তিই নাই এমন কথা, হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে আমাদের বিরোধীরা, নাস্তিকরা এবং দুর্ভাগ্যক্রমের আলেম ওলামা বোলে যারা পরিচিত, এসলামের ধ্বজাধারী তারা কোরেছেন। কি বোলেছেন? আমরা নাকি পূব দিকে মুখ কোরে নামায পড়ি, আমাদের আত্মাও জানে না এমন কথা। আমরা নাকি কালো কাপড় দিয়ে কাফন পরাই। আমরা নাকি মুর্দাকে কবর না শুইয়ে বাসিয়ে কবর দেই ইত্যাদি যা আমারা স্বপ্নেও ভাবি নি। সেখানে আমার এ ভাষণটির সাথে কোর'আনের মিলের কথাটি যখন আমরা বোলব তখন তারা বোলবে- কী! এতবড় ধৃষ্টতা। আল্লাহর কোর'আনের সাথে তুলনা কোরছে। আমি জানি এটা হবে। কাজেই এটা প্রকাশ করার বিষয়ে আমার দ্বিধা ছিল। তাই আল্লাহকে বোললাম, আল্লাহ কি করব? তারপর আস্তে আস্তে বুঝ আসল। কি বুঝ আসল? সত্য-সত্য। মিথ্যা-মিথ্যা। আল্লাহর রসুলের নীতিও ছিল সত্য-সত্য। সে সত্য তোমার পক্ষে থাকুক, সে সত্য তোমার বিরুদ্ধে যাক সেটা বোলবে, সেটা প্রকাশ কোরবে। তোমার পক্ষে আসুক ভালো কথা। তোমার জন্য ক্ষতিকর হবে তাও বোলবে, ছাপাবে না। আমি দুইটি উদাহরণ দিই। আল্লাহর রসুলের ৩ বছরের ছেলে এবরাহীম যেদিন এন্তেকাল কোরলেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হোল। যাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল, এ লোকটি যে আল্লাহর রসুল দাবী করা তা ঠিক কিনা, তারা দেখল- যার ছেলে মারা যাওয়ায় সূর্যগ্রহণ হয়, সে তো নিশ্চয়ই আল্লাহর রসুল। এ কথা মুখে মুখে প্রচার হোতে থাকল। আমরা হাদীসে এবং ইতিহাসে কি পাই? আল্লাহর রসুল যখন শুনলেন কথাটা, তিনি বের হোয়ে লোকজন ডাকলেন এবং লোকদের বোললেন- আমি শুনছি তোমরা অনেকেই বোলছ, আমার ছেলে এবরাহীমের এন্তেকালের জন্য নাকি সূর্যগ্রহণ হোয়েছে। এ কথা ঠিক নয়। এবরাহীমকে আল্লাহ নিয়ে গিয়েছেন আর সূর্যগ্রহণ একটি প্রকৃতিক নিয়ম। এর সাথে এবরাহীমের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ সময় যখন প্রচণ্ড সংগ্রাম চোলছে, মানুষজন আল্লাহর রসুলকে মানবে কি

মানবে না এমন সংঘাত চোলছে। এমতাবস্থায় রসুল কিছু না বোলে যদি শুধুমাত্র চুপ থাকতেন, কিছু বোলতেন না, তাও দেখা যেত অনেক লোক তাঁর উপর ঈমান এনে এসলামে দাখিল হতো। কিন্তু তিনি ছিলেন সত্য। কাজেই তিনি বোললেন, 'না, এর সাথে এবরাহীমের কোন সম্পর্ক নেই, তোমরা ভুল বুঝ না।' এতে নিজের ক্ষতি হোল। কিন্তু যেহেতু এ কথা সত্য নয়, সত্যের উপর কঠিন অবস্থান থাকার কারণে তিনি তা ঢেকে দিলেন। দ্বিতীয় উদাহরণটি হোল মেরাজ। মেরাজ সম্পর্কে কে না জানে, আমি বেশী কিছু বোলতে চাচ্ছি না। রসুল যখন মেরাজ থেকে ফিরলেন, সময় তো পার হয়নি। এখানে একটি কথা বলা দরকার- যে সাইন্স জানে না তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। আমাদের আলেম-ওলামা শ্রেণীর পক্ষে মেরাজ বোঝা সম্ভব নয়। মেরাজের সাথে *Dimention* জড়িত। আমার একটি আর্টিকেলে আমি ডাইমেনশনের অর্থ কোরেছি বিসতৃতি। যেমন- *Space* (শূন্যতা) একটি ডাইমেনশন, সময়- একটি ডাইমেনশন। এগুলো যারা জানবে না, বুঝবে না তাদের পক্ষে মেরাজ বোঝা অসম্ভব। যা হোক রসুলকে আল্লাহ নিয়ে গেলেন ও ফিরিয়ে আনলেন- এতে পৃথিবীর একটি সেকেন্ড সময়ও অতিবাহিত হয় নি কিন্তু ঐখানে হাজার হাজার বছর চোলে গেছে। তখন উনি তাঁর চাচাতো বোনের বাড়িতে ছিলেন। প্রথম দেখা হোল বোনের সাথে। তিনি বললেন- আল্লাহ জীবরাঈল পাঠিয়ে প্রথমে আমাকে জেরুসালেম, বায়তুল মোকদ্দস এবং সেখান থেকে সাত আসমান ভেদ কোরে আল্লাহর আরশে নিয়ে গেছেন। সেখানে আল্লাহর সাথে আমার দেখা হোয়েছে এবং আল্লাহর সাথে কথা হোয়েছে, তারপর আমাকে আবার ফেরৎ পাঠানো হোয়েছে। উম্মে হানী বোললেন- সর্বনাশ এ কথা বাইরে বোল না। এ কি অসম্ভব কথা। কেউ তোমার কথা বিশ্বাস কোরবে না। তোমার উপর মানুষের যে ঈমান এসেছিল তাও যাবে। কিন্তু রসুল ছিলেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বলিয়ান। তিনি এসেছেন হক নিয়ে, তিনি হক, তিনি হককে ছাড়বেন না, প্রকাশ কোরবেন। তিনি বোললেন- আমি যাচ্ছি সকলকে বোলতে। তাঁর বোন তার পেছন থেকে কাপড় টেনে ধরলেন। তিনি কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে গিয়ে মেরাজের কথা প্রকাশ কোরলেন। রসুল কি বোকা ছিলেন, তাঁর বোন যে কথা বোললেন তা কি তিনি বোঝেন নি? তিনি কি বোঝনে নি এ কথা বোললে তাঁর সর্বনাশ হাওয়ার সম্ভাবনা। তিনি পিছ্ পা হোলেন না। কেন হোলেন না? সত্য সত্যই, মিথ্যা মিথ্যাই। তিনি এসেছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সেটা যে কোন রকম সত্যই হোক। তিনি গিয়ে মেরাজের ঘটনা প্রকাশ কোরলেন, তখন হুলুস্থুল পড়ে গেল, বলে কি, কী অসম্ভব কথা! একজন গিয়ে আবু বকরকে (রাঃ) বোললেন, 'এই যে দেখেন আপনার বন্ধু কি বলে। আল্লাহ নাকি জীবরাঈল দিয়ে তাকে সাত আসমান

ভেদ কোরে আল্লাহর আরশে নিয়ে গেছেন এবং আল্লাহর সাথে নাকি তার কথা হোয়েছে এবং আবার ফেরৎ এসেছে।' যিনি বোললেন তিনিও একজন আসহাব, অর্থাৎ তিনিও বিশ্বাস করেন নি। আবু বকর কি বোললেন - 'তিনি কি সত্যিই এ কথা বোলেছেন?' লোকটি বোললেন, 'হ্যাঁ আমি নিজে শুনে এলাম তো।' আবু বকর (রা:) বোললেন, 'তিনি যদি বোলে থাকেন তাহোলে সত্য। তিনি আল্লাহর রসুল, মিথ্যা বোলবেন না।' আবু বকর (রা:) এর এই কথার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে টাইটেল, উপাধি এলো 'সিদ্দিক'। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, সেদিন এক আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিল না যার মনে মেরাজের কথা শুনে সন্দেহ আসে নি। না হোলে শুধু এক আবু বকর (রা:) সিদ্দিক উপাধি পেলেন কেন? যা হোক দু'টি উদাহরণ দিলাম। এখান থেকে বোঝা যায়, সত্য সত্যই। সে সত্য তোমার পক্ষে থাকুক, বিপক্ষে যাক। রসুল প্রথমটি বোলে নিজের ক্ষতি কোরলেন। বহু লোক আসত, বহু লোক তাকে মেনে নিত এবং দ্বিতীয়টা অনেক লোক তার উপর থেকে ঈমান চোলে যাওয়ার মত কথা। অনেক লোকের ঈমান সেদিন চোলেও গেছে। অনেক লোক তাঁর উপর থেকে ঈমান হারিয়ে ফেলল। কারণ এ ঘটনা হোতেই পারে না। কিন্তু রসুল ঠিক বোলে দিলেন, প্রকাশ কোরে দিলেন। তিনি কি জানতেন না এর ফল কি হবে? তার পরেও বোললেন।

আমার দ্বিধা এবং সংশয়ের মধ্যে যখন এ বিষয়টি আমার মনে আসল তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি প্রকাশ কোরব। আমি জানি লোকে বোলবে যারা বলার, কী ধৃষ্টতা, কী অডাসিটি, কী বে-আদব যে এই লোক বোলছে তার ১০ মিনিট ৯ সেকেন্ডের ভাষণ তেমনভাবে বাঁধা যেমন আল্লাহ কোর'আনকে একটি সংখ্যা দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন। আমি জানি। তার পরেও যে কারণ আমি এতক্ষণ বোললাম সে কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম প্রকাশ কোরব। যা হোক, একথা তোমরা মনে রাখবে- এটা প্রকাশ করা হোয়েছে এজন্য যে সত্য সত্যই। তিন সংখ্যা দিয়ে বাঁধার ক্ষেত্রে আমার কোন হাত ছিল না। বাচ্চাদের নিশ্চুপ থাকা, বাতাস বন্ধ হওয়া ইত্যাদি যে বিশ্বাস কোরলে কোরবে না কোরলে কোরবে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হোল সংখ্যার বাঁধনটি। সূরা মোদাসসেরে আল্লাহ যে বোললেন, আমার কোর'আনকে আমি ১৯ সংখ্যা দিয়ে বেঁধে দিয়েছি এটি যারা অবিশ্বাস কোরবে তাদের মত এই তিন সংখ্যার বন্ধনী যারা অবিশ্বাস কোরবে তাদেরও একই অবস্থা হবে কিনা আমি জানি না। হাবার কথা, কারণ আমি নিজে এটা পারতাম না, আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমরা এটা মানুষকে যখন বোলবে সাবধানে বোলবে, বাড়িয়ে বোলবে না, এতটুকও বাড়িয়ে বোলবে না, সত্য যেটা ঘোটল, যার প্রমাণ রোয়ে গেছে তোমরা শুধু সেটা মানুষকে বোলবে,

আর কিছু বাড়িয়ে বোলবে না। এ সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকবে, কারণ ওরা বোলবেই; কী! কোর'আনের সাথে *Compare* করে। এই তিন সংখ্যার বাঁধন কি আমি কোরেছি? যিনি করার তিনি কোরেছেন। একটা জিনিস তোমরা মনে রাখো, এই মো'জেজা আল্লাহ কেন করেন, কখন করেন? আল্লাহ জানেন তিনি যখন দুনিয়াতে রসুল পাঠাবেন। তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বোলবে, 'তুমি তো আমাদের মতই খাওদাও, ঘুরে বেড়াও, তুমি যে আল্লাহর রসুল তার প্রমাণ কি?' এটা মানুষের অধিকার, কারণ একজন এসে বোলল আমি আল্লাহর রসুল আর হোয়ে গেল?

দুইভাবে এর প্রমাণ হোতে পারে, তাঁর চরিত্র, তাঁর সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি দেখে মানুষ যুক্তি দিয়ে চিন্তা কোরে বুঝতে পারবে উনি আল্লাহর রসুল। অর্থাৎ চিন্তাভাবনা কোরে, যে চিন্তাশক্তি আল্লাহ মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে দেন নি। আর যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝে নেয়ার শক্তি যাদের নাই তাদের জন্য চাক্ষুষ প্রমাণ প্রয়োজন হয়। এজন্য আল্লাহ বোলেছেন- আমি আমার সকল নবী রসুলকে মো'জেজা দিয়ে পাঠিয়েছি (সূরা এমরান ১৮৩-১৮৪)। তাদের সন্দেহ নিরসন করার জন্য, সত্যায়ন করার জন্য। না হোলে তারা আল্লাহকে প্রশ্ন কোরতে না পারে- হে আল্লাহ তুমি যাকে পাঠিয়েছ, সে তো আমাদের মতই খায়দায়, ঘুমায় ইত্যাদি তাহোলে আমরা কি কোরে বুঝব যে তুমি তাকে পাঠিয়েছ? সেটা যেন না বোলতে পারে সেজন্য আল্লাহ অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ সকল নবী রসুলকে মো'জেজা দান কোরেছেন। আল্লাহর রসুল ঈসা (আ:) বোললেন আমি আল্লাহর রসুল, তাঁর কাজকর্মে ছোটখাট বহু কিছু দেখে অনেকে বিশ্বাস কোরল তিনি আল্লাহর রসুল। আর বাকী ঈহুদীরা বিশ্বাস কোরল না। তাদের জন্য আল্লাহ ঈসাকে (আ:) বোললেন তিন দিনের মৃতকে জীবিত করার জন্য। অনেক ইহুদীদের সামনে ঈসা (আ:) গিয়ে ল্যাজারাসকে বোললেন- ল্যাজারাস রাইজ, ওঠ। তার কথায় ল্যাজারাস উঠে দাঁড়াল, জীবন্ত হোয়ে গেল। সকলে স্বচোক্ষে এ ঘটনা দেখল। এর পর আর কোন প্রশ্ন থাকে ঈসা (আ:) আল্লাহর রসুল কিনা? কিন্তু তারপরও তারা বিশ্বাস কোরল না। তারা বলল এটি যাদু। যাদু দিয়ে তিনদিনের মৃত মানুষকে বাঁচানো যায়? তাহোলে ঐ যাদুকর পৃথিবীতে বহু লোককে জীবিত কোরত এবং প্রতিটা লোক জীবিত করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা পেত। জীবন দেয়া, হায়াৎ দেওয়া আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরেও তারা অবিশ্বাস কোরল। এই অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আল্লাহ বোললেন- যে আগুন তাদের না ছাড়বে না বিন্দুমাত্র রেহাই দেবে।

এটা হোল সত্যায়নের শেষ। এর পরে আর সত্যায়নের কিছু নেই। এখন চার মাস পরে আবিষ্কার হোল এটা তিন দিয়ে বাঁধা। এটা আমি বেঁধেছি? আমি বাঁধি নাই। এই যে বোললাম আমার দ্বিধা, বাইরে বোললে কি হবে? কিন্তু যেহেতু আমি আল্লাহর রসুলের অনুসারী হওয়ার চেষ্টা কোরছি। তিনি কিভাবে কি কোরেছেন তা অনুসরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা কোরছি আমি। সেহেতু- যেহেতু আমি দেখলাম তিনি এই কোরেছেন, তাঁর নিজের বিরুদ্ধে গেলেও তিনি সত্য প্রকাশ কোরেছেন। আমি এখন তারই অনুসারী হোয়ে, জেনে নিয়ে যে আমার এ কথা প্রকাশ হোলে এই হবে তা বুঝে এ কথা প্রকাশ কোরে দিলাম। তোমরা এটা নিয়ে খুব সতর্ক থাকবে। তারপর যাদের আল্লাহ সীলমোহর কোরেছেন, চোখ থাকতে অন্ধ কোরেছেন, কান থাকতে বধির কোরেছেন, এবং বুকে সীল মেরেছেন তাদের তুমি বুঝাতে পারবে না, তারা বোলবেই বোলবে। আম-লাম তুমজির হুম লা- ইউমিনুন। তারা ঈমান আনবেই না। ওখানে আর কিছু বলার নাই।

তোমরা আল্লাহর দীন পেলে, দীনুল হক, হেদায়হ পেলে এর শোকর তোমরা আদায় কোরতে পারবে না। কেউ পারবে না, আমিও পারব না। ঐ যৎসামান্য চেষ্টা, যতটুকু পার আল্লাহর শুকরিয়া কর। আর যে রাস্তা পেয়েছে এতে যথাসাধ্য আপ্রাণ চেষ্টা কর। আজ তাহোলে এ পর্যন্তই। সালামু আলাইকুম।

সেই ঐতিহাসিক ভাষণের বিভিন্ন দিক

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এই ঐতিহাসিক ভাষণের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করার পূর্বে একটা কথা বোলতেই হয়, তা হোল আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর মনোনীত ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দারাই পারেন এমন অল্প কথায় ব্যাপক অর্থবোধক ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিতে। এমামের এই ঐতিহাসিক ভাষণ লক্ষ্য কোরলে বোঝা যায় যে এটা মহান আল্লাহর বাণী যা তিনি মাননীয় এমামুয্যামানের মুখ দিয়ে বোলিয়েছেন। আমরা যেন আল্লাহর এ বাণী হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারি তাই তিনি এই মহা-গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের সময়ে ১৪ শ' বছর পরে আবার মো'জেজা ঘটালেন। সংক্ষিপ্ত এ ভাষণটির মধ্যে কয়েকটি পর্যায় রোয়েছে। এই পর্যায়গুলিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হোয়েছে।

প্রথম পর্যায়: ভাষণের শুরুতেই এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের সকল মোজাহেদ মোজাহেদাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। 'আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখেন, হেফাজত করেন, রহম করেন।' বেছে বেছে তিনি তিনটি বিষয় উল্লেখ কোরলেন, প্রথমতঃ ভালো রাখেন অর্থাৎ শান্তিতে রাখেন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামষ্টিক সকল ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়তঃ হেফাজত করেন অর্থাৎ এবলিসের প্ররোচনা ও আন্দোলনের কাজ কোরতে গিয়ে সার্বক্ষণিক এবলিসের বাহিনীর অর্থাৎ শত্রুপক্ষ থেকে ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা থেকে। তৃতীয়তঃ রহম করেন, কারণ আল্লাহ যাদের রহম করেন, ভালোবাসেন তাদের কোন ভয় নেই। এমামের এ সংক্ষিপ্ত দোয়ায় সকলের আত্মা পরম তৃপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: এ পর্যায়ে এমাম বালাগ কার্য্যক্রম কেন এভাবে সীমিত করা হোয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। বালাগ কোরতে গিয়ে তাগুতদের দ্বারা মোজাহেদ মোজাহেদারা প্রায়ই বাধাপ্রাপ্ত হোয়ে পরিশেষে প্রশাসন কর্তৃক চরম হয়রানী, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির কারণে ব্যয়ভার সাধ্যাতীত হওয়ার বিষয়টাই তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'বালাগ কোন অবস্থায়ই বন্ধ হবে না।' অর্থাৎ বালাগ চোলবে নিরন্তরভাবে। এখানে বালাগ কেন সীমিত করা হোল তার আকীদা পরিস্ফুটিত হয়। সুতরাং সেই আকীদা মাথায় রেখেই বালাগ কোরতে হবে। এ কথা দ্বারা সকলকে বুঝে নিতে হবে, বালাগ সীমিত করার মানে এই নয় যে বালাগ বন্ধ, বরং বালাগ চোলবে কিন্তু খেয়াল রাখবে মামলা মোকদ্দমার পরিস্থিতি যত কম সম্ভব সৃষ্টি হয়। একে একদিকে আপাতদৃষ্টিতে এক কঠিন নির্দেশ মনে হয়; কারণ আমাদের অবস্থা এমনই, বালাগ করার সময় কখন এবং কোথায় সমস্যা সৃষ্টি হবে তা কেউ আগে থেকে বোলতে পারে না। কিন্তু তবুও বলা হোচ্ছে, মামলা

মোকদ্দমা যাতে কম হয়। এখানে আমাদের একটা প্রশিক্ষণ হবে যদি আমরা এর এতায়াত কোরতে পারি। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় যে কাজ করা সহজ, অস্বাভাবিক অবস্থায় তা করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। বিশেষ কোরে ঐ কাজ করার জন্য এমন কতগুলি শর্ত্ত থাকে যা পূরণ কোরতে গেলে মূল কাজ করা কঠিন হোয়ে দাঁড়ায় তবে সেক্ষেত্রে কাজ কোরতে গিয়ে সতর্কতা, কঠিন এতায়াত, পরিস্থিতি মূল্যায়ন, পরিবেশ অনুধাবন ইত্যাদি বিবেচনা কোরতে কোরতে মোজাহেদদের মধ্যে অস্বাভাবিক কঠিন ও বৈরী পরিবেশেও বালাগ বা সংগ্রাম করার গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। যে মোজাহেদ এভাবে যখন যে হুকুম আসে তা অকপটভাবে মেনে নেয় এবং যথাযথ আনুগত্য করে তবে সে মোজাহেদ যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন কাজ করার যোগ্যতা অর্জন কোরবে।

তৃতীয় পর্যায়: এই ঐতিহাসিক ভাষণে অদূর ভবিষ্যতে হেযবুত তওহীদের বিজয়ের ঘোষণা করা হোয়েছে। মহান আল্লাহ সমস্ত দুনিয়ায় সুনিশ্চিতভাবে হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত কোরবেন এমামের মাধ্যমে তিনি এই ঘোষণা দান করেন। এমাম মো'মেনদের হতাশ না হওয়ার নসিহত করেন এবং বিজয়ের জন্য দু'টি শর্ত্তের কথা উল্লেখ করেন, ১) ঈমান আকীদা ঠিক রাখা ও ২) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কাল করা।

উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, মক্কার তের বছরের বালাগ পর্যায়ের শেষের দিকে যখন মো'মেনরা কাফেরদের দ্বারা অসহনীয় নির্যাতন, নিপীড়ন ও সামাজিক বয়কট, লাঞ্ছনার চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন, ধৈর্য্যের বাধ আর মানে না, এমন কথা বলা শুরু কোরেছেন যে- 'কখন আসবে আল্লাহর নসর (বাকারা-২১৪), এমন সংকটময় মুহূর্ত্তেই আল্লাহ নবীর মাধ্যমে মো'মেনদেরকে আল্লাহর নসর (মহা-শক্তিশালী ও সিদ্ধান্তকারী সাহায্য- সুরা বনী এসরাঈল ৮০) ও আসন্ন বিজয়ের (সফ-১৩) শুভ সংবাদ দিলেন। হেযবুত তওহীদের বর্ত্তমান সংকটকালকে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ কোরি, আমরা দেখবো জেল, যুলুম, নির্যতন, ঘর ছাড়া, বাড়ি ছাড়া, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, সামাজিক বয়কট, রাষ্ট্রীয় নির্যাতন সবকিছু মিলে আমাদের অধিকাংশ মোজাহেদ মোজাহেদা সবরের চুড়ান্ত সীমায় উপনীত হোয়েছেন। অনেকে বোলতে আরম্ভ কোরেছেন, কখন আসবে সেই দিন? এমনই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে এমামুয্যামান আল্লাহর নসর ও আসন্ন বিজয়ের শুভ সংবাদ দিলেন। বিষয়টি রসুলাল্লাহর ১৩ বছরের মক্কী জীবনের সাথে হুবহু মিলে যায়। এমামের এই ঘোষণা শুনে সকলের মনে এক ধরণের প্রশান্তি, দৃঢ়তা দেখা দিলো, মনোবল চাঙ্গা হোলো, তারা পুরোদমে আবার বালাগ কার্য্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হোলেন।

চতুর্থ পর্যায়: বিজয়ের জন্য চরিত্র কেমন হওয়া উচিত তা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে যেভাবে ভাষণটিতে বলা হোয়েছে তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। 'কাঠের তলোয়ার দিয়ে লোহা কাটা যায় না। লোহা কাটতে হোলে স্টীলের তলোয়ার লাগবে।' এই কথা দ্বারাই বুঝে নিতে হবে, আমাদের শত্রুর অবস্থা, ক্ষমতা, সীমানা ইত্যাদি। ঐ ব্যাপক বিস্তার, প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী শত্রু (দাজ্জাল) এর মোকাবেলা কোরতে হোলে কেমন ঐক্য, শৃংখলা, এতায়াত, হেজরত, জানমাল দিয়ে সংগ্রাম করার চরিত্র এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রয়োজন তা এমাম অনুপম এক উপমা দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন।

পঞ্চম পর্যায়: এই অসাধারণ অথচ সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্য দিয়ে এই প্রথম হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদারা মৃত্যু পর্য্যন্ত তওহীদে দৃঢ় থাকলে তারা যে 'রাদি'আল্লাহু আনহু' হবেন এই শুভ সংবাদ দেওয়া হলো। পরিশেষে এমাম সকলের কাছে নিজের জন্য দোয়া চাইলেন। আগে আমরা মনে কোরতাম এমামতো আল্লাহ কর্ত্তৃক মনোনীত নেতা। সুতরাং তাঁকে আল্লাহ নিশ্চয়ই মহা-সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত কোরবেনই (এবং এটাই সত্যি), তারপরেও তাঁর জন্য দোয়ার প্রয়োজন কি? কিন্তু এই ভাষণের পর উপলব্ধি হোল, হ্যাঁ, এমামের জন্য আমাদের কায়মনোবাক্যে দোয়া করা দরকার। রসুলাল্লাহর জন্য আসহাবরা দোয়া কোরেছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁর উম্মাহর সকল সদস্য দোয়া কোরবেন। আমাদের এমামের জন্য আরও বেশী দোয়া করা দরকার। কারণ কোন নবীর সামনে দাজ্জাল ছিলো না; মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু দাজ্জালকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের এমাম দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং দৃঢ়তার জন্য দোয়া তাঁর সবচাইতে বেশী দরকার।

সেই জন্য মহান প্রভুর দরবারে আমাদের কাতর ফরিয়াদ, "হে আল্লাহ! তুমি এব্রাহীমকে (আ:) অগ্নিকুণ্ডের সামনে যে দৃঢ়তা দান কোরেছো, রসুলাল্লাহকে ওহুদে, হোনায়েনে যে দৃঢ়তা দান কোরেছো আমাদের এমামকে সেই দৃঢ়তা দান কর, বরং তার চাইতেও বেশী দৃঢ়তা। কারণ তিনি নবী-রসুল না হোয়েও এমন বিরাট একটি কাজ কোরতে দাঁড়িয়েছেন যা কোন নবী-রসুলকেও কোরতে হয় নি। মো'জেজার দ্বারা যাঁকে তুমি এ যামানার এমাম হিসাবে সত্যায়ন কোরেছ, আমাদেরকে তাঁর যোগ্য অনুসারী করো। অতি শীঘ্র তুমি মো'জেজার মাধ্যমে যে সুসংবাদ জানিয়েছ তা বাস্তবায়ন করো। আমাদের এমামকে সুলতানান্ নাসীরাহ্ দান করো। আল্লাহুম্মা আমীন।"

মো'জেজার সত্যায়ন

এক.

[ঢাকার শ্যামপুর শাখার মোজাহেদ মো: হাবিবুর রহমানের প্রতি আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ কোরেছেন, যার ফলে তিনি ২ তারিখের মো'জেজা কিভাবে সংঘটিত হোল তা দেখতে পেরেছেন। হাবিবুর রহমানের নিজের ভাষায় শুনুন তার অসাধারণ অভিজ্ঞতার বিবরণ।]

আমি ১৬/০৪/২০০৮ ঈসায়ী ফজরের সালাহ কায়েম কোরি। সালাহ শেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কোরি। আমি অন্যান্য বিষয়ের সাথে এও চাই যে, "হে আল্লাহ তুমি আমাকে মো'জেজা বুঝিয়ে দাও, উপলব্ধি করার শক্তি দাও। আমার তো তোমার মো'জেজা বোঝার সেই জ্ঞান নেই, তাই তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও।" এই বোলে আমি মোনাজাত শেষ কোরি এবং মুসাল্লায় বসা অবস্থায়ই চোখ বন্ধ কোরে মো'জেজা নিয়ে চিন্তা কোরতে থাকি। এমতাবস্থায় আমার অন্তরে সেই মো'জেজার স্থানের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ ভেসে উঠলো। আমি দেখলাম ছাদের পূর্ব উত্তর কোণে, যেখান থেকে ছাদটি সম্পূর্ণ দেখা যায় সেখানে, কিছুটা উপরে একটি ছায়ার মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। আমি বুঝলাম- সেটি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, আমি আল্লাহকে দেখছি। দেখলাম স্বয়ং আল্লাহ তাঁর হাত উঠিয়ে আঙ্গুল খাঁড়া কোরে সরাসরি হুকুম কোরছেন যে, "এই বাতাস বন্ধ হও! এই শব্দ বন্ধ হও!" এভাবে আল্লাহ একটা একটা কোরে আদেশ দিয়ে সেগুলো বন্ধ কোরে দিচ্ছেন। এরকম দেখার পর হঠাৎ আমি চৈতন্য ফিরে পাই। এরপর আমার ভিতর প্রচণ্ড অস্থিরতার সৃষ্টি হয় এবং আমি বাসা থেকে বের হোয়ে পড়ি এবং আমার আমীরের বাসায় গিয়ে তার কাছে ঘটনাটি খুলে বোলি।

এমামুয্যামান বোলেছেন, আমার বড় বইয়ের শেষ পৃষ্ঠায় রসুলের যে হাদীসটি আমি উল্লেখ কোরেছি অর্থাৎ রসুল তাঁর আসহাবদেরকে একদিন বোললেন, "ভবিষ্যতে এসলাম বিকৃত হোয়ে যাবার পর হিন্দের (ভারতের) পূর্বে একটি সবুজ দেশ থেকে প্রকৃত এসলাম পুনর্জীবন লাভ কোরবে।" ০২/০২/২০০৮ তারিখের মো'জেজার মাধ্যমে আল্লাহ এ হাদীসটিরও সত্যায়ন কোরলেন।

দুই.

উত্তরার মোজাহেদ ইয়াহিয়া আল জাহেদ খন্দকারের বাসায় কাজ কোরতেন মোজাহেদ মো: ওয়াহেদুল এসলাম শাহীন। গত ১৫/০৬/০৮ তারিখে অন্যান্য দিনের মতই শাহীন তার কর্মস্থলে ছিলেন। সন্ধ্যার সময় চারিদিক অন্ধকার হোয়ে ঝড় উঠলো। তার হাতে একটি কাগজ ছিলো। বৃষ্টি হবে ভেবে তিনি বাড়ির সিকিউরিটি গার্ড মো: শফিকের ঘরে কাগজটি রেখে আসতে যান। যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন বাসার উঁচু বাউন্ডারী দেয়াল পার হোয়ে ভিতরে কিছু একটা এসে পোড়ল। তিনি শফিককে বোললেন, 'কি পোড়ল দেখেন তো', বোলে তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত হোয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে শফিক একটি কাগজ এনে তাকে দিয়ে বোললেন, 'এই কাগজটা দেয়ালের ওপাশ থেকে এসে পোড়েছিলো।'

কাগজটি হাতে নিয়ে শাহীন হতবিহ্বল হোয়ে যান। প্রায় দুই মাস আগে ১৪/০৪/০৮ তারিখে গ্রুপ মিটিং-এ বসে তিনি এ কাগজটিতেই মো'জেজা সংক্রান্ত দু'টি নির্দেশের খসড়া লিখেছিলেন। নির্দেশ দু'টি নিজের নোটবুকে পরিষ্কার ভাবে লিখে ফেলার পর খসড়া কাগজটি তিনি আরো কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কাগজের সাথে একত্রে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে পরদিন ১৫ এপ্রিল) জনাব ইয়াহিয়ার আগের বাসার সামনের রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। নির্দেশ দু'টি ছিল- (১) মো'জেজার ঘটনা সবাইকে বলা যাবে, (২) মো'জেজার উপলব্ধি লিখে দিতে হবে ১৭ তারিখের মধ্যে। পরে সেই বাসা বদল কোরে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে নতুন বাসা নেওয়া হয়। এ দু'মাসে কত ঝড়-বৃষ্টি হোয়েছে যাতে এ কাগজের কোন চিহ্নও থাকার কথা না। তারপরেও মহান আল্লাহ সেই কাগজটিকে একই সাথে ফেলা অন্যান্য কাগজগুলি থেকে আলাদা কোরে যেভাবে ফেলা হোয়েছিল ঠিক সেই মোচড়ানো অবস্থায় দুই মাস পরে এত দূরে এনে যার কাগজ তার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। কারণ এতে আল্লাহর নিজের সংঘটিত মহা-সম্মানিত মো'জেজার কথা উল্লেখ আছে। তাই এটি আর কোন সাধারণ কাগজ নেই। অসম্ভব এ ঘটনাটিও একটি মো'জেজা যার মাধ্যমে আল্লাহ পুনরায় মো'জেজার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

তিন.

গত (আনুমানিক) ১৫ই জুন, ২০০৮ রাত ১০টায় কুষ্টিয়ার মঙ্গলবাড়ীয়া ইউনিটের মোজাহেদ মো: মাজেদুর রহমান তার শশুরবাড়ী পাশের গ্রাম চারুলিয়াতে যান মো'জেজার গুরুত্ব ও

সিম্বল সম্পর্কে আলোচনা কোরতে। সেখানে তার স্ত্রী বিলকিস আরা খাতুন, শালিকা চম্পা খাতুন ও সদ্য দীন গ্রহণকারী তার শ্যালক শামীমের সাথে মো'জেজা ও সিম্বল নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনার আগেই তিনি বলেন, 'সবাই আমার কথায় দিকে মনোযোগ দাও, এখন আমি মো'জেজার বিষয়ে আলোচনা কোরব।' আলোচনার শুরুতেই তার সন্তান মুসান্না (৩) বিরক্ত কোরছিল। স্ত্রী বিলকিস তাকে ঘুম পাড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে পাশেই শুয়ে পড়েন। মাজেদ তাকে একবার সতর্ক করার পর স্ত্রী বিলকিস বলেন, 'তুমি বলো আমি শুনছি।' কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিনি স্বামী মাজেদকে উদ্দেশ্য কোরে বলেন, 'তুমি আমার পায়ে আগুন দিলে কেন?' মাজেদ তার কথায় স্তম্ভিত হোয়ে পড়েন এই ভেবে যে তিনি আবার কখন আগুন দিলেন। কিন্তু বিলকিস দৃঢ় ভাবে বলেন, 'না, তুমিই আগুন দিয়েছো।' এই বোলে তিনি তার পা দেখালেন। তার পায়ের দু'টি আঙ্গুলে আগুনে পোড়ার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এমনকি একটা আঙ্গুলে ফোস্কা পড়ে গেছে এবং আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা কোরছে। মো'জেজার যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে আল্লাহ এভাবেই তাকে সতর্ক কোরলেন।

এমামুয্‌যামানের বক্তব্য

২৪ মহররম ১৪২৯ হেজরী মোতাবেক, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ ঈসায়ী, ২০ মাঘ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ তারিখ শনিবার যাত্রাবাড়িতে একজন মোজাহেদের নাতনীর আকীকা উপলক্ষ্যে তারই বাড়ির ছাদে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোয়েছিল। সেখানে হেযবুত তওহীদের সকল জেলার আমীরদের নিমন্ত্রণ করা হোয়েছিল। এর কয়েকদিন আগেই চাঁদপুর জেল থেকে হেযবুত তওহীদের ২৪ জন মোজাহেদ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সুযোগে তাদেরও নিমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের সংবর্দ্ধনা দেওয়ার জন্য।

সামাজিক অনুষ্ঠানে সাধারণত আমি যাই না, সেদিনও যাই নি। কিন্তু আমার স্ত্রী খাদিজা খাতুনকে পাঠিয়েছিলাম। সেদিন বিকালে ঢাকার তখনকার আমীর মো: মসীহ উর রহমান আমাকে ফোন কোরে বোলল যে, 'এখানে সমবেত সব মোজাহেদ মোজাহেদারা আপনার কাছ থেকে কিছু কথা শুনতে চায়। আপনি কিছু বোলবেন?' আমার আবার বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদির প্রতি একটা অনীহা আছে, কারণ আমি গুছিয়ে বোলতে পারি না। ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ আলোচনা ইত্যাদিতে আমার কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদিকে আমি ভয় পাই, অনেকটা যাকে বলে এই কাজ কোরতে হবে শুনলে জ্বর আসে। কিন্তু অনীহা, জ্বর ইত্যাদি যাই হোক কাজটি আমাকে মাঝে মাঝে কোরতেই হয়, উপায় নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস কোরলাম, 'তোমাদের ফাংশান কয়টা পর্যন্ত চোলবে।' উত্তরে সে বোলল, 'রাত নয়টা-সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চলার কথা। তাই তখনকার মত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমীরকে বোললাম যে, 'মাগরেবের পর আমাকে একবার ফোন দিও, আমি চেষ্টা কোরব।' তারপর কথাটা ভুলে গেছি। মাগরেবের সালাহর পর যেই যেয়ে আমার বিছানায় বোসেছি অমনি মোবাইলে রিং বেজে উঠলো। দেখলাম ঠিক ঢাকার আমীর মসীহ উর রহমান। তিনি বোললেন, 'এমামুয্‌যামান, মাগরেবের পর ফোন দিতে বোলেছিলেন।' প্রশ্ন কোরে জানলাম সবাই আমার কথা শোনার জন্য তৈরী হোয়ে বোসেছে, মোবাইল থেকে লাউড স্পিকারের সংযোগ প্রদান ইত্যাদি যা যা করার সব করা হোয়ে গেছে। বুঝলাম পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

কিন্তু কি বোলব, কি বিষয়ে বোলব সে সম্বন্ধে আমার তখন কোন ধারণা নেই। কাজেই কিছু কালক্ষেপণ করার চেষ্টায় এটা ওটা প্রশ্ন কোরতে লাগলাম। তোমাদের খাওয়া দাওয়া হোয়েছে কিনা ইত্যাদি। ফোনে খুব বেশ নানান ধরণের শব্দ আসছিল। আমার মনে হোয়েছিল শব্দগুলো ছাদের উপরেই হোচ্ছে। মসীহকে বোললাম, 'তোমাদের ওখানে এত

শব্দ হোচ্ছে, আমার কথা শুনবে কি কোরে?' মসীহ বোলল, 'ওগুলো বাইরের শব্দ, বাইরে থেকে লাউড স্পিকারের শব্দ আসছে।' বোললাম, 'ও, তাহোলে তো কিছু করার নেই।' তারপর কখন আমি আমার মূল বক্তব্য শুরু কোরেছি তাও মনে নেই। যা বলার তা বলার পর আমি সালাম দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ কোরে মোবাইল রেখে দিয়ে অন্য কাজে হাত দিলাম। কি কাজে মনে নেই।

এই ব্যাপারটা আমার কাছে একটি সাধারণ ঘটনা ছাড়া আর অন্য কিছুই মনে হয় নি। ওদের অনুরোধে যা আমার মনে এসেছিল কয়েকটি কথা বোলে দিলাম ব্যাস, এর মধ্যে কোন অসাধারণত্ব, কোন বৈচিত্র বা কোন কিছুই আমার মনে হয় নি, অতি সাধারণ একটি ঘটনা। অন্য কোন অনুভূতিও আমি অনুভব কোরি নি।

তারপর রাত্রে খাদিজা ফেরার পর সালাহ, খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় যেয়ে বোসলাম। একথা সেকথার পর সাধারণভাবেই, অলসভাবে খাদিজাকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'তোমাদের অনুষ্ঠান কেমন হোয়েছে?' সাধারণত বিয়ে-শাদী ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠান থেকে ফিরলে জিজ্ঞাসা কোরি সেখানে কি হোল না হোল, কি খেলো না খেলো ইত্যাদি। খাদিজা বোলল, 'ভালোই হোয়েছে।' তারপর খাওয়া দাওয়া টুকি টাকি বিষয়ে কথা বার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'আমার ভাষণ কি শুনতে পেয়েছো?' খাদিজা বোলল, 'হ্যাঁ। খুব ভালো কোরে শুনতে পেয়েছি। আপনার ভাষণ শোনার সময় আমার মনে হোচ্ছিল আমি গভীর পানির ভিতরে বোসে আপনার কথা শুনছি। শুধু আপনার কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আর আমার মনে হোচ্ছিল, অনেকদিন, বহুদিন পর আপনার কথা শুনছি। আপনার ভাষণ শেষ হওয়ার পর আমার মনে হোল আপনি মাত্র দুই মিনিট কথা বোলেছেন।' খাদিজার কথাগুলো শুনে আমার কাছে কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক লাগলো। সে একথা কেন মনে কোরবে যে সে আমার কথা অনেকদিন পরে শুনছে? সেতো কিছুক্ষণ আগেই এই বাসা থেকে যাত্রাবাড়িতে গেছে? তাছাড়া তার কাছে আমার ভাষণ মাত্র দু'মিনিট কেন মনে হবে যেখানে আমি তার চেয়ে অনেক বেশী সময় বোলেছি? আমি বোললাম, 'তুমি যে বোলছ কোন অসুবিধা, গোলমাল ছাড়া খুব পরিষ্কারভাবে আমার কথা শুনেছ। একথাটা কি ঠিক?' ও কোন ইতস্তত না কোরেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিক, আপনি যদি গভীর পানির ভিতর বোসে থাকেন সেখানে কি কোন গোলমাল পৌঁছে? আমি শুধু আপনার কথা ছাড়া যা অতি পরিষ্কারভাবে শোনা যাচ্ছিল তা ছাড়া আর কোন শব্দ শুনি নাই।' আমি প্রশ্ন কোরলাম, 'তোমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটা সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল না, বাচ্চা-কাচ্চারা ছিল না?' খাদিজা বোলল, 'হ্যাঁ, সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল, বাচ্চা কাচ্চারাও ছিল।' আমি বোললাম,

‘কতগুলো বাচ্চা-কাচ্চা ছিল?’ ও বোলল, ‘গুনি নাই, তবে আমি ওদের নাস্তা দেওয়ার সময় ছিলাম, তাতে মনে হয় ৫০ জনের মত ছিল।’ আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম, ‘একটা ছাদের ওপর অন্যান্য লোকজন ছাড়াও শুধু ৫০ জন ছোট বড় বাচ্চা-কাচ্চা যেখানে আছে সেখানে তুমি যেভাবে আমার কথা শুনেছো বোলছ, কোন অসুবিধা ছাড়াই আমার প্রতিটি কথা শুনেছ তা কী কোরে সম্ভব?’ খাদিজা খানিকক্ষণ চুপ কোরে চেয়ে থেকে বোলল, ‘তাই তো, এই কথাতো খেয়ালই কোরি নাই!’ তখন আমি বোললাম, ‘খাদিজা, তোমার এই কথা যদি সত্য হোয়ে থাকে তবে এখানে আল্লাহ তাঁর মো’জেজা ঘোটিয়েছেন।’ আমি মনে মনে ঠিক কোরলাম, আগামীকাল এ সম্বন্ধে ভালো কোরে খোঁজ খবর নিব যে ব্যাপারটা আসলে কি?

পরদিন সকালে ঢাকার আমীর মসীহ উর রহমানের সঙ্গে ফোনে কথা হোল। আমি ফোন কোরেছিলাম নাকি সেই ফোন কোরেছিল মনে নেই। প্রয়োজনীয় কথা শেষ হবার পর আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম, ‘মসীহ, গতরাত্রে তোমাদের অনুষ্ঠান কেমন হোয়েছে?’ মসীহ বোলল, ‘আল হামদুলিল্লাহ এমামুয্যামান, ভালো হোয়েছে।’ বোললাম, ‘আমার ভাষণ কি ঠিক শুনতে পেয়েছো?’ উত্তরে মসীহ বোলল, ‘খুব ভালো ভাবে শুনেছি। একদম চরহ ফৎড়ঢ় ংরষবহপব-এ শুনেছি। আপনার সামনে বোসেও কখনও এত পরিষ্কার ভাবে শুনি নাই।’ চরহ ফৎড়ঢ় ংরষবহপব-এর অর্থ এমন একটা নিস্তব্ধতা যেখানে একটি পিন, আলপিন মেঝেতে পড়লে সে শব্দটিও শোনা যায়। আমি বোললাম, ‘মসীহ, কালকে তোমাদের এই অনুষ্ঠানটা সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল না?’ মসীহ বোলল, ‘জ্বি, সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল।’ প্রশ্ন কোরলাম, ‘বাচ্চা কাচ্চা কতজন ছিল?’ মসীহ বোলল, ‘গোনা হয় নি, তবে বোধহয় ৫০ জনের মত ছিল।’ আমি আবার প্রশ্ন কোরলাম, ‘যেখানে ৫০টির মত শিশু বাচ্চা ইত্যাদি ছিল, সেখানে তুমি চরহ ফৎড়ঢ় ংরষবহপব-এ আমার ভাষণ কেমন কোরে শুনলে?’ ফোনের ওপার থেকে খানিকক্ষণ কোন শব্দ নেই। তারপরেই শুনলাম মসীহর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, ‘তাই তো এমামুয্যামান, তাইতো! এ কথাতো কখনও মনে হয় নি। এ কি ব্যাপার!’ আমি বোললাম, ‘যদি ঘটনা এটাই হোয়ে থাকে তবে জেনে রাখো, আল্লাহ একটা অলৌকিক ঘটনা ঘোটিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর মো’জেজা ঘোটিয়েছেন।’

আমি যখন ঘটনাটি মো’জেজা বোলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলাম, তখন একে একে আরও তথ্য প্রকাশ হোতে লাগলো যেগুলি ইতিপূর্বে এই বইয়ে উল্লেখ করা হোয়েছে অর্থাৎ বাইরের শব্দ আসা, শীত ও শৈত্য প্রবাহ বন্ধ হোয়ে যাওয়া, লাউডস্পিকারের শব্দ নিখুঁত হোয়ে যাওয়া ইত্যাদি। বেশ কিছুদিন ধোরে ওখানে উপস্থিত যারা ছিলো তাদের কাছ থেকে সব তথ্য পাওয়ার পর সন্দেহের আর কোন অবকাশ রোইল

না যে সে রাত্রে আল্লাহ স্বয়ং একটি মো'জেজা সংঘটিত কোরেছেন যার উদ্দেশ্য ইত্যাদি এই বইয়ে অন্যত্র বলা হোয়েছে।

এই ঘটনার আগে পর্যন্ত আমি হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে যা মানুষকে বোলছিলাম যার প্রধান কথাই হোচ্ছে, বর্ত্তমানে মোসলেম বোলে পরিচিত লোকসংখ্যাটি তওহীদ থেকে অর্থাৎ কালেমার প্রকৃত অর্থ থেকে বিচ্যুত হোয়েছে এবং ফলে আল্লাহ ও রসুলের প্রকৃত দীনুল হক্ থেকেও বিচ্যুত হোয়ে একটি বিকৃত এসলাম আঁকড়ে ধোরে আছে তা সঠিক। এই মো'জেজার মাধ্যমে আল্লাহ তার সত্যায়ন কোরলেন। আমার মনে যতটুকু দ্বিধা বা সন্দেহের অবকাশ ছিল তা দূর হোয়ে গেল। সুতরাং এই ঘটনা হেযবুত তওহীদের জীবনের একটি মাইল ফলক। এখন আমি একেবারে নিশ্চিত যে হেযবুত তওহীদ দিয়েই আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর সত্যিকার, প্রকৃত দীনুল হক্ প্রতিষ্ঠা কোরবেন এনশা'আল্লাহ। সেদিন বর্ত্তমানের যারা হেযবুত তওহীদে আছে তাদের কে থাকবে কে থাকবে না তা আমি জানি না।

সাবধানবাণী

কোর'আন আল্লাহর রচনা নাকি মানুষের রচনা এ নিয়ে বিতর্কের অবসান ঘটাতে আল্লাহ পুরো কোর'আনকে ১৯ এর সংখ্যাজাল দিয়ে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন। এরপরেও যারা কোর'আন আল্লাহর বাণী নয়, এটি রসুলের রচনা বোলে মনে কোরবে, তাদের প্রতি আল্লাহ বোলেছেন, তাদের আমি এমন আগুনে নিক্ষেপ করবো যে আগুন তাদের না ছাড়বে, না এতটুকু রেহাই দেবে (সুরা মুদাস্‌সের-২৮)। এমামুয্‌যামানের সেদিনের ভাষণটি আল্লাহই যে তাঁকে দিয়ে বোলিয়েছেন এবং এটা যে এমামুয্‌যামানের নিজের কথা নয় এ বিষয়ে যেন কেউ সন্দেহ না করে সে জন্য এটিকে আল্লাহ ৩ সংখ্যা দ্বারা বেঁধে দিয়েছেন। এই কাজ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও যারা মনে কোরবে এটি আল্লাহ বলান নি, এটি এমামের রচনা এবং এতে যা বলা হোয়েছে তাতে সন্দেহ রাখবে তাদের প্রতিও হয়তো আল্লাহর ঘোষিত ঐ শাস্তিই প্রযোজ্য হবে।

তাই এমামুয্‌যামান সকলকে সতর্ক ও সাবধান কোরে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন যে কেউ যেন আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত এই মো'জেজাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা না করে এবং এর উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়। এমামুয্‌যামান আরও একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ কোরেছেন। সেটা হোল, যারা সেদিন ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলো এবং যারা পরে ঐ ঘটনাটি যে এক অলৌকিক ব্যাপার, আল্লাহর মো'জেজা তা বুঝতে পারবে, তাদের মধ্য থেকে যারা হেযবুত তওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে তাদের শাস্তি হবে ভয়াবহ, বিশেষ (ঝঢ়বপরধষ); সম্ভবতঃ উভয় দুনিয়াতেই। ২৪ মহররম, ১৪২৯ মোতাবেক ২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ঈসায়ী মোতাবেক ২০ মাঘ ১৪১৪ বঙ্গাব্দ তারিখে সংঘটিত এই অলৌকিক ঘটনা অনেকের জন্য পরম সৌভাগ্য, আবার অনেকের জন্য পরম দুর্ভাগ্য। যারা এর যথার্থ গুরুত্ব দেবে, এ থেকে শিক্ষা নেবে তাদের জন্য পরম সৌভাগ্য, আর যারা এর প্রাপ্য গুরুত্ব দেবে না, আল্লাহ এই মো'জেজা প্রদর্শন কোরে যা চাচ্ছেন তা কাজে লাগাবে না, তাদের জন্য পরম দুর্ভাগ্য।

- 0 -

মাননীয় এমামুয্‌যামান

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মাননীয় এমামুয্‌যামান করোটিয়া, টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে ১৫ শাবান (লায়লাতুল বরাত) ১৩৪৩ হেজরী, মোতাবেক ১৯২৫ সনের ১১ মার্চ ২৭ ফাল্গুন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, শেষ রাতে নানার বাড়িতে (টাঙ্গাইল শহর) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে করোটিয়ার নিজ গ্রামে। শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকাইয়া উচ্চ মাদ্রাসায় যার নামকরণ হোয়েছিল করোটিয়ার সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী'র স্ত্রী অর্থাৎ এমামুয্‌যামানের দাদীর নামে। দুই বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তিনি ভর্ত্তি হন এইচ. এন. ইনস্টিটিউশনে যার নামকরণ হোয়েছিল এমামুয্‌যামানের প্রপিতামহ হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী'র নামে। এই স্কুল থেকে তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন (বর্তমানে এস.এস.সি) পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন অতিবাহিত কোরে ভর্ত্তি হন বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে। সেখানে প্রথম বর্ষ শেষ কোরে দ্বিতীয় বর্ষে কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্ত্তি হন যা বর্ত্তমানে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ নামে পরিচিত। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কোলকাতায় তাঁর শিক্ষালাভের সময় পুরো ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল আর কোলকাতা ছিলো এই বিপ্লবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। আন্দোলনের এই চরম মুহূর্ত্তে তরুণ এমামুয্‌যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি জড়িয়ে পরেন। সেই সুবাদে তিনি এই সংগ্রামের কিংবদন্তীতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু বোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ দল ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দান কোরেছিল যথা- মাহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ'র নেতৃত্বে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগ। কিন্তু এমামুয্‌যামান এই দু'টি বড় দলের একটিতেও যুক্ত না হোয়ে যোগ দিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকীর প্রতিষ্ঠিত 'তেহরীক এ খাকসার' নামক অপেক্ষাকৃত ছোট একটি আন্দোলনে। আন্দোলনটি অপেক্ষাকৃত ছোট হোলেও অনন্য শৃংখলা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তার লাভ কোরেছিলো এবং ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

এমামুয্যামান ছাত্র বয়সে উক্ত আন্দোলনে সাধারণ একজন সদস্য হিসেবে যোগদান কোরেও খুব দ্রুত তাঁর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের দায়িত্বপদ লাভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে আন্দোলনের কর্ণধার আল্লামা মাশরেকী'র নজরে আসেন এবং স্বয়ং আল্লামা মাশরেকী তাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিশেষ কাজের *(Special Assignment)* জন্য বাছাইকৃত ৯৬ জন 'সালার-এ-খাস হিন্দ' (বিশেষ কমান্ডার, ভারত) এর একজন হিসেবে নির্বাচিত করেন। এটি ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং দেশবিভাগের ঠিক আগের ঘটনা, তখন এমামুয্যমানের বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। দেশ বিভাগের অল্পদিন পর তিনি বাংলাদেশে (তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান) নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রাজনীতির সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে নিরিবিলি জীবনযাপন আরম্ভ করেন। বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য কোরে অবসর সময় পার কোরতে থাকেন, যদিও কোন ব্যবসাতেই তিনি সফলতার মুখ দেখেন নি। আর সময় পেলেই বেরিয়ে পড়তেন শিকারে, রায়ফেল হাতে হিংস্র পশুর খোঁজে ছুটে বেড়াতেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বনে-জঙ্গলে। এই সময়ের শিকারের লোমহর্ষক সব অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে তিনি 'বাঘ-বন-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন যা পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয় এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারাও প্রশংসিত হয়।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রয়োগ কোরে জনগণকে এর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা কোরতে লাগলো। ইউরোপে উদ্ভুত এবং বিকশিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ শাসকরা জোর কোরে প্রাচ্যদেশীয় উপনিবেশগুলিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা চালিয়েছিল, যদিও এটি এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মনোবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। এটি উপলব্ধি কোরতে ব্যর্থ হোয়ে পাকিস্তান সরকারও একই নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল। ফলে স্বভাবতই নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হোতে লাগলো এবং এই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে একের পর এক সামরিক অভ্যুত্থান আর সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল ঘোটে চোলল। এমামুয্যামান এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে এসে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং টাঙ্গাইল হোমিও মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৯৫৭ সনে হোমিওপ্যাথিতে ডিগ্রী অর্জন শেষে নিজ গ্রামে চিকিৎসা শুরু করেন।

এমামুয্যামানের চাচাতো ভাই জনাব খুর্‌রম খান পন্নী ছিলেন টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) যিনি ১৯৬৩ সনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোলে উক্ত আসনটি শূন্য হোয়ে যায় এবং শূন্যতা পূরণের জন্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় এমামুয্যামান এই উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ান এবং আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত কোরে এম.পি. নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীই এত কম ভোট পান যে সকলেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হোয়ে যায়। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি আরও যে সংসদীয় উপকমিটিগুলির সদস্য ছিলেন তার মধ্যে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন পাবলিক-একাউন্ট, কমিটি অফ রুল এ্যান্ড প্রসিডিউর, কমিটি অন কনডাক্ট অফ মেম্বারস, সিলেক্ট কমিটি অন হুইপিং বিল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তী নির্বাচনে তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা (ঈড়হংঃরঃঁবহপু) পরিবর্ত্তন করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কারণে পরাজিত হন এবং নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন কারণ দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক অঙ্গনের নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। এরপর তিনি পুনরায় চিকিৎসার কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করোটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন যার দ্বারা এখনও উক্ত এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হোচ্ছেন। ১৯৬৯ সনে ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি এদেশে বসবাসরত বোম্বের কাচ্ এলাকার অধিবাসী মেমোন সমপ্রদায়ের মেয়ে মরিয়ম সাত্তারের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সনে স্ত্রীর এন্তেকালের পর ১৯৯৯ সনে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের খাদিজা খাতুনের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছোটবেলায় যখন তিনি মোসলেম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। প্রশ্নগুলি তাঁকে প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দেয়, তিনি এগুলির জবাব জানার জন্য ব্যাকুল হোয়ে ওঠেন। তাঁর শৈশবকালে প্রায় সমগ্র মোসলেম বিশ্ব ইউরোপিয় জাতিগুলির দ্বারা সামরিকভাবে পরাজিত হোয়ে তাদের অধীনতা মেনে নিয়ে জীবনযাপন কোরছিল। মোসলেম জাতির অতীতের সাথে বর্ত্তমান অবস্থার এই বিরাট পার্থক্য দেখে তিনি রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে এরাই কি সেই জাতি যারা সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি অঙ্গনে যারা ছিল সকলের অগ্রণী? কিসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত

হোয়েছিল, আর কিসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা, তারা সকল জাতির দ্বারা পরাজিত, শোষিত, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, দুনিয়ার সবচেয়ে হত-দরিদ্র ও অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, সব জাতির দ্বারা লান্ছিত এবং অপমানিত?

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে অনুধাবন কোরলেন কি সেই শুভঙ্করের ফাঁকি। ষাটের দশকে এসে তাঁর কাছে এই বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হোয়ে ধরা দিল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা যারা পুরুষানুক্রমে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মগ্ন ছিলো, যারা ছিল বিশ্বের সম্ভবত সবচেয়ে অবহেলিত জাতি, তারাই মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এমন একটি ঐক্যবদ্ধ, সুশৃংখল, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত হোল যে তারা তখনকার দুনিয়ার দু'টি মহাশক্তিকে (ঝঁঢ়বৎ ঢ়ড়বিৎ) সামরিক সংঘর্ষে পরাজিত কোরে ফেলল, তাও আলাদা আলাদা ভাবে নয় - একই সঙ্গে দু'টিকে, এবং অর্দ্ধ পৃথিবীতে একটি নতুন সভ্যতা অর্থাৎ দীন (যাকে বর্ত্তমানে বিকৃত আকীদায় ধর্ম বলা হয়) প্রতিষ্ঠিত কোরেছিল। সেই পরশপাথর হোচ্ছে প্রকৃত এসলাম যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল সমগ্র মানব জাতির জন্য নিয়ে এসেছিলেন। এমামুয্যামান আরও বুঝতে সক্ষম হোলেন আল্লাহর রসুলের ওফাতের এক শতাব্দি পর থেকে এই দীন বিকৃত হোতে হোতে ১৩'শ বছর পর এই বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ঐ সত্যিকার এসলামের সাথে বর্ত্তমানে এসলাম হিসাবে যে ধর্মটি সর্বত্র পালিত হোচ্ছে তার কোনই মিল নেই, ঐ জাতিটির সাথেও এই জাতির কোন মিল নেই। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানে প্রচলিত এসলাম সীমাহীন বিকৃতির ফলে এখন রসুলাল্লাহর আনীত এসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি বিষয়ে পরিণত হোয়েছে। যা কিছু মিল আছে তার সবই বাহ্যিক, ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের মিল, ভেতরে, আত্মায়, চরিত্রে এই দু'টি এসলামের মধ্যে কোনই মিল নেই, এমনকি দীনের ভিত্তি অর্থাৎ তওহীদ বা কলেমার অর্থ পর্যন্ত পাল্টে গেছে, কলেমা থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বই হারিয়ে গেছে, দীনের আকীদা অর্থাৎ এই দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণাও বোদলে গেছে।

এই জাতির পতনের কারণ যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হোয়ে গেল, তখন তিনি 'এ ইসলাম ইসলামই নয়' নামে একটি বই লিখতে আরম্ভ করেন যা ১৯৯৬ সনে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পরপর স্বভাবতই বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামের ধারক বাহক মোল্লা শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা কোরে অপপ্রচার শুরু করে যে তিনি খ্রীস্টান হোয়ে গেছেন, পথভ্রষ্ঠ হোয়ে গেছেন। তারা মসজিদে মসজিদে খোতবা দিয়ে,

ওয়াজ কোরে এমামুয্যামানের নামে বিদ্বেষ ছড়িয়ে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল। তারা এমন সব মিথ্যা কথা তাঁর নামে প্রচার কোরল যেগুলি কেবল ভিত্তিহীনই নয় নিতান্ত হাস্যকর ও অপ্রাসঙ্গিক, যেমন তিনি ইহুদী খ্রীস্টানদের কাছ থেকে টাকা পান, তিনি ও তার অনুসারীরা পুবদিকে ফিরে সালাহ কায়েম (নামায) করেন, মৃতদেহকে কালো কাফন পরান ও বসিয়ে দাফন করেন ইত্যাদি, এমন কি এর চাইতেও জঘন্য মিথ্যাচার তারা চালাতে থাকে। পাশাপাশি তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়ে, প্রভাব খাটিয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত কোরতে চাপ প্রয়োগ করে। আশ্চর্য্যজনক হোলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোল্লাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে এবং কোন রকম আত্মপক্ষ সমর্থন বা ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ না দিয়ে, এমনকি বইয়ের লেখক মাননীয় এমামুয্যামানকে পর্যন্ত না জানিয়ে বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করে। ১৯৯৫ সনে এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মানুষকে প্রকৃত এসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। এখনও তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে চোলছেন।

এদেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমগুলো ঘোর এসলাম-বিরোধী। তাদের এই এসলাম-বিরোধী মনোভাবের প্রধান কারণ দীর্ঘ সময় ধোরে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের গোলামী করা যার ফলশ্রুতিতে সকল বিষয়ে শাসকদের অন্ধ-অনুকরণ করা তাদের চরিত্রে পরিণত হোয়েছে। বাহ্যিক স্বাধীনতা লাভ কোরলেও তারা এখনও পশ্চিমা শাসকদের প্রভাব বলয় এবং মানসিক দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কোরতে পারেন নি, তাদের মন-মগজ, ধ্যান-ধারণা এখনও খ্রীস্টান শাসকদের প্রতি অপরিসীম হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন। তাদের প্রভুরা যেহেতু এসলামের ঘোর বিরোধী, তাই এই মিডিয়াও এসলামের বিরোধী। তাই মোল্লাদের পাশাপাশি তারাও তাদের পত্র পত্রিকায় ও রেডিও টিভি ইন্টারনেটে গত ১৫ বছর যাবত এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের এই অপপ্রচার তাতে তারা পুরোপুরি সফলও হোয়েছে। হেযবুত তওহীদকে তারা মানুষের কাছে একটি জঙ্গী, সন্ত্রাসী, চরমপন্থী দল হিসাবে চিত্রিত কোরতে সমর্থ হোয়েছে। মোল্লা ও মিডিয়ার এই এক তরফা অপপ্রচারের জবাব দেওয়া হেযবুত তওহীদের মত দরিদ্র আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে বিরোধীদের প্রচারিত মিথ্যাগুলিকেই সত্য বোলে বিশ্বাস কোরে থাকে। অথচ গত ১৬ বছরে এমামুয্যামানের কোন অনুসারীর দ্বারা একটি মাত্র আইনভঙ্গ বা একটি মাত্র অপরাধমূলক কাজে জড়িত হওয়ার কোন দৃষ্টান্ত নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তারা হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে এডল্‌ফ হিটলারের গণসংযোগ মন্ত্রী ডঃ গোয়েবলস এর নীতি অবলম্বন কোরেছেন,

যিনি বোলতেন, "একটি মিথ্যাকে যদি বহুবার এবং উপর্যুপরিভাবে প্রচার করা হয় তাহোলে লোকে সেই মিথ্যাকেই একসময় সত্য হিসাবে গ্রহণ কোরে নেবে।" ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লা ও মিডিয়ার এই অবিশ্রান্ত অপপ্রচার দ্বারা এভাবেই হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে অনেক মিথ্যা কথা এখন সত্য হিসাবে গৃহিত হোয়ে গেছে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীও এগুলি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত যে তারা গত ষোল বছরে এমামুয্যামানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ২০৯টি মামলা দায়ের কোরেছে, যদিও এতগুলি মামলার একটিতেও তারা এ আন্দোলনের একজনকেও আদালতে দোষী প্রমাণিত কোরতে পারে নি। ফলে কয়েকটি বিচারাধীন মামলা ছাড়া সব মামলাতেই তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হোয়ে মামলা থেকে অব্যহতি লাভ কোরেছেন।

১৯৯৮ সনে মাননীয় এমামুয্যামানের আরেকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই "দাজ্জাল? ইহুদি খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!" প্রকাশিত হয়। এ বইতে তিনি রসুলাল্লাহর হাদীস ও বাইবেলের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, বর্ত্তমান দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি ইহুদী খ্রীস্টান যান্ত্রিক, বস্তুবাদী 'সভ্যতা'ই বিশ্বনবী বর্ণিত একচক্ষু দানব দাজ্জাল। **বইটি ২০০৮ সনে বাংলাদেশে এটি ছিল সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই *(Bestseller)*।** তাঁর রচিত অন্যান্য বইগুলি হোচ্ছে:

১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
২. এসলামের প্রকৃত সালাহ
৩. জেহাদ, কেতাল, সন্ত্রাস
৪. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিশেষ অর্জন *(Achivements)*

চিকিৎসা

১. বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

সাহিত্যকর্ম

২. বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-বন-বন্দুক বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

শিকার

৩. বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

রায়ফেল শুটিং

৪. ১৯৫৪ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

রাজনীতি

৫. পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত হন (১৯৬৩-৬৫)।

সমাজসেবা

৬. হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটানিটি এ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

শিল্প সংস্কৃতি

৭. নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।

মো'জেজার ঘটার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন

উপস্থিত আমীরগণ

ক্রম	নাম	বয়স
১.	হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, সমন্বয়কারী	৩৮
২.	মো: মোফাজ্জল হোসাইন, সাতক্ষীরা	২৮
৩.	মো: রবিউল আউয়াল, রাজশাহী	৩০
৪.	মো: মোশাররফ খান, নরসিংদী	২১
৫.	মো: মাহবুব আলী, কুষ্টিয়া	৫৫
৬.	মো: শাহরুল এসলাম, মেহেরপুর	২৮
৭.	মো: শামীম আশরাফ, ঝিনাইদহ	২৮
৮.	মো: সানাউল্লাহ নূরী, বরিশাল	৩৮
৯.	মো: আবুল হাসান, বরিশালের ইউনিট আমীর	৩৮
১০.	মো: মোতালেব মেম্বার, উজিরপুর	৬৫
১১.	মো: মাঈন উদ্দিন (নেতা), নোয়াখালী	২৪
১২.	মো: নুরুল আবসার সোহাগ, ফেনী	৪০
১৩.	মো: আব্দুল ওয়াহেদ মামুন, ফেনী সদর শাখা	৩০
১৪.	মো: হুমায়ূন কবীর চট্টগ্রাম	৪২
১৫.	মো: রাজু আহম্মেদ, গাজীপুর	৩০
১৬.	মো: একবাল হাসান, কেরাণীগঞ্জ	৩২
১৭.	মো: মসীহ উর রহমান, ঢাকা	৩৯
	উত্তরা শাখা	
১৮.	মো: দিয়াউল হক	২৬
১৯.	মো: আব্দুর রাকীব	৩০
২০.	মো: শাহীন	২৬
২১.	মো: মোমেনুল এসলাম	২৪
২২.	মো: শাহীন মাহমুদ	২৭
২৩.	মো: রায়হান	২০
২৪.	মো: মোফাজ্জল	২২
২৫.	মো: ওমর ফারুক	২০

ক্রম	নাম	বয়স
২৬.	মো: মোস্তফা তালুকদার	৩৭
২৭.	মো: জব্বার খান	৩১
২৮.	মো: হেলাল হোসেন	২৭
২৯.	মো: এদ্রীস আলী	২৬
৩০.	মো: মোতালেব খান	২৬
৩১.	মো: কামারুল হোসেন	২৬
৩২.	মো: আব্দুল মফিজ	৫৪
৩৩.	মো: আব্দুল ওয়াহাব	৫৬
৩৪.	মো: সোহাগ হোসেন	২৫
৩৫.	মো: ইলিয়াস হোসেন	২০
৩৬.	মো: রুস্তম খান	৩৯
৩৭.	মো: আব্দুল হাফিজ উদ্দিন	৫৩
৩৮.	মো: মনির হোসেন	২৫
৩৯.	মো: রিয়াজ হোসেন	২২
৪০.	মো: আতাউর রহমান	২২
৪১.	মো: জসিম উদ্দিন	৩৫
৪২ .	মো: আমিনুল এসলাম	২৯
৪৩.	মো: সাঈদ হোসেন	১৯
৪৪.	মো: কবীর হোসেন	৩১
৪৫.	মো: হাবিব খান	৪৪
৪৬.	মো: এসমাইল খান	৪০
৪৭.	মো: মাসুদুর রহমান	২০
৪৮.	মো: রুবেল হোসেন	২২
৪৯.	মো: জাহাঙ্গীর জোয়ার্দ্দার	৩২
৫০.	মো: মাহে আলম কাজী	৩১
৫১.	মো: এসমাইল হোসেন	২৫
৫২.	মো: মামুন জোয়ার্দ্দার	১১
৫৩.	মো: মনিরুয্যামান	২৮

ক্রম	নাম	বয়স
৫৪.	মো: এসরাফিল	১৪
৫৫.	মো: সোহেল	৩১
৫৬.	শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান খাদিজা খাতুন	৪২
৫৭.	আমেনা বেগম	৫৫
৫৮.	আমেনা বেগম বেলা	৪৩
৫৯.	ফদিলা আক্তার	২০
৬০.	মাহফুজা আক্তার	১৯
৬১.	রোখসানা আক্তার	২২
৬২.	সুফিয়া আক্তার	৪০
৬৩.	বিলকিস আক্তার	২৬
৬৪.	জান্নাতুল ফেরদৌস	১৮
৬৫.	ববিতা বেগম	২৭
৬৬.	রত্না বেগম	২০
৬৭.	লামিয়া আক্তার	১৯
৬৮.	আদরী আক্তার	১৬
৬৯.	উম্মেহানি	১৩
৭০.	শিউলী আক্তার	২২
৭১.	নিলুফার ইয়াসমিন	৩৯
৭২.	আসমা আক্তার	২৫
৭৩.	সুমাইয়া কুমকুম	১৯
৭৪.	সানজিদা আক্তার	১৬
৭৫.	রাবিয়া আক্তার	১৯
৭৬.	রুকাইয়া আক্তার	২৪
৭৭.	নাবিলা আক্তার	২৪
৭৮.	সালমা আক্তার	২৯
৭৯.	বিউটি আক্তার	২৮
৮০.	ফাতেমা আক্তার	১৪
৮১.	শাহিনুর বেগম	৩৫

ক্রম	নাম	বয়স
৮২.	সুমাইয়া আক্তার	৬
৮৩.	ইয়াসমিন মিম	৯
৮৪.	ইয়াসমিন লিসা	৩
৮৫.	জাইমা আক্তার	৩
৮৬.	সাদিয়া	৭
৮৭.	রাণী	৬
৮৮.	মো: মাহীম	৫
৮৯.	মো: মাহদিউল এসলাম	৪
৯০.	মো: মু'আজ এসলাম	৭
৯১.	মো: মা'আজ এসলাম	৫
	শ্যামপুর ও সূত্রাপুর শাখা	
৯২.	মো: আব্দুল মতিন	২৮
৯৩.	মো: তৌহিদুল এসলাম	৩২
৯৪.	মো: মাকসুদুর রহমান	৩৫
৯৫.	মো: জয়নাল আবেদীন	২৬
৯৬.	মো: আতাহার হোসেন	২৪
৯৭.	মো: নূর এ আলম	৩৩
৯৮.	মো: মোবারক আলী	৫৫
৯৯.	মো: বাদশা মিয়া	৩০
১০০.	মো: হিরু মিয়া	২৭
১০১.	মো: ফয়সল আহমেদ	৪৯
১০২.	মো: মাসুদ রাণা	১৮
১০৩.	মো: কামাল হোসেন	৩০
১০৪.	মো: নুরুয্যামান	২৮
১০৫.	মো: হাবিবুর রহমান	৩১
১০৬.	মো: সাইফুর রহমান	৩১
১০৭.	মনিকা আক্তার	২২
১০৮.	তানজিলা আক্তার	২০

ক্রম	নাম	বয়স
১০৯.	জেবুন্নাহার	২৮
১১০.	নুরুন্নাহার যুথী	২৫
১১১.	মাহমুদা আক্তার	২৭
১১২.	হালিমা আক্তার লাকি	২২
১১৩.	সাজেদা আক্তার	১৯
১১৪.	কারিমা আক্তার	২২
১১৫.	নিপা আক্তার	২৩
১১৬.	নুরুন্নাহার	১৭
১১৭.	রুম্মানা আহম্মেদ	৩৬
১১৮.	তাসফিয়া আহম্মেদ	১৪
১১৯.	সানজিদা এসলাম জেরিন	৫ বছর ৬ মাস
১২০.	মো: আব্বাদ বিন কফিল	১ বছর ১০ মাস
১২১.	মো: নুরুয্যামান	৪
১২২.	নুরুন্নাহার	২ বছর ৬ মাস
১২৩.	মো: আদিব বিন বাদশা	৩
১২৪.	তাসনোভা আহম্মেদ	৯
১২৫.	মো: আহম্মদ বিন কামাল	৪ বছর ৬ মাস

মিরপুর শাখা

১২৬.	মো: মনিরুয্যামান	২৮
১২৭.	মো: আশেক মাহমুদ	২৪
১২৮.	মো: আবু সাঈদ	১২
১২৯.	মো: নূর হোসাইন	২৮
১৩০.	মো: জহিরুল হক সুমন	২০
১৩১.	মো: আব্দুল হক বাবুল	৩৭
১৩২.	মো: নাজের হোসেন	২৬
১৩৩.	মো: সবুজ ডাকুয়া	২৫
১৩৪.	মো: মাহবুব আলম মাহফুজ	২১
১৩৫.	মো: জাকের হোসেন	৩৭

ক্রম	নাম	বয়স
১৩৬.	মো: আবুল কালাম	৪৫
১৩৭.	মো: হুমায়ূন কবীর	১২
১৩৮.	মো: তোতা মিয়া	২৮
১৩৯.	মো: তাজ উদ্দিন	৩০
১৪০.	জোবেদা আক্তার বেবী	৩৩
১৪১.	নিঝুম আক্তার নুপুর	১৮
১৪২.	সুলতানা জাহান বন্যা	২৫
১৪৩.	মো'মেনা আক্তার	৩০
১৪৪.	আসমা আক্তার	১৪
১৪৫.	জুলেখা আক্তার	৪২
১৪৬.	রোজিনা আক্তার	২৮
১৪৭.	রোজি আক্তার	১৯
১৪৮.	ফৌজি আক্তার	১৬
১৪৯.	নুসরাত বানু নান্নী	১৪
১৫০.	রেশমা আক্তার	২৫
১৫১.	রুমা আক্তার	২২
১৫২.	রেহানা সুলতানা পপি	২৪
১৫৩.	আমতুল হুদা	২২
১৫৪.	মরিয়ম আক্তার	১৫
১৫৫.	মুন্নি আক্তার	১৮
১৫৬.	আফরোজা আক্তার	২০
১৫৭.	রুহান বিন মিজান	৬
১৫৮.	আসিয়া আক্তার	২
১৫৯.	মো: যোবায়ের হোসেন	৬
১৬০.	তাবাসসুম হক তাসিন	৪
১৬১.	রেদওয়ানুল হক রমিম	৮
১৬২.	মুগীরাহ বিন মনির	৪ মাস

ক্রম	নাম	বয়স
	যাত্রাবাড়ী শাখা	
১৬৩.	মো: কফিল উদ্দিন	৩১
১৬৪.	মো: সোহেল রাণা	২১
১৬৫.	মো: হারুনুর রশীদ	২৬
১৬৬.	মো: জসীম উদ্দিন	৩৫
১৬৭.	মো: মোজাম্মেল খান	২৩
১৬৮.	মো: মোতাহার হোসেন	১৭
১৬৯.	মো: আল শাহরিয়ার ইমন	২৪
১৭০.	মো: হেমায়েত হোসেন	২৮
১৭১.	মো: বেল্লাল হোসেন	২৪
১৭২.	মো: আবুল হাশেম	২৮
১৭৩.	মো: ইয়াসীন মিয়া	২৬
১৭৪.	মো: আবুল হোসেন	৩০
১৭৫.	মো: হারেসুর রহমান	৫৪
১৭৬.	মো: হাফেজুর রহমান ওহুদ	২৪
১৭৭.	মো: মোকসেদ আলী	৩৪
১৭৮.	মো: আব্দুর রশীদ	২৯
১৭৯.	মো: ফারুক মিয়া	১৭
১৮০.	মো: টিপু সরকার রাণা	২৬
১৮১.	মো: মোয়ায্যেম হোসেন	২৩
১৮২.	মো: আক্কাস আলী	২৪
১৮৩.	মো: রবিয়ল হক	৫৪
১৮৪.	মো: জাহেদুল হাসান পূর্ণ	১৫
১৮৫.	মো: খোরশেদ	৩৫
১৮৬.	শারমিন আক্তার	২৩
১৮৭.	ইশরাত জাহান রীপা	২১
১৮৮.	নুরজাহান বেগম	৪৬
১৮৯.	জোবেদা আক্তার	২২

ক্রম	নাম	বয়স
১৯০.	মানসুরা বেগম	২১
১৯১.	আখলিমা বেগম	২২
১৯২.	রোকসানা মোয়ায্যেম	২০
১৯৩.	রোকসানা আক্কাস	১৮
১৯৪.	নাসিমা কানন	৪৪
১৯৫	সুলতানা রাজিয়া কণিকা	২৬
১৯৬.	নাজমিন নাহার	১৯
১৯৭.	আসমা আক্তার	১৬
১৯৮.	আম্বিয়া খাতুন	৬৫
১৯৯.	খুরশিদা আক্তার	১৮
২০০.	সুমাইয়া আক্তার	৫
২০১.	শাহরিয়ার রশিদ	৫
২০২.	রোকাইয়া বেগম	২
২০৩.	বারাকাহ বিনতে আব্দাল্লাহ	৭
২০৪.	নাজিবা বিনতে আব্দাল্লাহ	১.৫

তেজগাঁও শাখা

২০৫.	মো: আলহাম্দ	৩০
২০৬.	মো: শহীদুল এসলাম	৩০
২০৭.	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	২৮
২০৮.	মো: এমরান হোসেন	২৪
২০৯.	মো: তানজিল হোসেন	২১
২১০.	মো: গোলাম কবীর	২৫
২১১.	মো: শাহ আলম	৩০
২১২.	মো: এবাদত হোসেন	২৯
২১৩.	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	৩০
২১৪.	কাজী আব্দাল্লাহ আল মাহফুজ	৩০
২১৫.	এস.এম. সামসুল হুদা	৪০
২১৬.	মো: তোতা মিয়া	৩২

ক্রম.	নাম	বয়স
২১৭.	মোহাম্মদ আলী	৪৫
২১৮.	মো: আল আমিন	২৭
২১৯.	মো: শহীদুল এসলাম বাবু	২৬
২২০.	মো: ওহাব খান	৬০
২২১.	সৈয়দ শাহীনুল এসলাম	২৭
২২২.	মো: জহুরুল এসলাম	২৬
২২৩.	মো: মাহমুদ আল ফদল	২৬
২২৪.	মো: শহীদুল এসলাম	৪০
২২৫.	মো: কামরুল হাসান	২৩
২২৬.	মো: কামাল পারভেজ	৩৮
২২৭.	মো: সোহেল মৃধা	২১
২২৮.	মো: জামিল হোসেন	২৮
২২৯.	মো: মনির হোসেন	৩০
২৩০.	মো: চান মিয়া	৪৭
২৩১.	মো: হানিফ মিয়া	১২
২৩২.	রোজিনা বেগম	১৯
২৩৩.	ফেরদৌস আফরোজ	২৫
২৩৪.	আমতুস সালাম	২৪
২৩৫.	জাফরানা বেগম	৫২
২৩৬.	সোনিয়া শারমিন	২০
২৩৭.	শান্তা বেগম	২২
২৩৮.	জোনাকী আক্তার	১১
২৩৯.	শামসুন্নাহার	২৪
২৪০.	রাণী বেগম	৪৭
২৪১.	রত্না পারভীন	২২
২৪২.	নুরজাহান ইদ্রিস	৪০
২৪৩.	শাহীদা ইয়াসমিন	১৬
২৪৪.	ঝুমুর ইয়াসমিন	২৩

ক্রম	নাম	বয়স
২৪৫.	আঁখি আক্তার	১৬
২৪৬.	নুপুর আক্তার	১৮
২৪৭.	খাদিজা আক্তার	১৩
২৪৮.	রুলিয়া বেগম	১৮
২৪৯.	শিউলী আক্তার	২২
২৫০.	শরুফা আক্তার	১৮
২৫১.	শিউলী ফদল	২২
২৫২.	মজিরন বেগম	৪০
২৫৩.	নাসিমা বেগম	২২
২৫৪.	লিমা বিনতে ফদল	১১
২৫৫.	মো: আব্দুল্লাহ	৩
২৫৬.	সারিয়া বিনতে মাহফুজ	৪
২৫৭.	গাজওয়া বিনতে মাহফুজ	২.৫
২৫৮.	ফারজানা পারভীন	৫
২৫৯.	আনো আক্তার	২.৫
২৬০.	হুযায়ফা বিনতে ফদল	৫
২৬১.	পপি	৫

গাজীপুর শাখা

২৬২.	মো: আশিকুর রহমান	১৫
২৬৩.	মো: আব্দুল বাতেন	৪১
২৬৪.	নাজমা বাতেন	৩২
২৬৫.	পারুল আক্তার	২০
২৬৬.	সালেহা সবুর (নীলফামারী)	৪৫
২৬৭.	মানিকা তমসের (নীলফামারী)	৫০
২৬৮.	তানভীর	৯
২৬৯.	মো: সাব্বির	৮
২৭০.	মো: আজমল	১.৬

ক্রম	নাম	বয়স
	নরসিংদী শাখা	
২৭১.	মো: মোতালেব মিয়া	৩০
২৭২.	মো: নেয়ামত আলী	৩৪
২৭৩.	মো: বাসেত মিয়া	২২
২৭৪.	মোর্শেদা আক্তার	১৬
২৭৫.	শ্যামলী আক্তার	১৮
	কেরাণীগঞ্জ শাখা	
২৭৬.	মো: হাবিবুর রহমান	৩৫
২৭৭.	মো: রাসেল ভুইয়া	২৭
২৭৮.	মো: নাহিদ খান	৩৯
২৭৯.	মো: মেরাজুল এসলাম মিন্টু	২৪
২৮০.	মো: সাজ্জাদ হোসেন সোহেল	২৪
২৮১.	মো: মনোয়ার হোসেন নাসির	৩১
২৮২.	মো: আনিসুর রহমান আকবর	২১
২৮৩.	মো: আমিনুল এসলাম	৩০
২৮৪.	মো: রবিউল এসলাম রবি	২২
২৮৫.	মো: আকবর	৩২
২৮৬.	মো: সোহেল	২৩
২৮৭.	শিউলী খান	৩৩
২৮৮.	রহিমা আক্তার	২৫
২৮৯.	শাহিদা আক্তার	২৬
২৯০.	সুমাইয়া আক্তার	১৯
২৯১.	সাদিয়া বিনতে হাবিব	৬
২৯২.	প্রান্ত আহমেদ বাপ্পি	৭
২৯৩.	লাবীব ভূইঞা	৪ মাস ৬ দিন
২৯৪.	সাদিয়া আক্তার	৮
২৯৫.	সুমাইয়া	৪

ক্রম	নাম	বয়স
	মতিঝিল শাখা	
২৯৬.	মো: রিয়াদুল হাসান	২৭
২৯৭.	মো: আলী হোসেন	২৬
২৯৮.	মো: আজহার উদ্দিন	২০
২৯৯.	মো: হেলাল হোসেন	২৪
৩০০.	মো: নিজাম উদ্দিন	২০
৩০১.	মো: রাজু আহমাদ রাজীব	২০
৩০২.	মো: মিজানুর রহমান	৩০
৩০৩.	মো: মাহমুদুল হাসান	৩৩
৩০৪.	মো: তায়েক আহম্মেদ	৪৭
৩০৫.	মো: শহিদুল এসলাম	২৯
৩০৬.	মো: আজহার উদ্দিন মাসুম	২২
৩০৭.	মো: শফিকুল আলম উখবাহ্	৩৮
৩০৮.	শাহানারা আক্তার	২৯
৩০৯.	রওশন আরা বেগম	৫০
৩১০.	কাজল আক্তার	১৯
৩১১.	মাহবুবা আক্তার রীপা	২১
৩১২.	রুবিনা আক্তার	২১
৩১৩.	রোজিনা আক্তার	১৮
৩১৪.	রহিমা বেগম	৩৮
৩১৫.	রোকেয়া বেগম	৫৭
৩১৬.	সেলিনা আক্তার পিংকী	১৭
৩১৭.	ইয়াসমিন আক্তার	৩২
৩১৮.	শারমিন সুলতানা চৈতী	২৩